নদীয়া-মাধুরী

শ্রীবিধুভূষণ সরকার, বি, এ,

কর্ত্তৃক লিখিত।

শ্রীকালাচাঁদ দে কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

জ্যৈষ্ঠ, ৪২৯ গৌরাব্দ।

মূল্য চৌদ্দ আনা।

অবতরণিকা।

আমার পিতৃদেব শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দে যখন শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া সেবা প্রাপ্ত হন, তখন হইতেই তিনি নবদ্বীপময়ী দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার লীলামাধুরী আস্বাদন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন। তিনি প্রত্যহ যখন ভজনে বসেন, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু এবং শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট নদীয়ার লীলামাধুরীর জন্য প্রাণের প্রবল আর্ত্তিতে প্রার্থনা করেন; কখন বা বাসুঘোষ, ঠাকুর নরহরি, লোচন দাস প্রভৃতি মহাজনগণের চরণে লুণ্ঠিত হইয়া প্রাণের আকুলতা জানাইতেন। একদিন তিনি শ্রীযুক্ত বিধুবাবুর নিকট প্রাণের আবেগ জানাইয়া বলিলেন, "ভাই অনুপ! তুমি আমার প্রাণের পিপাসা শান্তি কর, নদীয়া-মাধুরী আমাকে জানাও। প্রত্যহ তুমি ভজনে বসিয়া প্রিয়াজীর নিকট প্রার্থনা করিও; তখন তোমার যাহা দর্শন হইবে, তাহা ছন্দে লিপিবদ্ধ করিয়া আমাকে দিও।" সেই হইতেই বিধুবাবু ভজনে যাহা দেখিতে পান বা উপলব্ধি করেন তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া আমার পিতার নিকট পাঠান। ত্রিশ হইতে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া বহুদূরে অবস্থিত, কিন্তু তাঁহারা ভজনে বসিয়া যেন এক-ই সময় এক-ই লীলা আস্বাদন করেন। একদিন আমরা তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাইলাম। একদিন আমার পিতৃদেব ভজনে বসিয়া হঠাৎ কি যেন লিখিবার নিমিত্ত কালি, কলম ও নোটবুক হাতে করিলেন, এমন সময় স্কুবিল স্কুলের হেড্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সরকার নামক একটী ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন পিতৃদেব তাঁহাকে লিখিতে বলিলেন; পণ্ডিত

মহাশয় লিখিলেন, আর আমার পিতা যেন স্বপ্নলব্ধ বিষয়টী বলিয়া গেলেন। কিন্তু প্রবন্ধটী পরিসমাপ্ত না হইতেই তিনি বলিতে নিরস্ত হইলেন। বিধুবাবু সেইদিনই উক্ত প্রবন্ধটী শেষ করিয়া আমার পিতার নিকট প্রেরণ করেন। প্রবন্ধটী যখন আমার পিতার হাতে আসিয়া পড়িল, তখন আমরা এসব দেখিয়া বিস্মিত হইলাম! অবশেষে জানিলাম, বিধুবাবু যখনই যাহা লিপিবদ্ধ করিতেন, তাহার পরক্ষণেই তাঁহার সন্দেহ হইত যে, তিনি যাহা দর্শন করেন তাহা সত্য, না উহা তাঁহার চিন্তাপ্রসূত! বোধ হয় তাঁহার এই সন্দেহ নিরসন করিবার নিমিত্তই শ্রীপ্রভু ভঙ্গী করিয়া এক-ই তারিখে এক-ই লীলা উভয়ের নিকট প্রকাশ করিলেন; এবং আমরা অবিশ্বাসী জীব, পাছে আমাদের ইহাতে বিশ্বাস না হয়, এই জন্য শ্রীপ্রভুর ইচ্ছায় আমার পিতা প্রবন্ধটী অন্যের হাতে লেখাইলেন। তাঁহারা উভয়ে যে একসঙ্গে লীলা আস্বাদন করেন, তাহা বিধুবাবু প্রায় প্রত্যেক প্রবন্ধের ভণিতায় প্রকাশ করিয়াছেন। যাহা হউক, এই প্রবন্ধনিচয় আমার পিতার বড় আদরের সামগ্রী—বড় উপাদেয় বস্তু। পাছে নষ্ট হয়, এই ভয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছাপাইয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিলাম। যদি কোন গৌরভক্ত ইহা পাঠে আনন্দ প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে আমি বিশেষ কৃতার্থ হইব।

ত্রিশ,
১২ই জ্যৈষ্ঠ,
৪২৯ গৌরাব্দ। } শ্রীকালাচাঁদ দে।

———•———

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-স্তোত্র

(১)

নমো বিষ্ণুপ্রিয়ে দেবি কোটীচন্দ্রনিভাননে।
আনন্দোজ্জ্বলমূর্ত্তয়ে* নমস্তুভ্যং নমোনমঃ ॥
হ্লাদিনীশক্তিরূপিণ্যৈ প্রেমরসপ্রদায়িনি।
নমঃ শ্রীগৌরকান্তায়ৈ নমস্তুভ্যং নমোনমঃ ॥
হেমকান্তিবরাং শুভাং সুরেশ্বর-প্রপূজিতাম্।
নবদ্বীপময়ীং দেবীং পূর্ণপ্রেমস্বরূপিণীম্ ॥
গৌরবক্ষোবিলাসিনীং প্রেমানন্দবিবর্দ্ধিনীম্।
ত্রিলোকবন্দিনীং গৌরীং নমামি স্মিতহাসিনীম্ ॥
ফুল্লেন্দীবরসংস্থিতাং ফুল্লারবিন্দবেষ্টিতাম্।
গৌরদেহসমাশ্রয়াং নমামি ত্বাং সুশোভনাম্ ॥
পীতোজ্জ্বলতনূংত্বাংহি সুন্দরীং চ সুভাষিনীম্।
পীতবাসঃসুশোভিতাং পুষ্পাভরণভূষিতাম্ ॥
স্নিগ্ধজ্যোতিঃ-সমাকীর্ণাং সর্ব্বলোকমনোহরাম্।
মালতীমালমণ্ডিতাং নমামি ভক্তিরূপিণীম্ ॥
কাঞ্চনামিতপ্রভাদি সর্ব্বসখীপরিবৃতাম্।
সুধেন্দুবদনীং নৌমি নাগরীকুলবেষ্টিতাম্ ॥
নদীয়াকিশোরীং গৌরীং পুরুষার্থপ্রদায়িনীম্।
চিদানন্দময়ীং দেবীং নমামি বিশ্বরূপিণীম্ ॥

কষিতকাঞ্চনকান্তিং কামিনীকুল-কল্যাণীম্ ।
কমনীয়কলেবরাং নমামি কলকণ্ঠিনীম্ ॥
খরূণাং খর্ব্বকারিণীং খচরৈঃ খেলন-প্রিয়াম্ ।
খণ্ডিতাং খলু খর্ম্মিণীং নমামি খিদিরাননাম্ ॥
গৌরগৌরবগর্ব্বিতাং গৌরাঙ্গৈকগতিং গৌরীম্ ।
গীতবিদাং গুরুং গূঢ়াং নমামি গজগামিনীম্ ॥
ঘোর-ঘৃষ্ট-ঘনীভূত-ঘনবল্লীং ঘনরসাম্ ।
ঘনপ্রেমাং ঘৃণাবতীং নমামি ঘর্ষণীকান্তিম্ ॥
চিন্ময়ীং চতুরাং চিত্রাং চারুচন্দনচর্চ্চিতাম্ ।
চিত্তচৌর-চিত্তচৌরাং নৌমি চারুচপলাঙ্গীম্ ॥
ছন্দসাং ছন্দরূপিণীং ছায়াচ্ছেদনকারিণীম্ ।
ছন্দোগানাং ছিদ্রচ্ছেত্রীং নৌমি ছন্দঃপ্রবর্ত্তিনীম্ ॥
জীবাশ্রয়াং জয়দাত্রীং জীবানাং জীবনং জনীম্ ।
জ্যোতিষাং জনিত্রীং নৌমি জ্যোতির্ম্ময়ীং জগৎকর্ত্রীম্ ॥
ঝঙ্কতীনাং ঝরীং নৌমি নৌমি ঝলজ্ঝলাবতীম্ ।
ঝষকেতনদর্পহাং নমামি ঝাটবাসিনীম্ ॥
ত্রিস্রোতসাং তটস্থিতাং তড়িল্লতাং তমোহরাম্ ।
তূর্য্যাতীতাং তনুমধ্যাং নৌমি ত্রিতাপতারিণীম্ ॥
দামিনীদামদীপ্তাঙ্গীং দিব্যদ্যুতিং দ্যোতমানাম্ ।
দীব্যন্তীং দায়িতাং দেবীং প্রণমামি দয়াবতীম্ ॥

ধরিত্রী-ধারিধারিণীং ধুরিণং ধীমতাং ধিয়াম্।
ধর্ম্মাধর্ম্মাতীতাং ধন্যাং প্রণমামি ধীরাধীরাম্॥
নবদ্বীপময়ীং নিত্যাং নিরবদ্যাং নীলাম্বরাম্।
নির্গুণাং নিগমাতীতাং নমামি নায়িকোত্তমাম্॥
প্রফুল্লপদ্মপ্রস্থিতাং পরিকর পরিবৃতাম্।
পরানন্দপ্রদায়িনীং নমামি পরমেশ্বরীম্॥
পরিপূর্ণপ্রেমরূপাং পাবনীং পৃথিবীপূজ্যাম্।
প্রফুল্লাং প্রোজ্জ্বলাং প্রাজ্ঞাং প্রণমামি প্রাণারামাম্
প্রাণপ্রেষ্ঠাং প্রেমময়ীং প্রিয়ম্বদাং প্রিয়ঙ্করীম্।
প্রণমামি প্রিয়ব্রতাং পরমপ্রিয়দর্শনাম্॥
ফলাফলাতীতাং ফুল্লাং ফল্গুফুৎকারকারিণীম্।
ফুল্লাধরাং ফুলাসনাং নমামি ফুলমালিকাম্॥
বরাং বালাং বরদাত্রীং বুদ্ধ্যতীতাং বুদ্ধিরূপাম্।
বালার্কবর্ণবাসসং নমামি বধূবান্ধবাম্॥
ভক্তিরূপাং ভক্তপ্রিয়াং ভব্যাং ভদ্রাং ভয়াপহাম্।
ভবহরাং ভাবময়ীং নমামি ভারতী-ভর্ত্রীম্॥
মায়াতীতাং মনোরমাং মালতী-মালমণ্ডিতাম্।
মধুরাং মানবীরূপাং নৌমি মহামায়াসুতাম্॥
মন্ত্রাতীতাং মূলাধারাং মুগ্ধাং মহামহেশ্বরীম্।
মৃগাঙ্কম্লানকারিণীং নমামি মুক্তিলাঞ্ছিতাম্॥
যজ্ঞেশ্বরীং যোগাতীতাং যুগেশ্বরীং যশস্বিনীম্।
যুক্তবেণীং যবীয়সীং নমামি যোষিতাং যাত্রীম্॥

রসিকাং রসজ্ঞাং রম্যাং রমাং রাধাং রাসেশ্বরীম্ ।
রসরূপাং রসময়ীং নৌমি রাজরাজেশ্বরীম্ ॥
ললনাললামভূতাং ললিতাং লাবণ্যময়ীম্ ।
লীলাময়ীং লোকপ্রিয়াং নমামি লোচনলোভনাম্ ॥
বিষ্ণুপ্রিয়াং বরাঙ্গনাং বেদাতীতাং বেদপ্রসূম্ ।
বিপ্রলব্ধাং বিদগ্ধাং বৈ নমামি বরবর্ণিনীম্ ॥
বিদ্বত্তমাং বিধানজ্ঞাং বিনয়িনীং বিনোদিনীম্ ।
বিম্বাধরাং বিশালাক্ষীং নৌমি বিশ্ববিমোহিনীম্ ॥
শাস্ত্রমূর্ত্তিং শাস্ত্রাতীতাং শরদিন্দুবিনিন্দিতাম্ ।
শর্ম্মদাং শরণং শান্তিং নমামি শমনশাসনাম্ ॥
শুদ্ধিং শক্তিং শিক্ষাদাত্রীং শুভাশুভাতীতাং শুভাম্ ।
শ্যামাং শোভাময়ীং শ্রদ্ধাং শ্রিয়ং নৌমি শ্রিতবতীম্ ॥
সখীসমাবৃতাং সাধ্বীং সত্যরূপাং সমুদ্ধর্ত্রীম্ ।
সুস্মিতাং সুন্দরীং স্নিগ্ধাং নৌমি সনাতন-সুতাম্ ॥
হিরণ্যবর্ণাং হেমাঙ্গীং হৃদিপদ্মবিলাসিনীম্ ।
হাস্যাননাং হিতার্থিনীং নৌমি হরাং হরিপ্রিয়াম্ ॥

নিতুই নূতন।

জীবের স্বভাব নূতন চায়,
জড় ভাবে তাহা কভু না পায়।
অনিল সলিল আকাশ আর,
নিতুই নূতন মাধুরী তার।
রবি শশী আজ যে ভাবে উঠে,
ফুলরাশি আজ যে ভাবে ফুটে,
কাল তারা পুনঃ নূতন ক'রে
নব নব ভাবে সুষমা ধরে।
জীবেরে আনন্দ দিবার তরে
প্রেমের ঠাকুর কত কি করে!
বিচিত্র বিশ্ব সৃজন করি'
মানবের কাছে রেখেছে ধরি।
জড়তা বশতঃ জীব অপেয়ান
ভুঞ্জিতে পারেনা এহেন দান।

তাই সে ঠাকুর বসিয়া ভাল
নদীয়া নগরে উদিত হ'লো।
আনন্দস্বরূপ গৌরাঙ্গচাঁদ
পাতিল প্রেমের নূতন ফাঁদ।
নিতুই নূতন তাঁহার রূপ,
অনন্ত অপার রসের ভূপ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁহারি খেলা,
সর্ব্বোত্তম তাহে নদীয়া-লীলা।
রসের মানুষ গৌরাঙ্গ রায়
নায়ক উত্তম খেলিছে তায়;
নিত্য নব রস, খেলিছে তাহে,
মুনির মানস মোহিছে যাহে।
এলীলা আশ্রয় করিবে যে-ই
বিশ্ব মধুময় দেখিবে সে-ই

—— o ——

নদীয়া-মাধুরী

বালা বিষ্ণুপ্রিয়া ও দেবী মহামায়া।

শ্রীমতী বলিতেছেন—

"নিতি নিতি মাগো সিনান করিতে
সুরধুনী যাই সবার সহিতে;
কত শত নারী যেয়ে চ'লে যায়,
কারো দিকে মন ফিরে নাহি চায়,
আপনার মনে সিনান করিয়া
গৃহে আসি ফিরে সঙ্গী সব নিয়া।
কিন্তু, মাগো! আজ কিছু দিন ধরি'
বৃদ্ধা মোরে এক স্নেহ করে ভারি;
স্নেহের মূরতি, হাসি ভরা মুখ,
দেখিয়াই মোর উপজিল সুখ;
আমারে দেখিয়া হাসিয়া হাসিয়া
করে আলিঙ্গন বুকেতে টানিয়া;
সোহাগ করিয়া কত প্রেম ভরে
কত শত কথা জিজ্ঞাসে আমারে।

আমিও তখনি চরণে পড়িয়া
প্রণিপাত করি আপন মানিয়া।
তাঁরে পেয়ে যেন কত কি পাইনু,
আনন্দ সাগরে অমনি ভাসিনু।
কতকাল ধ'রে চেনা পরিচয়
তার সনে যেন মোদের আছয়;
না হ'লে কি, মাগো, মায়ের মতন
এত ভালবাসে যেন নিজ জন?
দেখি নাই, মাগো, কোন দিন তাঁরে,
তবে ভালবাসে সে কেন আমারে!
শুধু মোরে নহে, সব সঙ্গীগণে
আদর সোহাগ করয়ে যতনে।
পিঠে হাত দিয়ে, কারো শির পরে
সোহাগ করয়ে কারো ঠোঁটে ধ'রে।
কত শত কথা পুছয়ে সবারে,
সবাই প্রণাম করয়ে তাঁহারে।
কোলে টেনে নেয় মোরে থাকি থাকি;
স্নেহে দেখি তাঁর ছল ছল আঁখি।
তুমি, মাগো, মোর জননী যেমন,
মনে লয় হেন সেও ত তেমন।
তিনি কি মোদের আত্মীয় স্বজন!
তা না হ'লে কেন কাঁদে মোর মন?
বল, বল, মাগো, সে তোমার কে,
এত স্নেহ প্রীতি করিলেক যে?

যদি বা আত্মীয় কোন কিছু হয়,
এতদিন কেন যাওনি তথায়?
অথবা, সে কেন আমাদের ঘরে
আসেনা মোদেরে দেখিবার তরে?
এক দিন, মাগো, চল যাই তবে
তাঁদের বাড়ীতে বেড়াইতে সবে।
তিনি আমাদের বড়ই আপন,—
সেথা গেলে তাঁর খুসী হবে মন।"
সরলা বালিকা একথা বলিয়া
মা'র মুখ পানে রহিল চাহিয়া।
বালার কথায় ভাসি অশ্রুনীরে
দেবী মহামায়া কহে ধীরে ধীরে—
কন্যারে জননী বড় স্নেহ করে,
আর কেহ যদি ভালবাসে তারে,
সে কথা শুনিয়া মায়ের উল্লাস
শতগুণে আরো হয় পরকাশ;
বিশেষতঃ আরো শুনিয়াছে মাতা,—
জগত-জননী ইনি শচী মাতা—
সঙ্গীরা আসিয়া আগেই বলেছে,
ইহা শুনে আরো আনন্দ বেড়েছে।
তাই, মাতা ভাসি প্রেম-অশ্রুনীরে
কহিল কন্যায় অতি ধীরে ধীরে,—
"ভাল, ভাল, বাছা, ভাল কথা বটে,
আগে পুঁছি তব পিতার নিকটে।

তিঁহো যদি যেতে অনুমতি দেয়,
বেড়াতে আমরা যাইব তথায়।
তা না হ'লে, বাছা, কেমন করিয়া
আমি যেতে বলি স্বতন্ত্র হইয়া ?
জান ত তোমার বাবা সুপণ্ডিত,
জানে সমাজের সব রীতি নীত ;
কি যে আত্মীয়তা তাঁহাদের সনে
আছয়ে মোদের, তিঁহো তাহা জানে,
তা না হ'লে সেথা কিরূপে যাইবে,
তাহার উপায় তিনিই করিবে।
তাঁর বাড়ী যদি বেশী দূরে হয়,
তিঁহো ছাড়া যেতে কে করে উপায় ?
তিনি তোরে, বাছা, বড় ভালবাসে,
তোর বাঞ্ছা পূর্ণ হবে অনায়াসে।"
এরূপে কন্যায় প্রবোধিলে পরে
বালা খেলে যেয়ে হরিষ অন্তরে।
অনুপ তখন কহিল মাতারে—
"তুমিই ত যেতে দিতে পার তারে!
এই নদীয়ায় শচীমা'র স্নেহে
কত শত বালা যায় তাঁর গেহে।
এই তাঁর সবে বালিকা বয়স,
বেশী হ'লে হবে এবে নয় দশ।
শচী মাতা তাঁরে বড় ভালবাসে ;
কি দোষ যাইতে তাঁহার আবাসে ?

হ'লই বা দূরে বাড়ীখানি তাঁর,
কি দোষ হইবে যেতে বালিকার ?
নদীয়া সমাজ পণ্ডিতের স্থান,—
হেথা নাই কোন সংকীর্ণ অজ্ঞান।"
দেবী মহামায়া তখন অনুপে
কহে গূঢ় কথা অতি চুপে চুপে,—
"নিমা'য়ের হাতে কন্যা সমর্পিতে
কামনা হয়েছে আমাদের চিত্তে।
কিন্তু কর্ত্তা বড় আছে সাবধানে,
এ কথা ভাঙ্গেনি কভু কা'রো স্থানে।
আপন মর্য্যাদা আপন সম্মান
রাখিবারে তিনি বড় যত্নবান্।
অগ্রণী হবে না করিতে প্রস্তাব,
জানাবে না কারে স্বীয় মনোভাব।
বাস্তবিক (ও) মোর কন্যা সুচরিতা
রূপে গুণে শীলে লক্ষীর (ও) পূজিতা।
হেন কন্যারত্ন যার ঘরে যাবে,
অপার্থিব ধন হাতে হাতে পাবে।
তুমি বল কিবা সাধিয়া সাধিয়া
হেন ধনে দিব সেথা পাঠাইয়া ?"
অনুপ বলিল—"সত্যই ত, মাগো !
সেধে নিলে দিবে, নহে দিবে নাগো !"

বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া ও শচীমাতা।

একদা শচী-মা বধূরে আনিয়া
বলয়ে মধুর বাণী।
"শুনগো, বউ মা, তোমার লাগিয়া
বল কি খাবার আনি॥
বড় মানুষের মেয়ে তুমি মাগো
কি দিযে খাওয়াব তোমা।
কাঙ্গালের ঘরে আসিয়া পড়েছ,
তবু খুলে বল আমা॥
পিষ্টক পায়েস অথবা সন্দেশ
আর কি তোমার প্রিয়।
আমি ব'সে ব'সে রাঁধিব হরিষে
তুমি মা যোগাড় দিও॥
সরম করিয়া গোপন ক'রোনা
আমি, যে তোমার মা।
খু'লে না বলিলে বঞ্চনা করিলে
আমি কিছু খাব না॥"
মায়ের কথায় বালা বিষ্ণুপ্রিয়া
প্রণতি করিয়ে পায়।
বলে ধীরে ধীরে সুমধুর স্বরে
কত সুধা ঝরে তায়॥

"শুন তবে মা গো মিষ্ট খাইনা গো
শাকেতে আমার প্রীতি।
শাক রান্না হ'লে আর কিছুতেই
রহেনা আমার মতি॥
শাক হ'লে পরে তাহাই আমার
বড়ই মধুর লাগে।
পিষ্টকাদি যত মিষ্ট শত শত
কিছু না শাকের আগে॥
তার সঙ্গে যদি রসা তৈরী হয়
সেও ত বেশীর ভাগ।
অম্বল হইলে শাকের করিলে
তাতে বড় অনুরাগ॥
লঙ্কা বড় বেশী ভাল নাহি বাসি
অল্প ঝাল দিয়ে শাক।
ভাজিলে তেলেতে সু-তার হইবে
ধীরে ধীরে কৈলে পাক॥
এসব রাঁধিতে আমিও পারিব
তুমি না যাইও মা।
তোমার রাঁধনে পাইব বেদনে
মনেতে মানেনা তা॥
আমার লাগিয়া খাটিয়া খাটিয়া
শরীর করেছ মাটি।
এই ভিক্ষা দাও— তুমি ব'সে খাও
এবে খাটো আমি খাটি॥"

বউমার কথা শুনি শচী মাতা
বলিলেন ধীরি ধীরি—
"আদর করিয়া শাকান্ন রাঁধিয়া
খাওয়াব কেমন করি॥
বউমা আমার শাক ভালবাসে
এ তা'র কেমন রীতি।
আমার নিমাই— আর কিছু নাই,—
তার(ও) ত শাকেতে প্রীতি॥
আমি কাঙ্গালিনী তাই বুঝি বালা
বলিল শাকের কথা।
তা না হ'লে বউ কেননা বলিল
পায়স মিষ্টের কথা॥"
এসব বলিয়া শচীমা কাঁদিল
বাসিল বড়ই দুঃখ।
জিজ্ঞাসা করিয়া ফাঁপড়ে পড়িল
প্রাণে না পাইল সুখ॥
অনুপ তখন মায়ের নিয়ড়ে
দাঁড়ায়ে শুনিতেছিল।
মাকে প্রবোধিয়া উঠিল বলিয়া
মাও ত প্রবোধ পাইল॥
অনুপ বলিল— "শুন শুন মাগো
বিষ্ণুপ্রিয়া শুধু তোমার নয়।
গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া জগতে সবার—
সবেই তাদের আপন কয়॥

সবার লাগিয়া নিয়েছে বাছিয়া
ফল মূল শাক আর।
যেন সবে মিলি খাওয়াইতে পারে
কিছু না লাগয়ে ভার।"

শচীমা'র স্নেহে শ্রীমতী বিহ্বল।

বিরলে বসিয়া বালা বিষ্ণুপ্রিয়া
বিরস বদনে ভাবে।
শচীমা ছাড়িয়া কেমন করিয়া
পিতার আলয়ে যাবে॥
আকাশের পানে চাহে আনমনে
সকলি হেরিছে শূন্য।
শচীমার বুকে কাটিয়েছে সুখে,
আপনা মেনেছে ধন্য॥
বিবিধ যতন আদর যতন
পাইয়া ভুলেছে সব।
মায়ের সোহাগ প্রীতি অনুরাগ
সবি হেথা অভিনব॥
ভাবিয়া ভাবিয়া আকুল হইয়া
কাঁদিতেছে অবিরল।
নিশ্বাস বহিছে সঘন কাঁপিছে
ধারে বহে অশ্রুজল॥

সোণার প্রতিমা হয়েছে কালিমা
আর সেই হাসি নাই।
নাইতে খাইতে দেহধর্ম্মাদিতে
কিছুতেই রতি নাই॥
কেবল নিশ্বাস, কেবল হুতাশ,
অবিরল অশ্রুধার।
আলু থালু কেশ নাহি সেই বেশ
নাহি সে যতন আর॥
'মাগো' 'মা' বলিয়া কাঁদে ফুকারিয়া
আর না সরিছে বাণী।
'মা' 'মা' শবদ করে অবিরত
প্রবোধ নাহিক মানি॥
প্রিয় সখী সব বুঝাতে নারিয়া
ভাসিতেছে আঁখি-নীরে।
কাঞ্চনা তখনে মধুর বচনে
পুঁছে তারে ধীরে ধীরে॥
"শুন প্রাণসখী কেন হেন দেখি
কিসের বেদনা তোর।
কিসের ভাবনা কিসের যাতনা
কিসে বা হইলি ভোর॥
শুনগো সজনী, রোদন সম্বরি
নয়ন মেলিয়া চাও।
বলগো খুলিয়া মন উঘাড়িয়া
আমার মাথাটী খাও॥

এহেন দশায় দেখে যদি মায়
হইবে আকুল অতি।
নাহি কিঁছু ব'লে কাঁদাবি সকলে
এ তোর কেমন মতি॥
স্নেহের সাগর শচী মা আমার
কি ফল কাঁদায়ে তাঁরে।
তোর হাসি মুখ না হেরিলে সুখ
নাহি পায় এ সংসারে॥
যত কিছু করে সবি তোর তরে
পরাণ পরাণ তুই।
কথা খু'লে কও —মোর মাথা খাও—
কি আর কহিব মুই॥"
মায়ের বেদনা শুনি বিষ্ণুপ্রিয়া
ধৈরয ধরিল বালা।
কহে ধীরে ধীরে ভাসি অশ্রুনীরে
ধরিয়া সখীর গলা॥
"আমিও রে ভাই কাঁদিতেছি তাই
কেমনে মায়েরে ছাড়ি।
ছাড়ি এই সব প্রেমের বৈভব
যাইব বাপের বাড়ী?
হেথা মায় মোরে কত স্নেহ করে
সেথা কি পাইব ইহা।
এত ভালবাসা পাব কিরে সেথা
কেমনে বাঁধিব হিয়া॥

শুধু মোরে নহে সবেই ত কহে,
তাঁহার স্নেহের বশে।
যতেক নাগরী রসের গাগড়ী
আসয়ে আমার পাশে॥
আমার লাগিয়া সবায় আনিয়া
করয়ে খেলার সাথী।
তাদেরে লইয়া হাসিয়া খেলিয়া
কাটাই দিবস রাতি॥
এমন মায়েরে ছাড়িয়া যাবরে
পরাণ কাঁদেরে সই।
তোরা নিজ জন মোর প্রাণ সম
মরম বেদনা কই॥
খাটিয়া খাটিয়া কত বা ভুগিয়া
পেতেছে সংসার খানি।
বিশাল সংসার এখন আমার
সব ভার নিব আমি॥
তোমরা সহায় হইলে তাহায়
কিছুনা আপদ গণি।
জগত জুড়িয়া মা'র স্নেহ দিয়া
করিব অমিয়-খনি॥
মায়েরে যতনে বসায়ে এখনে
খাওয়াব পরাব মোরা।
সকলে হাসিবে নাচিবে গাহিবে
দেখিয়ে হইব ভোরা॥

যেখানেতে যাব মাকে সঙ্গে নেব
নতুবা নাহিক যাব।
সকলেরে নিয়ে একত্র হইয়ে
শচী মা'র গুণ গাব॥"
এসব শুনিয়া সখীরা মিলিয়া
গাইল মায়ের জয়।
শুনি জয়ধ্বনি বিষ্ণুপ্রিয়া ধনি
আনন্দ হৃদয়ে কয়॥
"সব সখী মিলি হয়ে কুতুহলি
গাওনা মায়ের গীতি।"
কাঞ্চনা অমিতা হয়ে পুলকিতা
গাইল অপূর্ব্ব রীতি॥
অনুপ সেখানে বিহ্বল হইয়ে
নিকটে দাড়ায়ে ছিল।
শ্রীমা আসিয়া হাসিয়া হাসিয়া
ধরিয়া কোলেতে নিল॥

শচীমা'র সংসার।

শচীমা কহিছে, "শুন বধূমাতা,
আজ কহি এক সংসারের কথা।
নিমাই আমার বড়ই চঞ্চল,
সদা খেলে নিয়ে বালকের দল।
নাচে গায় আর করয়ে কীর্ত্তন,
কভুবা করয়ে শাস্ত্র আলাপন,
নদীয়া-বালক ইহারে পাইয়া
নাচে গায় সদা আনন্দে মাতিয়া,
হরিনাম পেলে ক্ষুধাতৃষ্ণা নাই,
সবারেই ভাবে আপনার ভাই।
কেহ কভু তারে নাহি ভাবে পর,
সকলেই ভাবে এই তার ঘর।
আমারে সকলে ডাকয়ে জননী,
ইহার কারণ মোর গুণমণি।
নিমা'য়েরে সবে কত ভালবাসে,
সবাই তাহারে প্রাণসম বাসে।
নিমাইও তাদের আদর পাইয়া
নদীয়া নগরে বেড়ায় নাচিয়া।
ভাল মন্দ সেহ কিছুই না বাছে,
বিকায় নিজেরে সকলের কাছে।

শুধু নহে এই নদীয়া নগর,
তারে ভালবাসে জগত সংসার।
সবে আপনার সংসার ভুলিয়া
সর্ব্বদা বেড়ায় নাচিয়া গাহিয়া।
নিমাই কারেও কিছু নাহি কয়,
তাদের সংসার আমাদেরি হয়।
তাই, বধূমাতা, ভেবে দেখ মনে,
সংসার করিতে হইবে যতনে।
দেখ কত বড় বিশাল সংসার
তুমি এবে লও সকলের ভার।
ক্ষুধার বেলায় তাহারা আমার
সবেই আসিয়া চাহিবে খাবার।
খাওয়াতে পরা'তে হইবে সবায়,
দেখো যেন কেহ কষ্ট নাহি পায়।
আরো দেখ—সব নারীগণ এসে,
খেলে তোমা সনে কত ভালবেসে।
সাজায় তোমারে কত যত্ন ক'রে,
জননী বলিয়া ডাকয়ে আমারে।
নিজেরা না খেয়ে তোমারে খাওয়ায়।
নিজেরা না প'রে তোমারে পরায়।
প্রাণ মন ধন সকলি দিয়েছে,
মোর গৃহ-কাজ বাঁটিয়ে নিয়েছে।
দেহ-সুখাদিতে কা'রো মন নাই,
বাছাদের মত আর দেখি নাই।

এরা ত কখনো ইহাদের তরে
করেনা কিছুই ক্ষণেকেরো তরে।
এ সংসারখানি হ'য়েছে তাদের;
এ সবার ভার এখন মোদের।
খাইতে এদের কষ্ট হ'লে পরে
পরাণ আমার ছট্‌ফট্‌ করে।
নিজেদের সুখ এরা নাহি গণে,
আমাদের সুখ সদা ভাবে মনে।
যদি কেহ কভু কিছু খেতে চায়,
নিমাই অথবা তোমা লাগি কয়।
আমাদের সুখে এরা বাসে সুখ।
আমাদের দুঃখে গণে মহা দুঃখ।
এই যে বিশাল সংসার আমার,
এখন সকল হইল তোমার।
ক্রমেই বাড়িবে এ সংসার খানি,
বুঝে যত্ন ক'রো আপনার মানি।
দেখো যেন এরা সুখে থাকে সবে,
কোন জ্বালা কেহ নাহি পায় ভবে।"
সকলের প্রেম শুনি বিষ্ণুপ্রিয়া
বিহ্বল হইল প্রেমেতে গলিয়া।
আঁখি দুটী তাঁর করে ছল ছল,
গণ্ডদেশ বাহি পড়ে অশ্রুজল।
অনুপ কহিছে "এই অশ্রুজল
সকলের সদা করিবে মঙ্গল।

প্রেমের আধিক্যে বধূরে শচী মা
ছোট বলি ভাবে ঐশ্বর্য্য জানে না।
বিষ্ণুপ্রিয়া যথা প্রেমেতে সেবিতা,
লক্ষ্মীদেবী তথা নিত্য বিরাজিতা।
বিষ্ণুপ্রিয়া শুধু হাসিবে খেলিবে,
সংসারের কাজ অমনি হইবে।
বালার করিতে হবে নাক কিছু,
লক্ষ্মী আদি দেবী তারি পিছু পিছু।
আশীর্ব্বাদ কর জগত জননী,
তোমার সংসারে যেন মোরে গণি।"

নদীয়া নগরে বালিকাকুল।

আজ ভোর বেলা বালিকার মেলা
চ'লেছে ন'দের পথে।
হাতে লয়ে মালা নদীয়ার বালা
চলে কত শতে শতে॥
মালতী মল্লিকা যুথী সেফালিকা
তুলিয়া এনেছে কত।
সুগন্ধি সুন্দর কত মনোহর
তুলিয়াছে মনোমত॥
কাহারো ডালায় কত শোভা পায়
কেবল সুগন্ধি ফুল।

কারো সাজি মাঝে অন্য ফুল সাজে
তাহার নাহিক ভুল ॥
কোনও বালিকা আনিছে মল্লিকা
শোভয়ে মধুর অতি।
কেহ বা মালতী কেহ আনে যুথী
মাধুরী বর্ণিব কতি ॥
কেহবা বকুল অসংখ্য অতুল
আনিছে ভরিয়া ডালা।
কেহ নানা মত ছোট বড় কত
গাঁথিয়া এনেছে মালা ॥
কেহ ডালা ভরি পুঞ্জ পুঞ্জ করি
আনয়ে চম্পক-কলি।
যতন করিয়া গোলাপ তুলিয়া
কেহ আনে কুতুহলী ॥
কেহ চন্দ্রমুখী, কেহ সূর্য্যমুখী,
কেহ চন্দ্রকেতু আনে।
কেহ বেলফুল, কেহবা মুকুল
আনিছে আনন্দ মনে ॥
গন্ধরাজ আর ফুলের বাহার,
কেহ বা রজনী গন্ধ।
মৃদু মন্দ বায় বহিতেছে তায়
ছুটে গন্ধ মন্দ মন্দ ॥
কেহ নীল পদ্ম, কেহ শ্বেত পদ্ম,
কেহ বা লোহিত পদ্ম।

ডালা ভরি ভরি আনে যত্ন করি
সবি প্রস্ফুটিত সদ্য॥
কোন ডালামাঝে গোলাচি বিরাজে
ফুটন্ত, কলিকা আর।
লবঙ্গ কুসুম বরণ কুঙ্কুম
কিবা সে মাধুরী তার॥
ঝুম্‌কা তুলিয়া সাজিতে ভরিয়া
সাজায়েছে থরে থরে।
বিচিত্র বরণে তাহার ঘরাণে
দিক্ আমোদিত করে॥
কেহবা মাধবী, কেহবা করবী,
কারো কাছে কুন্দ শোভে।
কতবা যতনে দ্রোণফুল আনে
সব হেরি মন লোভে॥
অতি সযতনে আনন্দিত মনে
তুলেছে কতই ফুল।
সাজাবে বলিয়া গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া
চ'লেছে বালিকাকুল॥
গায়ের বরণ কাঞ্চন কিরণ
সকলেরি খোলা চুল।
প্রফুল্ল আনন চটুল নয়ন
কাণেতে শোভয়ে দুল॥
পক্ক বিম্বাধরে অমিয় নিঝরে
নাসায় নোলক দুলে।

মুখানি দেখিয়া কমল বলিয়া
ভ্রমর বুলয়ে ভু'লে ॥
মনোহর বেশে সাজিয়েছে কেশে
সকলি ফুলের সাজ।
পুষ্প আভরণে অতি সযতনে
সেজেছে সকলে আজ ॥
দেহ লতোপরি সাজে থরি থরি
বিচিত্র বসন খানি।
গোরার লাগিয়া উল্লসিত হৈয়া
সাজিয়েছে অঙ্গখানি ॥
বলয় কেয়ূর পায়ের নূপুর
ফুলের সাজনী সাজে।
লহরে লহরে কুসুমের হারে
গলায় মোহন রাজে ॥
কঙ্কণ কিঙ্কিনি নাহি বাজে কিনি
সকলি ফুলের সাজ।
ফুল দিয়া সব বড় অভিনব
সেজেছে মধুর আজ ॥
হেলিয়া দুলিয়া প্রেমেতে গলিয়া
চ'লেছে বালিকাকুল।
ফুলেতে সাজিয়া ফুলরাশি নিয়া
চলে শত শত ফুল।
মধুর চাহনি অঙ্গের দোলনি
পথে সুধা বরিষায়।

রূপের চমকে ঝলকে ঝলকে
চারি দিক উজিয়ায় ॥
গোরাপ্রেমে ভাসি সুমধুর হাসি
হাসিছে আনন্দ ভরে।
হাসির লহরে সুধারাশি ঝরে
নদীয়া উজোর করে ॥
সকল কুমারী চলে সারি সারি
মৃদুল গমনে যায়।
সবে পদ ফেলে —যেন তালে তালে—
যেন নৃত্য করি যায় ॥
গোরার আবেশে আছে কোন্ দেশে
নাহি কিছু অনুভব।
কাহার আদেশে চলে কোন্ দেশে
তা যেন জানে না সব ॥
শুদ্ধ হেমগোরী নদীয়া কিশোরী
প্রিয়াজীর গীতি গায়।
নদীয়ার রাণী তাহার কাহিনী
গাহিয়া গাহিয়া যায় ॥
(সেই) অপ্রাকৃত সুর সরস মধুর
বহিছে সুধার ধার।
নদীয়া জুড়িয়া চলেছে ছুটিয়া
প্রবল প্রবাহ তার ॥
সেই সুর তান সে মধুর গান
মধুর মধুর সব।

মধুরে মধুর মিলেছে মধুর
অপ্রাকৃত অভিনব॥
হাতের দোলনি আঁখির চাহনি
মধুর মধুর ভাব।
নাগর মধুর নাগরী মধুর
গাহিছে মধুর সব॥
মধুরের তরে সুমধুর স্বরে
গাহিছে মধুর তানে।
প্রেমের আরতি রসের মুরতি
মোহিছে জগত জনে॥
প্রেমের প্রবাহে —কত রস তাহে—
উঠেছে রসের ঢেউ।
সে রসে পড়িয়া সমস্ত নদীয়া
থই নাহি পায় কেউ॥
নাচিতে নাচিতে গাইতে গাইতে
শচীর আলয়ে চলে।
যথায় বসিয়া গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া
সখীসনে কুতুহলে॥
সেখানে যাইয়া দাঁড়াল ঘিরিয়া
গাহিল মধুর গান।
কিবা মধুরিমা— কি অদ্ভুত প্রেমা—
চৌদিকে ছুটিল বান॥
জয় শ্রীগৌরকিশোর নদীয়া বিহারী।
কনক কাঁতিয়া যার রূপের মাধুরী॥

জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তি মনোহর।
বরণ-সুন্দর জিনি কোটী শশধর॥
জয়তি জয়তি জয় নদীয়া কিশোরী।
কষিত কাঞ্চন জিনি কাঁতি মনোহারী॥
জয় শ্রীআনন্দমূর্ত্তি প্রেম-কলেবর।
যাঁর রূপ লাগি ঝুরে গৌরাঙ্গ সুন্দর॥
জয় জয় নবদ্বীপ ধামসর্ব্বোত্তম।
যার একদেশে রহে পুরী বৃন্দাবন॥
শচী দুলালিয়া জয় গৌর কিশোর।
রূপের ছটায় যাঁর ভুবন উজোর॥
গৌর বক্ষোবিলাসিনী বিষ্ণুপ্রিয়া ধনি।
রসের মূরতি জয় প্রেমের বলনি॥
জয় জয় জয় শ্রীকিশোর কিশোরী।
নদীয়া নাগর জয় নদীয়া নাগরী॥

তখন—

কিশোর কিশোরী সে মাধুরী হেরি
আর সে মধুর গানে।
ভুলিয়া আপনা ভুলি জগজনা
চাঁহে উভে উভপানে॥
বালিকার গণ আসিয়া তখন
যতনে সাজাল দোঁহে।
কুসুমের দাম কিবা অভিরাম
মধুরে মধুর শোহে॥

দাদা সেই সঙ্গে ছিল সদা রঙ্গে
অনুপে লইয়া পাছে ।
তাই সে অনুপ এই রসরূপ
দেখিতে পাইল কাছে ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের নদীয়া-বিলাস ।

এক দিন গোরাচাঁদ বিষম ঠেকিল ।
কাহারে তুষিবে সেহ ভেবে না পাইল ॥
অন্তঃপুরে সখীগণ কত করি প্রাণ পণ
নানাফুলে প্রিয়াজীরে কত সাজাইল ॥
বাজে খোল করতাল এল কীর্ত্তনের দল
অঙ্গনেতে আসি সবে নাচিতে লাগিল ॥
শ্রীবাসাদি ভক্তগণ করে উচ্চ সংকীর্ত্তন,
গগন ভেদিয়া সেই কীর্ত্তন উঠিল ॥
গোরার লাগিয়া সবে হরি বলে উচ্চ রবে,
আসিবেক গোরা বলি আশায় রহিল ॥
এদিকেতে সখীগণ বলে—"শোন প্রাণধন,
শয়ন করহ এবে রজনী হইল ॥
আজ তুমি কীর্ত্তনেতে শ্রীবাসের আঙ্গিনাতে
যাও নাই, মোরা তাই সন্তুষ্ট হইল ॥
কিন্তু দেখি বিপরীত শ্রীবাসাদি উপস্থিত
তাহাদের হাত মোরা এড়াতে নারিল ॥

আমরা কুলের বালা নাহি জানি এত ছলা
এক দিন যাও নাই এও না সহিল!
তুমি যে কীর্ত্তনে যাও বারেক না ফিরে চাও
বালা বিষ্ণুপ্রিয়া সব কেমনে সহিল?
ধূলি-ধূসরিত অঙ্গে নিশি যাপ ভক্ত সঙ্গে
ভক্তের লাগিয়া কভু কিছু না কহিল॥
বালা ত কয় না কথা— তুমি আরো দেও ব্যথা,
নিঠুর তোমার মত কভু না দেখিল॥
বালা কাঁদে অবিরত, মোরা বা সহিব কত!
নিলাজিয়া তোমা হেন কোথা বা আছিল!
মুখের কথাটী কও— আমাদের মাথা খাও!"
এই বলি প্রিয়াজীরে নিকটে রাখিল॥
মুহূর্ত্ত বিলম্ব হ'লে ভক্ত ভাসে অশ্রু জলে,
হেথা তাই শ্রীবাসাদি কাঁদিতে লাগিল॥
কুলবধূগণ যত; তারা কাঁদে শত শত
ঘরের বাহিরে তাঁরা আসিতে নারিল॥
সবে শেষ সাজাইয়া পথপানে তাকাইয়া
গোরার লাগিয়া সবে প্রতীক্ষা করিল॥
নারীগণ ঘরে ঘরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরে
গুরুগরজনভয়ে নাহি বাহিরিল॥
আবার মালিনী সতী সঙ্গে নিয়ে বৃদ্ধা কতি
শচীমা'র গৃহে সবে আসিয়া মিলিল॥
অদ্বৈত-গৃহিণী আর সীতা দেবী সঙ্গে তার,
নিমা'য়ের লাগি সবে ব্যাকুল হইল॥

শচীর কোলেতে হায় নিমাই দেখিতে চায়
অধীর হইয়া তাই ধাইয়া আসিল ॥
শচীমা'র কোল হেরি নিমা'য়েরে নাহি হেরি
কাঁদিয়া সকল নারী আকুল হইল ॥
শচী মা কাঁদিয়া কয়— "নিমাই কোথায় রয় ?
কার সনে কোথা খেলে কিছু না বুঝিল ॥
নিশি ত অধিক হ'ল ! নিমাই কোথায় গেল !
এত রাত্রে বাছা মোর কোথায় রহিল !"
রসের আধিক্যে সবে কারো কথা নাহি ভাবে
যার যার ভাবে সে-ই বিহ্বল হইল ॥
এদিকেতে গোরা রায় পড়িল বিষম দায়
কেমনে তুষিবে সবে ভেবে না পাইল ॥
আজ তাই গোরাচাঁদ বিষম ঠেকিল ॥
হেনকালে গোরাচিত যোগমায়ামুপাশ্রিত
তুষিতে সবারে তিঁহো তারে আদেশিল ॥
গোরার নিদেশ পা'য়া শুদ্ধ সত্ত্ব যোগমায়া
সেবিতে নিমাই চাঁদে উপায় সৃজিল ॥
গোরার কীর্ত্তনমূর্ত্তি কীর্ত্তনে করাল স্ফূর্ত্তি
গোপাল মূরতি নিয়ে শচীকোলে দিল ॥
নদীয়ার ঘরে ঘরে নাগরে নিকটে ধরে
যথায় নাগরী বৃন্দ কাঁদিতে আছিল ॥
(ধ্রু) দায় হ'তে এবে গোরা উদ্ধার পাইল।
তখনে গৌরাঙ্গ রায় পরিপূর্ণ হৈয়া রয়
পূর্ণরূপে শ্রীমতীরে আত্ম-সমর্পিল ॥

শ্রীবাসাদি ভক্তগণ করে উচ্চ সংকীর্ত্তন
কীর্ত্তনের মাঝে সবে গৌরাঙ্গ হেরিল ॥
পা'য়া তারা গোরাচাঁদে প্রেমানন্দে সবে কাঁদে
ঊর্দ্ধবাহু হৈয়া পরে নাচিতে লাগিল ॥
গোরাচাঁদে লৈযা তারা আনন্দেতে আত্মহারা
শ্রীবাসের বাড়ীপানে ছুটিয়া চলিল ॥
শচীমা মালিনী সীতা হ'ল অতি হরষিতা,
সকলেই স্নেহামৃত-সাগরে ভাসিল ॥
নদীয়া নাগরীগণে পা'য়া গোরা প্রাণধনে
আকাশের চাঁদ সবে নিকটে পাইল ॥
তবু বালা বিষ্ণুপ্রিয়া রহে মুখ ফিরাইয়া
মানিনীর মান আর নাহিক ভাঙ্গিল ॥
আবার গৌরাঙ্গ বড় বিপদে পড়িল ॥
গৌরাঙ্গ সুন্দর তবে সখীগণে নিযা সবে
প্রিয়াজীরে কত করি সাধিতে লাগিল।
মানের তরঙ্গ তাঁর কিছুতে থামে না আর
তখন গৌরাঙ্গ চাঁদ পায়েতে ধরিল ॥
হেনকালে বালাকুল হাতে ল'য়ে নানা ফুল
যুগল হেরিতে আসি এদশা দেখিল ॥
ফুলসাজি রাখি' সবে অতি সুমধুর রবে
বসনে বদন ঝাপি গাহিতে লাগিল ॥
ছি ছি! গোরা রায়! হায়! হায়! হায়!
কেন কৈলে হেন কাজ!
কিসের লাগিয়া কীর্ত্তনে ঘুরিয়া
পাইলে এতেক লাজ!

ওহে নটর! নদীয়া নাগর!
তুমি না রসিক রাজ!
ছলনা চাতুরী যত কৈলে চুরী
ধরা যে পড়িলে আজ!"
গৌরাঙ্গের দশা দেখি হেমন্ত মঞ্জরী সখী
কাঞ্চনা অমিতা আদি লজ্জিত হইল॥
ইন্দুমতী সখী তবে নিষেধে বালিকা সবে
তখন বালিকাকুল সঙ্গীত রাখিল॥
শ্রীমতী কোমল করে ধরিল নাথের করে
নাথের মলিন মুখ দেখিতে নারিল॥
মধুর হাসির জ্যোতিঃ চৌদিকে খেলিল অতি
সাধের যুগল এবে মিলন হইল।
বালিকারগণ তবে সুমধুর কণ্ঠে সবে
তালে তালে নেচে নেচে গাহিতে লাগিল॥
চারিদিকে আনন্দের প্রবাহ ছুটিল॥
দাদা আর অনুপের বাসনা পুরিল॥

তুলসীকাননে শ্রীমতী।

তুলসী কাননে হরষিত মনে
কাঞ্চনা সখীর সঙ্গে।
ঘাসের উপর পাতিয়া কাপড়
শ্রীমতী বসিল রঙ্গে॥

দিবা অবসান রবি খরসান
ধীরে অস্তাচলে যায়।
লোহিত বরণ পশ্চিম গগন
কি মধুর শোভা পায়॥
সুনীল আকাশে মেঘমালা ভাসে
আলোক পড়েছে তায়।
কোমল কিরণে ধূসর বরণে
শোভিছে মেঘের কায়॥
পূরব আকাশে ধীরে ধীরে হাসে
সোণার বরণ চাঁদ।
ভাবে মনে মনে রবির গমনে
আসিয়া পাতিবে ফাঁদ॥
গগন বিহারী খেচর খেচরী
উড়িতেছে সারি সারি।
স্বাধীন হইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া
হেরে শোভা মনোহারী॥
মৃদুল বাতাস আনিছে সুবাস
নড়িছে গাছের পাতা।
প্রেমোচ্ছ্বাস বহে সবে যেন গাহে
প্রকৃতি মাধুরী-গাথা।
ছোট ছোট পাখী চড়ি ছোট শাখী
গাইছে মধুর গান।
ঝিঝি পোকা তাহে ঝিল্লিরবে গাহে
ধরিয়া মধুর তান॥

যার যার স্বরে বিহগ নিকরে
গাইছে অনন্ত গান।
ভিন্ন ভিন্ন গান ভিন্ন ভিন্ন তান
তবু তাহে এক তান॥
শুধু তাহা নহে সর্ব্ব জীবই গাহে
আপনার সুরে সবে।
সে সব মিলিয়া একতান হৈয়া
উঠিছে মধুর রবে॥
স্রষ্টার চাতুরী— বৈচিত্র্যে মাধুরী
করেছে বিদগ্ধ রাজ।
বালা বিষ্ণুপ্রিয়া কাঞ্চনাকে নিয়া
হেরিছে আনন্দে আজ॥
মধুর আকাশ মধুর বাতাস
মধুর চাঁদের হাস।
মধুর গায়ন মধুর নাচন
চৌদিকে মধুর ভাষ॥
রবির কিরণ লোহিত বরণ
সকলি মধুর শোহে।
কিসের খেয়ান! কিসের গেয়ান!
মাধুরী মানস মোহে॥
এসব হেরিয়া বালা বিষ্ণুপ্রিয়া
কহিছে সখীর প্রতি।
"শুন শুন সই তোরে আজ কই
মনের নিগূঢ় অতি॥

রসিক যে জন সুবোধ সুজন
সে কভু কঠোর নয়।
জগত ভরিয়া দেখরে চাহিয়া
সবি শুধু মধুময়॥
যেদিকে নেহারি সেদিকেতে হেরি
মধুর রসের খেলা।
রসের বিকাশ রসের বিলাস
সর্ব্বত্র রসের মেলা॥
এই আস্বাদন ছাড়ি কোন্ জন
কঠোর করিতে চায়?
এত বড় দান করি প্রত্যাখ্যান
কেবা কোন্ ফল পায়!"
কাঞ্চনা তখনে মধুর বচনে
ঈষৎ হাসিয়া কয়।
"তুমি যা কহিলে, সত্য প্রকাশিলে,
সত্য সব মধুময়॥
কিন্তু, সহচরী, নিবেদন করি
গূঢ় হ'তে অতি গূঢ়।
সহজ—সহজ— অতীব সহজ—
বুঝিবেনা জ্ঞান-মূঢ়॥
সৃজন চাতুরী এসব মাধুরী
লীলায় করিল যেই।
রসিক নাগর রসিক শেখর
রসরাজ মূর্ত্তি সেই॥

আনন্দ স্বরূপ প্রেমময় রূপ
সেই সে নদীয়া রাজ।
জীবে আকর্ষিতে শুদ্ধ প্রেম দিতে
উদিত জীবের মাঝ॥
তাঁর প্রতিমূর্ত্তি তুমি রসমূর্ত্তি
উদিত হয়েছ ইঁহো।
রসের বিলাস করিছে প্রকাশ
তোমারে লইয়া তিঁহো॥
জগত জননী শচীমা আপনি
রসের পোষণ করে।
নাগরীগণেরে স্নেহ যত্ন করে,
রসেতে জগত ভরে॥
যত নগরিয়া নিতাই লইয়া
এ রস বিলায় সবে।
তাদের কৃপায় সবে রস পায়
অমৃত উথলে ভবে॥
কোন ভাগ্যবান্ রসের সন্ধান
কথনো চাহয়ে যদি।
তাদেরে ধরিবে নাচিবে গাহিবে
সেই ভাবে নিরবধি॥
তবে তার পরে নদীয়া নগরে
প্রবেশিবে তারা সবে।
নাগরীগণের মধুর ভাবের
আশ্রয় লইবে তবে॥

তাদেরে লইয়া এখানে আসিয়া
শচীমা'র আশ্রয় লবে।
তিনি স্নেহ ক'রে নিবে অন্তঃপুরে
তোমারে ডাকিয়া কবে॥
'শুন বধূমাতা, রাখ মোর কথা
ইহারে সঙ্গিনী কর।
(ইহো) তোমারে সাজাবে তোমারে পরাবে
ইহারে আপন কর॥'
তবে সেই জন যুগল ভজন
পাইয়া হইবে ধন্য।
তোমাদের কাজে করিবে বিরাজে
জানিবেনা কিছু অন্য।
তখনি বুঝিবে তখনি জানিবে
সত্যি বিশ্ব মধুময়।
প্রেম আস্বাদন করিবে তখন
হইবেক প্রেমময়॥
দাদারে লইয়া হরিষ হইয়া
অনুপ গেছিল সেথা।
তুলসী সেবিতে, দেখে আচম্বিতে,
শুনিল এসব কথা॥

শ্রীমতীর পিষ্টক লীলা।

শ্রীমতী বলিছে—"শোনরে, কাঞ্চনা,
আজ কত ক'রে বলেছে শচীমা,
বহু পদ ক'রে রাঁধিতে আমারে
পিষ্টক পায়েস নানা উপচারে।
নানাবিধ ভাজা, বিবিধ ব্যঞ্জন,
করিতে হইবে আমার রন্ধন।
তুমি কাছে থেকে অমিতাকে নিয়ে
আয়োজন দিবে যতন করিয়ে।
নতুবা নারিব তারাতারি ক'রে
রাঁধিতে সকল; দেরী হ'লে পরে
নাহি খেয়ে নাথ কীর্ত্তনেতে যাবে;
তখন কি হবে? কোথা তারে পাবে?
রাঁধন বাড়ন পড়িয়া রহিবে,
সকল সামগ্রী খাওয়াতে নারিবে।
নাথ (ও) কষ্ট পাবে সারা রাত ভ'রে,
শ্রীমাও রহিবে উপবাস ক'রে।
তাই চল, সখি, তারাতারি করি
রাঁধনের সব আয়োজন করি।"
কাঞ্চনা বলিল, "ইহার উপায়
করিবারে যাই আমি গো ত্বরায়।

ইহার কৌশল মোর কাছে আছে,
যাই আমি ত্বরা শচীমার কাছে।
বলিব তাঁহারে, তাঁহার ছেলেকে
ব'লে-ক'য়ে যেন আজ কাছে রাখে।
প্রভু আমাদের বড় মাতৃভক্ত,
মায়ের কথায় সদা অনুগত।
মা যদি বলেন, যাবে না কীর্ত্তনে,
কিম্বা দেরী ক'রে রহিবে ভবনে।
আজ বুঝি, সখি, হ'লো ভাগ্যোদয়।
দেখি পারি কিনা রাখিতে তাঁহায়।"
এতেক কহিয়া শ্রীমতী কাঞ্চনা
মা'র কাছে এল জানাতে বেদনা।
বলে শচীমাকে—"শোন শোন মাতা,
বলিল আমাকে তব বধূমাতা
রন্ধনের সব যোগাড় করিতে
নতুবা রাঁধিতে নারিবে ত্বরিতে।
আজ নাকি তুমি বহু পদ ক'রে
রাঁধিতে বলেছ অতি যত্ন ক'রে।
বলিল আমারে কি কি পদ হবে,
কেমন করিয়া রাঁধিবেক সবে।
কিন্তু, মাগো, দেখ বেশী বেলা নাই;
এসময় যদি রাঁধিবারে যাই,
কিছুতে হবে না সকল রন্ধন।
আধা আধি রেঁধে কিবা প্রয়োজন।

যে সময় প্রভু কীর্ত্তনেতে যায়,
তার আগে আজ, যেন মনে ভায়,
হবে না রন্ধন এত এত পদ,
শেষে যেন, মাগো, ঘটেনা বিপদ!
রাঁধিতে রাঁধিতে কিছু রাত হ'লে
প্রভু যেন, মাগো, নাহি যায় চ'লে!
প্রহরেক রাতি হইবে নিশ্চয়,
আরো হ'তে পারে মোর মনে হয়।
তবে শ্রীমতীর একগুণ আছে—
রাঁধিতে বসিলে লক্ষ্মী আসে কাছে,
অপরের যাহা দুপ্রহর লাগে
সখী রাঁধে তাহা প্রহরের আগে।
প্রত্যহই মাগো কীর্ত্তনেতে যায়,
আজ নাহি গেলে কিবা আসে যায়!
একান্তই যদি যেতে হয় তাঁর,
কিছু রাত হ'লে কিবা হবে আর!
প্রভুরে ডাকিয়া বল একবার
তারাতারি যেন করে না আবার!
তাহ'লে শ্রীমতী রাঁধিয়া বাড়িয়া
রান্না কোলে করি কাঁদিবে বসিয়া।"
এসব শুনিয়া শচীমা তখনে
বলে কাঞ্চনারে মধুর বচনে—
"ভাল ভাল বাছা, ভালই বলেছ,
বউমার কথা সত্যই বলেছ,

বউমা আমার লক্ষ্মীমা আমার,
খুঁজিলে মিলেনা এতিন সংসার;
তাহার গুণেতে মুগধ সকলে
জগৎ ভরিয়া তার গুণ বলে।
সোণার প্রতিমা বউমা আমার,
তার দুঃখ হ'লে কাঁদিবে সংসার।
বালা বিষ্ণুপ্রিয়া রাঁধিয়া কাঁদিবে!
মোর প্রাণে ইহা কেমনে সহিবে!
আচ্ছা, বাছা মোর, নিমা'য়েরে ডাকি
ব'লে ক'য়ে আজ ঘরে দিব রাখি।"
শচীমা'র কথা শুনিয়া কাঞ্চনা
পরম আহ্লাদে হ'ল আট খানা।
শ্রীমতীর কাছে দৌড়িয়া আসিল;
যত কথা হ'ল খুলিয়া বলিল।
অমিতা সুন্দরী এসব শুনিয়া
বলিল মধুর হরিষ হইয়া—
"শুন, ওগো, দিদি, তুমি যুথেশ্বরী!
তুমি নাহি হ'লে যাইতাম মরি!
কেমন চালাকি করিলে গো আজ,
কেমন কৌশলে সেরে নিলে কাজ!"
বসন্ত মঞ্জরী বলিল তখনে—
"কিন্তু, ভাই, মোর ভয় হয় মনে—
পাছে বা আবার ভকত নিচয়
কীর্ত্তন লইয়া সমুদিত হয়।

প্রভুও পাগল, তারাও পাগল,
প্রভু নাহি গেলে হইয়া বিহ্বল
দেরী দেখে তারা কীর্ত্তন লইয়া
আসে পুনঃ হেথা নাচিয়া নাচিয়া।"
ইন্দুমতী তবে বলিল সজোরে—
"সে সকল ভার দেনা ভাই মোরে!
মায়ের নিদেশ পাইয়াছি মোরা,
চুপ্ ক'রে, সখি, থাক্ যেয়ে তোরা।
থাকিবেক প্রভু মায়ের নিদেশে,
দেখিব কেমনে যায় কোন্ দেশে!
শচীমা বলেছে আর কিরে ভয়।"
সখীরা বলিল—'বটে, হয়, হয়।'
শ্রীমতী ভাসিল প্রেম অশ্রুনীরে,
বলিল তখন অতি ধীরে ধীরে—
"তোরা, সখি, মোর পরাণ সমান,
আজ মোরে তোরা কৈলি প্রাণদান।
তোমাদের প্রেম কহনে না যায়,
শোধিতে নারিব এই ঋণদায়।"
কাঞ্চনা বলিল—"হয়েছে, হয়েছে,
চল ত্বরা করি, এবে বেলা গেছে।"
এত বলি সবে উল্লাস অন্তরে
রাঁধিতে চলিল অতি প্রেম ভরে।
সখীরা ভাবিছে—রান্না সমাপিব
এত দেরী করে, যেতে নাহি দিব।

আমাদের জিত হইবেক আজ,
গৌরাঙ্গ সুন্দরে দিয়ে দিব লাজ।”
এদিকে নিমাই সন্ধ্যা হ'লে পরে
নগর ভ্রমিয়া আসিলেক ঘরে।
শচীমা তখন ডাকিয়া তাঁহারে
বলিল আদরে কত স্নেহভরে—
“শোন্‌রে, নিমাই, বাছারে আমার,
তুইত সর্ব্বদা বাধ্য তোর মার!
আজ তোরে এক কথা ব'লে রাখি,
তুই মোরে আজ দিস্‌ন্যারে ফাঁকি!
আজ কীর্ত্তনেতে দেরী ক'রে যাস্;
কথাটী রাখিস্ মোর মাথা খা'স্।
পিঠা পানা আদি বলেছি রাঁধিতে
দেরী হবে কিছু প্রস্তুত হইতে।”
নিমাই বলিল—কেন মাগো মোর
এত ক'রে বল! আমি যে মা তোর!
তুমি যা বলিবে তাহাই করিব,
তোমার আদেশ সর্ব্বদা পালিব।
তুমি মা আমার স্নেহ পারাবার,
নৃলোকে না হয় হেন স্নেহ আর।
এত ভালবাসা ছেড়ে কোথা যাব!
এত সুখ আর কোথা যেয়ে পাব!
তবে যে কীর্ত্তনে নিত্য যাই মুই,
তাহার কারণ আছে মাগো দুই।

প্রথম কারণ—তুমি মা আমারে
খেলিবার সাথী দিয়েছ সবারে।
নাচিতে খেলিতে সকলের সনে
তুমিই দিয়েছ হরষিত মনে।
দ্বিতীয় কারণ—তারা ভালবাসে,
তোমার স্নেহেতে আসে মোর পাশে।
কৈতব বিহীন ভালবাসা পেয়ে
প্রাণখানি মোর নাচিয়া উঠয়ে।
তাই, নাচি গাই 'হরিবোল' ব'লে,
শ্রীবাস অঙ্গনে তাই যাই চলে।
আজ মোরে তুমি যেমন কহিছ,
তারাতারি যেতে নিষেধ করিছ,
ইহাতে আমার কি আপত্তি হ'বে!
এত ক'রে মাগো কেন বল তবে!
যখনি যাইতে বলিবে আমায়,
তখনি যাইব দ্বিধা নাহি তায়।"
এতেক বলিলে শচীমা যাইয়া
হরিষে বধূরে বলে সম্বোধিয়া—
"শুনগো, বউমা, নিমাই আমার
বড় বাধ্য ছেলে হেন নাহি আর।
বলিলাম যাহা স্বীকার করিল,
মোর কথা মেনে কথা না কহিল।
ধীরে ধীরে ব'সে রাঁধ গে তোমরা,
মায়ে ছেলে ব'সে থাকি যেয়ে মোরা।

রাঁধন হইলে ডাকিও তাহারে,
মোরা যেয়ে বসি বিষ্ণুর দুয়ারে।
কিন্তু দেখো বেশী দেরী নাহি হয়,
ক্ষুধায় সে যেন কষ্ট নাহি পায়!”
এতেক বলিয়া শচীমা চলিল।
শ্রীমতী বসিয়া রাঁধিতে লাগিল।
নাহি কোন ক্লেশ, নাহি কোন দুঃখ,
উথলি উঠিছে শ্রীমতীর সুখ।
রাঁধিতে রাঁধিতে নাহি অবসাদ,
হয়েছে আজিকে চিত্তের প্রসাদ।
মাঝে মাঝে তাঁর ঘামিতেছে কায়,
কোন সখী তবে দেয় মৃদু বায়।
কভু কেশ পাশ পড়িছে খসিয়া,
বেঁধে দেয় সখী মধুর হাসিয়া।
করিছে শ্রীমতী তাম্বুল চর্ব্বণ,
হয়েছে হৃদয় আনন্দে মগন।
সুমধুর হাসি শ্রীমুখে বিরাজে—
শ্রান্তি নাই আর আজ কোন কাজে।
প্রিয়াজীর সেই মধুর মুরতি
কে বর্ণিতে পারে—কাহার শকতি!
শীঘ্র শীঘ্র করি রাঁধন হইল,
সারি সারি সব সাজা’য়ে রাখিল।
কাঞ্চনা তখন সবারে লইয়া
বিশ্রাম করিল হাত পা ধুইয়া;

হাসিয়া হাসিয়া রসালাপ ক'রে
করিল বিরাম কিছুক্ষণ ধ'রে।
শচীমারে আসি সংবাদ বলিল,
মায় ছেলে তবে চলিয়া আসিল,।
বসিল নিমাই আসন উপরে।
শ্রীমতী তখন হরিষ অন্তরে
অন্ন ব্যঞ্জনাদি একে একে করি
আনিতে লাগিল কত যত্ন করি।
শচীমা বসিয়া দেখিছে ভোজন,
হেরিছে মাধুরী অতি সুশোভন।
মা'র সনে গোরা কত কথা কয়,
ধীরে ধীরে বসি ভোজন করয়।
নিমাই জিজ্ঞাসে—"কি কি রাঁধিয়াছে?
একে একে বল, তা না হ'লে পাছে
ব্যঞ্জনাদি খেয়ে যদি পেট ভরে,
পিষ্টকাদি খেতে পারিব না পরে।"
শচীমা বলিল—"সেজন্য ভেবোনা,
বুঝে শুনে দেবে বেশী ত দেবে না!
বউমা আমার বড় বুদ্ধিমতী,
কখন্ কি দিবে কোন্ দ্রব্য কতি,
সব জানে শুনে; তাহাতে আবার
কাঞ্চনাদি সব সখীগণ তার,
সকলেই তারা বুঝিয়া শুনিয়া
দিতেছে তোমারে যতন করিয়া।

ধীরে ধীরে খাও, বাছা ধন মোর,
বল কোন্ দ্রব্য হ'লো প্রিয় তোর!
যাহা যাহা দেয় সব খেয়ে নিও,
একান্ত নারিলে পাতে রেখে দিও।"
এইরূপ করি কথোপকথন
ব্যঞ্জনাদি যবে হইল ভোজন,
কীর্ত্তনের ধ্বনি এমন সময়
শ্রবণগোচর সকলের হয়।
শ্রীবাসাদি যত ভকতের গণ
প্রভুর লাগিয়া কৈল অপেক্ষণ।
কিছুকাল ধরি অপেক্ষা করিয়া
তবুও প্রভুর বিলম্ব দেখিয়া
বিরহের দুঃখ সহিতে নারিল,
কীর্ত্তন লইয়া তাই বাহিরিল।
মুরারি, মুকুন্দ, আর, গদাধর,
শ্রীবাস, শ্রীরাম, যতেক কিঙ্কর,
প্রভু ছাড়া কিছু জানেনা'ক তারা,
প্রভু প্রাণ ধন নয়নের তারা।
সুখ দুঃখ সব প্রভুরে দিয়েছে,
প্রাণের কাণ্ডারী প্রভুরে করেছে।
প্রভু না হেরিলে তিলে তিলে মরে,
কেমন করিয়া আর সহ্য করে!
তাই, তারা সবে ধাইয়া আসিল,
পাছে বা প্রভুর অশুভ গণিল।

তা না হ'লে প্রভু কেন যায় নাই !
ব্যাকুল হইয়া আসিলেক তাই।
নয়নে পড়য়ে অবিরল ধারা,
সে আর্ত্তি বুঝয়ে মর্ম্ম জানে যারা।
ক্রমেতে তাঁহারা আসিল অঙ্গনে,
সকলে লাগিল করিতে ক্রন্দনে।
কীর্ত্তন করিতে লাগিল সকলে
শুধু 'হরিবোল' 'হরিবোল' ব'লে।
কিন্তু নাই আর মধুর নর্ত্তন,
কারণ সবার সশঙ্কিত মন।
—শুধু অশ্রুধারা—শুধু হরিবোল—
আর্ত্তিতে মিশিয়া উঠে উচ্চরোল।
এসব শুনিয়া প্রভু কভু পারে
প্রেমের ঠাকুর স্থির থাকিবারে !
ভোজন করিতে নাহি পারে আর,
নয়ন বাহিয়া পড়ে অশ্রুধার।
কাঞ্চনা তখন মায়েরে ধরিল—
শচীমা তড়িতে দৌড়িয়া আসিল।
শ্রীমাও ভাসে প্রেম-অশ্রু-নীরে,
মুরারিকে ডাকি বলিলেন ধীরে—
"স্থির হও সবে, বাছা ভাল আছে,
নিমাই আমার খেতে বসিয়াছে।
নিমা'য়ের মোর সব সুমঙ্গল !
ক্ষণকাল বস তোমরা সকল।

তোমাদের আর্ত্তি শুনিয়া নিমাই
হাত তু'লে আছে, খেতে রতি নাই,
এত ভালবাস তোমারা তাহারে!
বিনামূলে সবে কিনিলে আমারে!"
শচীমা'র কথা শুনি ভক্তগণ
রোদন সম্বরি স্থির কৈল মন।
শ্রীমা দৌড়ে গেল নিমা'য়ের কাছে,
খাওয়া ফেলি প্রভু উঠে আসে পাছে।
নিমাই তখন বলিল মায়েরে—
"ডাক, ডাক, মাগো, ভকত সবারে।
সকলে মিলিয়া ভোজন করিব,
একাকী বসিয়া খাইতে নারিব।"
"ভাল ভাল বাছা" শচী মাতা বলে,
"বাছাদের আনি ডাকিয়া সকলে।"
আসিলেন সবে ভোজন মন্দিরে,
বসিলেন তাঁরা নিমা'য়েরে ঘিরে।
আনন্দের আর পরিসীমা নাই,
পিষ্টকাদি আনি দিল শচীমাই।
প্রিয়াজী তখন সখীগণ লৈয়া
ভোজন দেখয়ে আড়ালে থাকিয়া।
পিঠা পানা সব প'ড়ে গেল কম,
নিমাই হরিষে কহয়ে তখন—
"আর বুঝি, মাগো, পিষ্টকাদি নাই!
ভরিল না পেট আধা পেটি খাই।

কিন্তু, মাগো, এক কথা মনে হয়,
পিষ্টকাদি বুঝি লুকা'য়ে রাখয়!
বউমা তোমার সখীগণ নিয়া
খাবে বোধ হয় গোপন করিয়া।"
এ অপূর্ব্ব কথা শুনিয়া শ্রীমতী
জিভ্ কেটে বলে লাজ পেয়ে সতী—
"শুনিলি, কাঞ্চনা, এ কেমন কথা!
কি বলে কি করে আকথা কুকথা!
সকলের মাঝে মোরে লাজ দেয়!
ই'থে তোর প্রভু কিবা সুখ পায়!"
শচীমা বলিল—"কি বলিস্ তুই?
বউমার মত দেখি নারে মুই।
সকল ভুবন খুঁজি যদি, তবু
হেন লক্ষ্মী বউ মিলিবেনা কভু।
বউমার তুই কলঙ্ক করিস্?
ছেলে মানুষ, তুই কিছুনা বুঝিস্!"
নিমাই বলিল—"আচ্ছা, ভাল, ভাল,
বিশ্বাস করিনা তুমি যত বল।
ডাকনা তোমার বউমা এখানে,
বলিবেক সে-ই আছে কোন্ খানে।
বলনা তাহারে সব এনে দিতে,
তুমি যদি বল নারিবে রাখিতে।"
ভক্তগণ সব মনে মনে হাসে—
কি জানি কি লীলা ইহাতে প্রকাশে!

নিমাই আথুটি করিল যথন,
শচীমা বধূরে ডাকিল তথন।
মার আজ্ঞা পেয়ে শ্রীমতী আসিল,
পিষ্টকের শূন্য পাত্রটী ধরিল।
পাত্রটীতে পিঠা আধাথানি ছিল,
দেখিতে দেখিতে ভরিয়া উঠিল।
শচীমার আজ্ঞা পাইয়া শ্রীমতী
যত দেয় ভক্তে, বেড়ে যায় তত্তি।
তথন গৌরাঙ্গ কহয়ে হাসিয়া—
"আমি ত বলেছি আগেই জানিয়া,
পিঠা পানা সব চুপে রেখেছিল,
বলেছি বলিয়া এবে এনে দিল।"
শচীমা বলিছে—"বউমাকে আমি
যে শুভ মুহূর্ত্তে মোর গৃহে আনি,
সেই হ'তে লক্ষ্মী করিছে বিরাজ,
প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিলে তা আজ।
পাত্রেতে পিষ্টক আধাথানি ছিল,
বউমা'র স্পর্শে ভরিয়া উঠিল।
বউমা আমার! লক্ষ্মী মা আমার!
এমন মেলেনা এতিন সংসার!"
শ্রীমতী ভাবিল—লক্ষ্মী দেবী আজ
বাঁচাল তাহায় নাহি দিল লাজ।
ভকত প্রধান শ্রীবাস তথন
প্রেমে গদ গদ বলিল বচন—

আর কেন প্রভু কর তুমি চুরি?
আমরা বুঝিনু সব তারি ভুরি!
তোমার চাতুরি বুঝে কোন্ জনা
নিজে যদি নাহি জানাও আপনা?
আমরা সকলে বুঝিনু এখন,
কি অপূর্ব্ব বস্তু তোমরা দুজন!
তুমি হও প্রভু গোলোকের পতি।
প্রেমের মূরতি হয়েন শ্রীমতী।
পরিপূর্ণ প্রেম যেখানেতে হয়,
ঐশ্বর্য্য মূরতি লক্ষ্মী সেথা রয়।
দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া এই যে শ্রীমতী
প্রেম-রস-সার সেই রাধা সতী।
লক্ষ্মী দেবী তাঁর নিত্য অনুগতা,
ইঙ্গিতে বুঝালে এই সব কথা।
মোদের ভাগ্যের উদয় করালে—
শ্রীমতীর হাতে মোদেরে খাওয়ালে।
মোদের ভাগ্যের কিবা দিব সীমা!
কি বলিব প্রভু তোমার মহিমা!
কত ভালবেসে কৌশল করিয়া
প্রিয়াজীরে হেথা আনিলে ডাকিয়া।
যাঁহার ধেয়ানে মগ্ন মুনিজন,
তাঁহার শ্রীহস্তে করিনু ভোজন।
এত ভালবাস আগে জানি নাই,
তোমার প্রেমের বলিহারি যাই,

আশাতীত আজ পাইলাম প্রভু,
এই কর্যে—যেন নাহি ভুলি কভু।
পূরিল মোদের সব অভিলাষ ;
এবে মোরা যাই যার যার বাস।"
এতেক বলিয়া ভকতের গণ
চলিল সকলে আনন্দিত মন।
গোরাচাঁদ আজ বাড়ীতে রহিল—
অরূপ আনন্দে নাচিয়া উঠিল।

চাতক দর্শনে

শ্রীমতী ও কাঞ্চনা।

দেখ, সখি, চেয়ে দেখ ঘোর বরিষণ
ডাকিতেছে মেঘ শোন ঘন গরজনে,
খেলিছে বিদ্যুৎ দেখ ঝলসে নয়ন ;
হইছে অশনিপাত শোন ক্ষণে ক্ষণে।

বহিছে বিষম ঝড়, যেন, সমুদিত
হ'ল এসে প্রলয়ের ভীষণ সময়,
বৃক্ষলতা সব বুঝি হ'ল উৎপাটিত,
কাঁপিতেছে ডরে, সখি, সবার হৃদয়।

কিন্তু, সখি! চেয়ে দেখ আকাশের পানে,
অদ্ভুত বিচিত্র কিবা সৃজন চাতুরী—
ক্ষুদ্র এক পাখী অই কিছুই না মানে,
মেঘ-বারি আস্বাদয় কি লীলা-মাধুরী!

মেঘের নিনাদ আর কড়কার ধ্বনি,
কিছুতে নাহিক শঙ্কা, নির্ভীক হৃদয়!
কি ভীষণ ঝড় বন্যা! কিছু নাহি গণি
আপনার মনে তিঁহো বারি আস্বাদয়!

বিশাল ধরণী মাঝে হ্রদ সরোবর
কত শত প'ড়ে আছে, তৃপ্ত নহে তায়,
মেঘের নির্ম্মল বারি শুধু তৃপ্তিকর;
তাই সে উড়িছে,—আর কিছু নাহি চায়।

ক্ষুদ্র এক পাখী অই শিখাইছে প্রেম,
সারা বিশ্ব ঋণী অই চাতকের কাছে।
নির্ম্মল উজ্জ্বল প্রেম—যেন শুদ্ধ হেম,
সে-ই বুঝে, যার হেন অনুরাগ আছে।

কি গভীর, কি মধুর, এ হেন পিরীতি!
এর কাছে উড়ে যায় বাধা বিঘ্ন যত!
সজনিলো! ইহাই ত প্রেমিকার রীতি—
থাকে সে বঁধুর পাশে চাতকের মত।

সখিরে! পরাণ মোর! আমি কি পারিব
থাকিতে নাথের কাছে চির দিন তরে?
বিধি বিড়ম্বনা কি রে সহিতে পারিব?
হেন প্রেম আছে কি রে আমার অন্তরে?

কাঞ্চনা সুন্দরী তবে সময় বুঝিয়া
কহিলেন ধীরে ধীরে গূঢ় তত্ত্ব কথা।
ভাগ্যেতে অনুপ সব স্বকর্ণে শুনিয়া
লিখিয়া রাখিল সব গুপত বারতা।

কাঞ্চনা বলিল—সখি! ওগো প্রেমময়ি!
পূর্ণপ্রেমরূপা তুমি তাই ত হেরিছ
জগতে প্রেমের খেলা, প্রেম বিশ্বজয়ী,
প্রেমের স্বভাবে তুমি অল্পতা ভাবিছ।

এ বিশাল বিশ্ব মাঝে এই বিচিত্রতা—
সর্ব্বত্র খেলিছে হেরি প্রেমের তরঙ্গ!
বিচিত্র বিরোধ, তবু তাহে মধুরতা;
কিন্তু প্রতিকূল দেখে যারা বহিরঙ্গ।

এ বিষম ঝড় দেখে জাগে মোর মনে,
দেশময় বহে যেই কর্ম্মের তুফান,
জ্ঞানের বিষম বন্যা বহে যার সনে,
হাবুডুবু খায় যাহে জীবের পরাণ,

তোমার বসন্ত তাহে জানাল জগতে
সহজ মধুর প্রেম অপার্থিব ধন,
গোলোকের সুধারস আনিল মরতে,
যার লাগি ব্যস্ত সদা সব সুরগণ।

একেত মায়ার জাল দুশ্ছেদ্য বন্ধন,
আবার ভীষণ তাহে কর্ম্মের তাড়ন,
তাহে পড়ি জীব দুঃখ পায় অগণন,
ভীষণ! ভীষণ! সুধু, সকলি ভীষণ!

আমাদের প্রাণনাথ কি কৌশল ক'রে
নীরস সরস কৈল, লৌহ কৈল হেম,
অনর্পিত ধন এনে দিল ঘরে ঘরে,
ভূলোক গোলোক কৈল কাম কৈল প্রেম!

মায়ার অধীন জীব, ভিন্ন স্তর তার,
জড়ভাবে আস্বাদয় ভিন্ন ভিন্ন রস,
দাস্য সখ্য বাৎসল্য কান্ত প্রেম আর,
কলুষ মিশ্রিত ইহা সকাম নীরস।

জড়ভাবে ভালবাসা স্বার্থসুখময়,
বন্ধন ইহার ফল সুদৃঢ় শৃঙ্খলে,
প্রীতি নয় কভু ইহা, কিন্তু কামময়,
ভবের জ্বালায় জীব জ্বলে এর ফলে।

দেখিলেন আমাদের প্রভু প্রেমময়—
জীবের স্বভাব ইহা, ছাড়িতে নারিবে,
কিন্তু, এর মাঝে এক কৌশল আছয়,
অনায়াসে জীব যাহে উন্মুক্ত হইবে।

তাই প্রভু কৃষ্ণপ্রেম আনিল সংসারে,
'রস-মূর্ত্তি কৃষ্ণচন্দ্র' জানা'ল সকলে,
মিষ্ট দিয়া তিক্ত রস ভুলায়ে সবারে
হাসায় কাঁদায় প্রেমে "হরি" "হরি" ব'লে।

উঠেছে প্রেমের ঢেউ নদীয়া নগরে
কর্ম্ম জ্ঞান তন্ত্র মন্ত্র সব ছুটে গেছে,
ভাসিছে সকল জীব আনন্দ সাগরে,
হরিনাম মহামন্ত্রে তরঙ্গ উঠেছে।

এই যে তরঙ্গ, সখি! তার মাঝে আরো
নূতন তরঙ্গ এক মহাভাবসার
উঠিয়েছ অন্তঃপুরে, গম্য নহে কারো,
তুয়া অনুগতি বিনে বুঝে সাধ্য কার!

শিখায় সবারে প্রভু শ্রীকৃষ্ণ ভজিতে,
ব্রজপ্রেম পেয়ে সবে নাচে আর গায়,
কিন্তু, তিঁহো পারিলনা তোমারে ছলিতে
আরো এক সুধারস আছয়ে হেথায়।

তোমারেও বলিয়াছে কৃষ্ণ ভজিবারে,
কিন্তু, তুমি বলিয়াছ, ওগো রসরূপে !
কৃষ্ণ বিষ্ণু তুমি কিছু জাননা কাহারে,
প্রভু ছাড়া আর কারে ভজিবে কিরূপে !

চাতক যেমন অন্য বারি উপেক্ষয়,
পবিত্র হ'লেও তাহে কভু নাহি ধায়,
থাকয়ে মেঘের আশে ; যদি মেঘ হয়
ঝড় বাত্যা নাহি মানে উর্দ্ধে ছু'টে যায়,

তুমিও তেমন, সখি, একনিষ্ঠ রতি।
উজ্জ্বল নির্ম্মল বটে কৃষ্ণ-প্রেমসুধা
কর্ম্ম জ্ঞান ছাড়ি জীব কৈল ইথে মতি,
মিটিল সকল জ্বালা গেল ভবক্ষুধা ;

কিন্তু, সখি, ব্রজপ্রেম হ'তেও উজ্জ্বল
পরম মধুর আরো নবদ্বীপ-রস,
স্বভাবসুন্দর, শুদ্ধ, অতি সুনির্ম্মল,
সহজে যাহাতে জীব হয় প্রেমবশ।

বিস্তারিতে সেই রস নিখিল জগতে
কেন্দ্র হ'য়ে আছ, সখি, তুমি এইখানে,
প্রেমের আদর্শ পূর্ণ তুমি এ মরতে,
তোমার করুণ দৃষ্টে সবে ধন্য মানে !

সুচতুর আমাদের প্রাণের ঠাকুর
ভকতনিচয় নিয়ে গাহিয়া কীর্ত্তন
গড়িছে প্রেমের ভিত্তি সুদৃঢ় মধুর,
ক্ষেন জীব সুখে করে রসআস্বাদন।

এসব শুনিয়া দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া সতী
হাসিলেন মৃদুমৃদু নীরব রহিয়া,
দাদা আর অনুপম হরষিত অতি
জানায় জীবেরে ইহা ঊর্দ্ধবাহু হৈয়া।

নদীয়া-নাগরীগণের উক্তি।

নদীয়া-নাগর রসের সাগর
দেখিয়া ভুলিনু মোরা।
অবলার ধন জীবন যৌবন
সকলি হরিল গোরা॥
ছিল গৃহকাজ, কুল শীল লাজ,
রমণী-ধরম ছিল,
সুরধুনী-জলে সিনানের কালে
সকলি ভাসায়ে নিল।
এবে কাঙ্গালিনী হ'য়ে পাগলিনী
ঠেকিনু বিষম দায়।

কোথা পাব গোরা নারী-মনচোরা,
পড়িনু শচীর পায়।
চরণে পড়িয়া কহিনু কাঁদিয়া—
"আমরা কুলের বালা,
না দেখি উপায় আসিনু হেথায়
জুড়াতে মনের জ্বালা।"
"নিমাই নিমাই" বলি শচীমাই
কোলেতে লইল টানি।
কহিতে নারিল কাঁদিতে লাগিল
আর না সরিল বাণী।
শচী মা ডাকিয়া বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া
ধরিয়া তাঁহার করে
সঁপিল তাঁহারে আমাদের করে
বলিল মধুর স্বরে—
"শোন, বাছাধন, এ মোর জীবন,
তাহারে দিলাম আনি ;
তাহারে লইয়া সুখে থাক গিয়া
কি আর বলিব আমি!
বিষ্ণুপ্রিয়া বালা সরলা অবলা
জানেনা পতির সেবা,
তাহারে শিখাবে সাজাবে পরাবে,
কি আর বলিবে কেবা!"

———•———

ঝুলন আগমনে শচীমা ও নিমাই।

কহে শচী আই— "বাছারে নিমাই,
শোনরে কথাটী মোর।
তুইত পাগল নাচিবি কেবল,
চিন্তা যে নাহিক তোর।
এসেছে ঝুলন, কর আয়োজন,
কি দিয়ে তুষিব কারে।
তোমারে সকলে আপনার ব'লে
আদর সোহাগ করে।
কিবা মোর আছে! সে সবার কাছে
এ ঋণ শোধিতে পারি!
দিবা নিশি, তাই, ভাবিরে সদাই,
কারেও তুষিতে নারি।
আসিবে শ্রীবাস, সঙ্গে হরিদাস,
আর শান্তিপুর-পতি,
বিজয়, শ্রীধর, তোর গদাধর,
নাম বা লইব কতি?
মুরারি, মুকুন্দ, সেন শিবানন্দ,
রঘু, বাসু, নরু আর,

গোবিন্দ, মাধব, আসিবেক সব
কীর্ত্তনে সুকণ্ঠ যার,
ব্রাহ্মণ-কুমার অতি শুদ্ধাচার
শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী,
পণ্ডিত শঙ্কর, আর বক্রেশ্বর,
মধুর নর্ত্তনকারী,
দাস যদুনাথ, আর গোপীনাথ,
আসিবে সকলে মিলি,
শ্রীমান, শ্রীকান্ত, শ্রীরাম সুশান্ত,
সবে কত কুতুহলী,
কুলীন গ্রামের ভকত সবের
ভকতি কহিতে নারি ;
খণ্ডবাসী যত আসিবেক কত
কত বা বলিতে পারি !
পুরুষ উত্তম— তোর প্রাণধন—
আসিবে হরিষে কত,
বাছারে নিমাই, তোমার জগাই,
আর মোর যাদুমণি,
আর বিদ্যানিধি, যারে কৈল বিধি
মধুর প্রেমের খনি,—
সকলে আসিয়া নাচিয়া গাহিয়া
করিবে কতই খেলা।
অঙ্গন আমার শোভিবে অপার,
বসিবে চাঁদের মেলা।

পরাণ কাঁদেরে— সে সব চাঁদেরে
খাওয়াতে পারিনা ভাল,
তাই বলি তোরে মনোযোগ ক'রে
এবার কথাটী পাল।
বাছারে আমার, কররে যোগাড়
আগে হ'তে এই বেলা।
এবে নাহি হ'লে ঝুলনের কালে
তুই ত করিবি খেলা।"
নিমাই তখন মায়ের বেদন
বুঝিয়া বলিল ধীরি—
"জগতের মাঝে জীবের সমাজে
আমি যে কাঙ্গাল ভারি।
কাঙ্গাল বলিয়া সকলে আসিয়া
আমারে আদর করে।
সকলে জানয়ে, কিছু না আছয়ে
মো' হেন কাঙ্গাল ঘরে।
কি দিয়ে তুষিব কি দিয়ে সেবিব
সে সব ভকতগণে?
মোরে ভালবাসে প্রাণ সম বাসে
তাও মা বুঝেছি মনে।
তোমার সোহাগে মোরে অনুরাগে,
ভাগ্যবান্ আমি তাই।
তাদের সহিতে নাচিতে গাহিতে
আমিও আনন্দ পাই।

শোন মা আমার তাদের সবার
আর কোন নাহি আশ।
স্নেহ পরচুর পেয়ে ভরপুর
নাহি আর অবকাশ।"

ঝুলন আগমনে নদীয়ায় আনন্দোচ্ছ্বাস।

আজু কি আনন্দ নদীয়ায় রে!
সব সখী মিলি করি গলাগলি
গৌরগীতি গায়রে॥
নদীয়া নগরে প্রতি ঘরে ঘরে
প্রেমস্রোতো বহি যায় রে॥
নদীয়ার পথে নারী শতে শতে
শচীর ভবনে ধায় রে॥
গোরার লাগিয়া চলিছে ধাইয়া
সংসারের নাহি দায় রে॥
শাশুড়ী ননদী বিষম বিবাদী
কারো পানে নাহি চায় রে॥
হিন্দোলের কথা গোরা-গুণ গাথা
আর কিছু নাহি তায় রে॥

শ্রীপ্রভুর অদর্শনে শ্রীমতীর অবস্থা।

একদিন বিকাল বেলা নগর ভ্রমণ কালে পথে অনৈক কৃষ্ণবিমুখ ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় পরিপূর্ণ আদর্শ পুরুষ শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর তখনই বাড়ী আসিয়া ভক্তগণ লইয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রভু হঠাৎ কীর্ত্তন ছাড়িয়া একদৌড়ে যাইয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ ও হরিদাস ছুটিয়া যাইয়া প্রভুকে উঠাইলেন। প্রভু সমস্ত রজনী এবং পরদিনও প্রায় এক প্রহর বেলা পর্য্যন্ত লুকাইয়া রহিলেন। তাঁহার বিরহে ভক্তগণ বিষাদ প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীমতী সারাটী রজনী কাঁদিয়া কাটাইলেন। তারপর দিন শ্রীমতীর যে দশা হইল তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইতেছে। শ্রীমতী বলিতেছেন—

আজ কেন কাক ডাকে এত রুক্ষ স্বরে?
কেন সখি, মুহুর্মুহুঃ ঘুঘু পাখী ডাকে?
অই শোন চিল পাখী বিষণ্ণ অন্তরে
কাঁদিছে করুণ স্বরে বসি বৃক্ষশাখে!

দেখ—দেখ—সখি, অই দয়েল দয়েলী
নীরবে বসিয়া আছে ঊর্দ্ধনেত্র হ'য়ে,
ময়না মধুর শীষ হ'য়ে কুতূহলী—
বিষাদ বারতা পেয়ে ভাবিছে উভয়ে।

আর না শালিক পাখী শালিকার সনে
পিরীতি সোহাগ করে মনের হরিষে,
উভে ছাড়াছাড়ি হ'য়ে বিষাদিত মনে'
দহিছে জ্বালায় যেন বড় তীব্র বিষে।

খঞ্জন খঞ্জনী নিয়ে নাচিছেনা আর;
গাহেনা টুন্‌টুনী পাখী সুমধুর গান।
সবাই বহিছে যেন বিষাদের ভার
কিসের বারতা পেয়ে সবে অগেয়ান।

অই দেখ, সখি, চেয়ে, চিঁচিঁ রবে কেন
ডাকিতেছে কোন্ পাখী কিসের জ্বালায়!
ক্ষণে ক্ষণে হানিতেছে তীক্ষ্ণ শেল যেন—
ছট্‌ফট্ করে—যেন প্রাণ বাহিরায়!

আকাশে চাহিয়া দেখ পাখীকুল সব
উড়িছে ধাইছে যেন হারিয়ে কাহারে!
কিসের বিষাদে কারো মুখে নাহি রব,
প্রাণের বিষম জ্বালা জানায় সবারে!

চেয়ে দেখ—সখি, অই মেছোরাঙ্গা পাখী
জলের কিনারে বসি ভাবে আনমনে,
আহারের চেষ্টা নাই—বসিয়া একাকী
কিসের বারতা পেয়ে কি ভাবিছে মনে!

সখিরে! চাহিয়া দেখ—চালের উপরে
নীরবে বসিয়া আছে কপোত কপোতী,
খেলেনা প্রেমের খেলা কি ভাবি অন্তরে,
কিছুতে নাহিক আর কারো কোন রতি।

চরেনা, সখিরে! আর হংসকুল জলে,
কূলেতে বসিয়া তারা উত্তান নয়নে
অই দেখ, সখি, চেয়ে, কিছু নাহি বলে
বিষাদে ব্যথিত যেন কি ভাবিয়া মনে!

বাতাস বহেনা—সখি! নীরব অবনী!
প্রকৃতি হাসেনা আর—সর্ব্বত্র বিষাদ—
দেখিয়া শুনিয়া সখি! কাঁপয়ে পরাণী—
কিজানি কপালে আছে—ঘটে পরমাদ!

ঘন ঘন কাঁপে সখি! বাম অঙ্গ * মোর,
যে দিকে নেহারি, দেখি অশুভ সূচনা,
তোরেও মলিন দেখি—কি হয়েছে তোর?
কিসের লাগিয়া সবে বিষণ্ণ বল না!

---

* নারীর বাম অঙ্গ স্পন্দন সুলক্ষণ। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ নন্দন আচার্য্যের গৃহে লুকাইয়া রহিয়াছেন, সুতরাং, সুলক্ষণ দ্যোতক বাম অঙ্গই স্পন্দিত হইতেছে। কিন্তু বিরহ বিহ্বলা শ্রীমতী সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া তাহাতেও অমঙ্গল আশঙ্কা করিতেছেন।

চেয়ে দেখ চারিদিকে, সখিরে আমার!
বিষাদ—বিষাদ—শুধু বিষাদ-কালিমা—
অশুভ বারতা কিরে শুনেছ তাঁহার!
বিষণ্ণা প্রকৃতি তাই—নাই মধুরিমা?

প্রভাতে গেছিনু সখি! সুরধুনী-তীরে,
নীরবে বহিছে দেখি সুরধুনী-ধারা—
নাগরীর কুল দেখি ভাসে আঁখিনীরে,
কি হ'ল! কি হ'ল! কেন কাঁদিলরে তাঁরা?

প্রহরেক বেলা হ'ল, পাইনা বারতা,
কোথা গেল প্রাণনাথ বলনা আমায়!
ব'লোনা ছলনা ক'রে প্রবোধের কথা,
কাটিয়েছি সারা নিশি আসার আশায়।

রজনী প্রহর হ'লে রাঁধিয়া বাড়িয়া
ছিলাম নাথের লাগি পথ পানে চেয়ে,
হেন কালে মিলিলে গো তোমরা আসিয়া,
কীর্ত্তন হইল বন্ধ,—সব গেলে ধেয়ে।

কাল সখি! ভক্তগণ বিকাল বেলায়
সন্ধ্যা নাহি হ'তে আসি মিলিল অঙ্গনে;
কি জানি কি মনে ক'রে সকলে হেথায়
আরম্ভিল সংকীর্ত্তন উদ্দণ্ড নর্ত্তনে।

ক্ষণ পরে সখি! শুনি নাথ সেথা নাই—
বাহির দুয়ার খু'লে দৌড়িয়ে গিয়েছে;
ঠাকুর শ্রীহরিদাস, আর বড় ভাই,
উভয়ে পশ্চাতে ধেয়ে ছুটিয়া চলেছে।

ভকতপ্রধান সখি! পণ্ডিত শ্রীবাস
নাচেনা কীর্ত্তনে আর স্তম্ভিত হইয়া;
কীর্ত্তনের মাঝে সখি, বহিল হুতাশ—
কাঁদিতে লাগিল সবে আকুল হইয়া।

শুনিতে শুনিতে শেষে শুনিতে পাইনু—
শ্রীঅদ্বৈত প্রভু নাকি নিজমূর্ত্তি ধ'রে
বলিল নাথেরে—"আজ প্রেম শোষি নিমু,
দেখিব কেমনে প্রভু কীর্ত্তনে বিহরে!"

শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র নাকি শিব অবতার—
তাই সে হুঙ্কার দিয়া বলিল সজোরে—
"যে প্রেমের লাগি অমি ঘুরি অনিবার,
শ্মশানে মশানে থাকি, তবু কভু মোরে

দেয় নাই গোলোকের প্রেমসুধারস,
যমুনা পুলিনে যাহা গোপিকা সমাজে
বিলাইল অবিচারে অপার্থিব রস,
করিল রসের খেলা রাসস্থলী মাঝে,

ভুঞ্জিতে হ'লনা মোর তাহে অধিকার,
আমারে দিয়েছে জ্ঞান কঠিন নীরস,
আমারে দিয়েছে ভার করিতে সংহার,
কেন আমি রব আর হ'য়ে জ্ঞান-বশ ?

দেখিতে চাহিয়াছিনু মোহিনী মূরতি,
দেখা'ল সেরূপ, কিন্তু জাগাইল কাম,
সৌন্দর্য্য দেখিতে মোর হ'লনা শকতি,
হ'লনা তাহাতে মোর প্রাণের আরাম।

সেই সব প্রতিশোধ আজ নিতে হবে,
প্রেম বিলাইতে এই গৌর অবতার—
দেখিব কেমনে নাচে গোরাচাঁদ তবে !
শুষিয়া সকল প্রেম লইব তাঁহার।

যেই জ্ঞান দিয়া মোরে দূরে রেখেছিল,
প্রেমের কণ্টক তাহা দূরে পরিহরি
নাচিব গাইব প্রেমে প্রতিজ্ঞা করিল,
তবে ত অদ্বৈত নাম সত্য সত্য ধরি।

আমারে নাচিতে ইঁহো দেয় নাই আগে,
আমিও ইঁহারে আজ এমন করিব,
নাচিতে পারে না যেন আর অনুরাগে—
আমি যে অদ্বৈত আজ সব শোধ নিব।"

সখিরে!

একথা শুনিয়া নাকি প্রাণনাথ মোর
অভিমানে চ'লে গেল কীর্ত্তন ছাড়িয়া,
বুঝি বা ভাবিল, তিঁহো অপরাধী ঘোর
অদ্বৈত প্রভুর কাছে যুগান্ত ব্যাপিয়া।

আমার নাথের কথা জান তুমি সখি!
অপরের দুঃখ কভু পারে না সহিতে,
তাই বুঝি আজ ভাই, এদশা নিরখি,
অদ্বৈতে সকল দিয়া চলিল ত্বরিতে।

কিন্তু, সখি! ইহাই কি হয় প্রেমরীতি?
প্রেমিক কখনো কিরে দুঃখ দেয় পরে?
নাথেরে দোষিয়া কি সে পাইল পিরীতি?
তাঁহার বিরহে দেখি সবেই ত মরে!

নিলে সুখ নাই, সখি, দিলে সুখ হয়,
সেই হ'য়ে সুখ কিরে? কাছে রেখে সুখ;
পা খানি ঢালিয়া দিলে হয় প্রেমোদয়,
জোর কৈলে অবসাদ, শেষে পায় দুঃখ।

যা হ'ক তা হ'ক, সখি, প্রাণনাথ কই?
সারাটা রজনী গেল পাইনা সংবাদ!
আজো কত বেলা হ'ল, এলনা ত সই,
বুঝি বা অশুভ কিছু হ'ল পরমাদ!

প্রত্যহ রজনী যাপে শ্রীবাসের বাড়ী,
নিশ্বাস ফেলিয়া মোরা রজনী পোহাই!
কাল দেখি ভক্তগণ এল তারাতারি—
ভাবিলাম—ভাগ্যোদয় হল বুঝি তাই।

নিশ্চিন্ত হইয়া তাই রাঁধিতে লাগিনু,
কত পদ রাঁধিলাম, ভাবিনু অন্তরে—
খাওয়াব যতনে তাঁরে, কিন্তু কি হেরিনু!
আকাশ ভাঙ্গিয়া পৈল মাথার উপরে!

তোরে সখি, মনে মনে স্মরিয়াছি কত!
ভাবিনু আমরা দোঁহে সুমুখে বসিয়া
কীর্ত্তন ভাঙ্গিলে নাথে অভিলাষ মত
ধীরে ধীরে খাওয়াইব যতন করিয়া,

সে সাধে পড়িল বাদ, হ'ল বিপরীত,
থাকুক খাওয়ার কাজ—কোথা চ'লে গেল,
আশায় নিরাশ ক'রে হিতেতে অহিত!
থাকুক ভোরের কাজ, এখনো না এল।

কই! সখি! কোথা সেই বল্লভ আমার?
আর ত বাঁচেনা প্রাণ নাথের বিরহে!
আর ত বহিতে নারি এই দেহভার!
দুঃসহ জ্বালায় সখি, সদা হৃদি দহে।

উপায় করহ সখি, কেমনে জুড়াই,
বিষম বিষের জ্বালা কোথায় জুড়াব!
চল—চল—চল—সখি! সুরধুনী যাই,
গঙ্গায় ঝাঁপিব দেহ—আপদ কাটাব।

চল, সখি, ত্বরা করি কেন দেরি কর?
তুই ত আমার ভাই, অতি নিজ জন!
এহেন বিপদ হ'তে মোরে রক্ষা কর—
আর না বুঝাস্ মোরে করে প্রতারণ।

প্রভু মোর, নাথ মোর, পরাণ পরাণ—
সে-ই গেছে—আর দেহে কিবা প্রয়োজন?
সখিরে! চলরে ত্বরা করিরে পয়ান!
সুরধুনী জলে করি দেহ বিসর্জ্জন!

ব'লোরে! সখিরে মোর! ব'লো শচীমারে—
স্নেহের সাগর তিঁহো অগাধ অপার—
তাঁহার স্নেহের ঋণ নারি শোধিবারে,
বেঁচে বা কি কাজ বল সাধিব তাঁহার?

এতেক কহিয়া দেবী পড়িল ভূমিতে—
ধরিল কাঞ্চনা তবে অতি সন্তর্পণে,
সুবর্ণ লতিকা খানি পড়ে আচম্বিতে,
হইলা মূর্চ্ছিতা দেবী নাহিক চেতনে।

আঁখির স্পন্দন নাই, নাহি বহে শ্বাস—
মলিন নিষ্প্রভ শুষ্ক বদন কমল,
হৃদয় স্পন্দন-হীন—নাহি আর আশ,
হইল সকল অঙ্গ শিথিল শীতল।

কি আর করিবে সখি ভেবে নাহি পায়,
হঠাৎ পড়িল যেন শিরে বজ্রাঘাত!
নীরবে সকলে বসি চিন্তে গৌর রায়,
শ্রীমতীর মুখ দেখি করে অশ্রুপাত।

হৃদয় বিদীর্ণ হয় সে দশা বর্ণিতে—
কাঞ্চনা চাহিয়া আছে শ্রীমুখ কমলে,
দেখিতেছে—পারে কি না নিশ্বাস লখিতে
জীবনের ক্ষীণ রেখা বদন কমলে।

শচীমা সংবাদ পেয়ে ছুটিয়া আসিল,
সাধের প্রতিমাখানি বউমা তাঁহার,
কোলেতে করিয়া মাতা কাঁদিতে লাগিল,
ধরণী উঠিল কাঁদি আর্ত্তিতে তাঁহার।

একে ত নিমাই-হারা হ'য়ে শচীমাতা
কাঁদিতে আছিল একা আছাড়ি বিছাড়ি,
এহেন দশায় দেখি এবে বধূমাতা
হ'ল পাগলিনী—যায় ভূমে গড়াগড়ি।

পলকে না হেরি যারে বিদরে হৃদয়,
ক্ষণে ইতি ক্ষণে উতি ছুটিয়া বেড়ায়,
তাঁহার বিরহে আজ এতক্ষণ যায়—
কি যে দশা হ'ল ম'ার, কে বুঝিবে তায়

এদিকে উঠেছে ধ্বনি নদীয়া নগরে—
গৌরাঙ্গ গিয়াছে কোথা কীর্ত্তন ছাড়িয়া,
উঠিল ক্রন্দন ধ্বনি সব ঘরে ঘরে—
নাগরীর গণ সব কাঁদে আছাড়িয়া।

ক্রমেতে নাগরীকুল একে একে করি
কাঁদিতে কাঁদিতে সবে শচীর মন্দিরে
উপনীত হ'ল এসে, গেল অন্তঃপুরী,
দেখিয়া এহেন দশা কর হানে শিরে।

এহেন সময়ে সবে অদূরে শুনিল—
খোল করতাল সহ হরিবোল ধ্বনি,
আনন্দে নাগরীগণ উৎকর্ণ হইল,
কাঁপিয়া সবার হিয়া উঠিল অমনি।

"হরিবোল" "হরিবোল" "হরিবোল" রব
ক্রমেতে নিকট হ'তে নিকটে আসিল,
মাঝ খানে গোরাচাঁদে রাখি ভক্ত সব
বাহু তু'লে নেচে নেচে ক্রমে দেখা দিল।

অঙ্গনে আসিয়া সবে মহা সঙ্কীর্ত্তন
আরম্ভিল উচ্চরবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ;
ছুটিল প্রেমের বন্যা—প্রকৃতি তখন
ধরিল মোহন বেশ হাসিয়া হাসিয়া।

হাসিল বিহগ কুল, মধুর গাইল,
প্রাণনাথে পেয়ে সব নাচিতে লাগিল,
যার যার স্বরে সবে ঘোষণা করিল—
সোণার গৌরাঙ্গ চাঁদ আবার মিলিল।

শচীমা দৌড়িয়া ক্রমে কীর্ত্তনের মাঝে
নিমাইয়েরে কোলে করি চকিতের মত
মন্দিরে লইয়া গেল নাগরীর মাঝে,
লাগিল চুম্বন দিতে তাঁরে শত শত।

মধুর হাসির রেখা শ্রীমতীর মুখে
ক্রমে ক্রমে দেখা দিল, কাঞ্চনা তখনে
অমিতাদি সখী নিয়ে পরানন্দ সুখে
উঠায়ে বসাল তাঁরে অতি সযতনে।

সখীদের কাছে রেখে গৌরাঙ্গ সুন্দরে
আসিল তড়িত বেগে শচীমা বাহিরে,
খাবার আনিয়া তবে হরিষ অন্তরে
খাওয়ায় গোপালগণে ভাসি অশ্রুনীরে।

কাঞ্চনা অমিতা আদি নারীগণ সবে
পাইয়া পরাণ-নাথে মিলাল যুগলে;
সেবিল দোঁহারে নানা উপচারে তবে,
আনন্দ সাগরে এবে ভাসিল সকলে।

আবার মধুর হাসি—মধুর মিলন—
আবার বহিল সেথা সুধা-প্রস্রবণ—
গাহিল বিহগকুল মধুর গায়ন—
বহিল মধুর বড় মৃদু সমীরণ।

হাসিল প্রকৃতি সতী, হাসিল ধরণী,
রবির কিরণে সুধাহাসি দেখা দিল,
জগত ভরিয়া হ'ল জয় জয় ধ্বনি,
অম্বুপের হৃদিখানি আনন্দে মাতিল!

——•——

শ্রীগৌরাঙ্গের দানলীলা অভিনয় দর্শনান্তে শ্রীমতী ও সখীগণের কথোপকথন।

কাঞ্চনারে! সখি মোর! সে দিনের কথা
ভাল ক'রে বল শুনি কি হ'ল ব্যাপার?
অপূর্ব্ব সে লীলা সখি! কিন্তু সে বারতা
তোরে ছাড়া জিজ্ঞাসিব কেবা আছে আর!

প্রথমে শুনিনু যবে তোমাদের নাথ
লক্ষীবেশে নাচিবেন মাসীমার বাড়ী,
বিস্মিত হইনু সখি, মাথে দিনু হাত,
শেষে কৌতুহল হ'লো যেতে তারাতারি।

পুরুষে কেমনে নাচে নারীবেশ ধ'রে!
বুঝিতে নারিনু, সখি, এ রঙ্গ তাঁহার,
ভাবিনু রহস্য কিছু আছয়ে ভিতরে,
দেখিতে উৎসুক চিত্ত হইল আমার।

শ্রীমা এসে ডাকিলেন, গেনু তাঁর সনে,
বসিনু তাঁহার কাছে সমুৎসুক চিতে,
তোমরাও সঙ্গে গেলে হরষিত মনে,
গেছিল অনেক নারী সে দৃশ্য হেরিতে।

প্রথমেই দানলীলা হলো অভিনয়—
ব্রজধামে যেই লীলা কৃষ্ণ করেছিল,
রঙ্গক্ষেত্রে শ্রীমতীর হ'লে সমুদয়
পড়িনু মূর্চ্ছিত হৈয়া সংজ্ঞা না রহিল।

চেতন পাইয়া সখি, দেখিনু তোমারে—
কত সন্তর্পণে তুমি করিছ বীজন,
সখীগণ সব ঘিরে রয়েছে আমারে,
আবার সবারে নিয়ে করিনু দর্শন।

দেখি সেই শ্রীঅদ্বৈত বৃদ্ধ মহাশয়
কৃষ্ণ ভাবে কথা কয়, অশ্রু বাহি পড়ে,
রাধা ভাবে গড়গড় প্রভুর হৃদয়,
সর্ব্ব অঙ্গ দিয়া যেন মাধুরী নিঝরে।

স্তম্ভিত হইয়া সব লাগিনু দেখিতে,
উঠিল বিতর্ক কত হৃদয়ে আমার,
ক্রমেতে বিস্ময় মোর লাগিল বাড়িতে,
বুঝিতে নারিনু কিছু কারণ ইহার।

ব্রজেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণ সবে বলে তাঁরে,
তিঁহো যদি কৃষ্ণবেশে সাজিত এখানে,
রাধা ভাবে সাজাইত আর যদি কারে,
তবে হেন ব্রজ রস হ'ত আস্বাদনে।

মোর প্রভু নাথ বলি ডাকিবে অপরে,
এ সব শুনিতে সখি, হয় রসাভাস,
অভিনয় বটে, কিন্তু, আমার অন্তরে
বড় ব্যথা লাগে, সখি, পাইনা উল্লাস।

যদি বা বাসনা ছিল রাধাভাব নিয়ে
ব্রজরস আস্বাদিতে, তবে কেন, সখি,
করিল না অভিনয় কৃষ্ণ উদ্দেশিয়া ?
অসম্ভব বিপরীত কেন রে নিরখি!

দানলীলা হ'য়ে গেলে প্রভু লক্ষ্মীবেশে
নাচিলেন সুমধুর কত ভঙ্গী ক'রে,
দেখিল সকল লোকে রসের আবেশে—
প্রতি অঙ্গ দিয়া যেন কত সুধা ক্ষরে।

শুধু কিরে রঙ্গ করা উদ্দেশ্য ইহার ?
অথবা নিগূঢ় কিছু আছয়ে ভিতরে ?
রসময় রসরূপ বল্লভ আমার
কিসের লাগিয়া বল হেন লীলা করে ?

আরো এক অভিনব লীলা প্রকাশিল—
ইহার রহস্য কিছু নারিনু বুঝিতে,
দেখাল ভোজের বাজী, মনেতে হইল,
বল্, সখি, বল্ তোর কি বা লয় চিতে।

মাতৃভাব প্রকাশিল প্রভু আমাদের,
জগতজননী বলি সকলে ভাবিল,
দুগ্ধপোষ্য শিশু ভাব হ'ল সকলের—
কোলে উঠি স্তন্য পান করিতে লাগিল।

কেন সখি!
মাতৃস্নেহ পেতে যদি সাধ থাকে কারো—
স্নেহের সাগর মোর শচীমা রয়েছে,
হেন স্নেহ আছে কারো বলিতে কি পার?
এ হেন অগাধ স্নেহ কে কোথা দেখেছে!

জগতজননী তিঁহো স্নেহপারাবার,
জগত শিখুক স্নেহ শচীমা'র কাছে!
তাঁর স্নেহে ধন্য এই জগত সংসার!
তবে কেন প্রভু মোর হেন কাচ কাচে!

আরো এক কথা, সখি, শোন্ বলি তোরে,
এ সব শুনিয়া সখি, হইনু বিস্মিত,
কেন হেন ভেল্কি করে বল্ দেখি মোরে,
আমিত দেখিনি কিছু,—শুনিয়া স্তম্ভিত!

লোকে বলে—সেথা নাকি জ্যোতিঃ খেলেছিল—
প্রভুর শ্রীঅঙ্গ হ'তে জ্যোতিঃ বাহিরিয়া
দিগন্ত ব্যাপিয়া সব দীপ্ত ক'রেছিল,
আমি ত অবাক্ হনু এ সব শুনিয়া !

ইহার কারণ, সখি, বল্ সব মোরে,
আজো সখি, সবে বলে, সে জ্যোতির কথা,
আমি ত জানিনা কিছু, তাই পুছি তোরে,
ঘুচারে সখিরে ! মোর মরমের ব্যথা ।

প্রভু যদি জ্যোতিঃ হয়, সে কেমন কথা ?
স্মরিতেও হৃদি কাঁপে প্রাণে পাই ব্যথা ।
তুই ত জানিস্ সব, বল্ সে বারতা,
তোরে ছাড়া কারে কই মরমের কথা ?

এসব শুনিয়া দেবী কাঞ্চনা তখন
কহিতে লাগিল ধীরে মধুর বচন,
অমিতাদি সব সখী করিছে শ্রবণ,
কাঞ্চনার বাক্যে হ'ল সুধা বরষণ

"প্রেমের মূরতি তুমি", কহিল কাঞ্চনা,
"প্রেমে সদা ভরপুর তোমার হৃদয়,
এসব ঐশ্বর্য্য-তত্ত্ব সব তোর জানা,
প্রেমের আধিক্যে এবে হেরিছ বিস্ময় ।

একে একে সব, সখি, বলি শোন্ তবে—
স্নাতক চলিয়া গেলে ফুল বিছাইয়া
প্রাণনাথ রঙ্গক্ষেত্রে প্রবেশিল যবে
মধুর মূরতি ধরি শ্রীরাধা সাজিয়া,

তখন মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়িলে ধরায়;
তাহার কারণ শুন নিবেদন করি—
তুমি সেই রাধা সতী জগজনে গায়,
প্রবেশিলে প্রভুদেহে স্বীয় রূপ ধরি।

তুমি যদি নাহি যেতে প্রভুর হৃদয়ে,
পারিত কি প্রভু কভু একাজ করিতে?
রাধাভাব ধরি তিঁহো তোমারি আশ্রয়ে
মোহিল সকল লোক, হেন লয় চিতে।

পূর্ণ প্রেমরূপা তুমি চিদানন্দময়ী,
দেহ দেহী ভেদ নাই, তবু দেহ রেখে
চলে গেলে, এর হেতু শুন রসময়ি!
অদৃশ্য হইলে রস হ'বে কোথা থেকে?

মুহূর্ত্ত পরে যে সখি, পাইলে চেতন,
তাহার কারণ বলি শুন সখি মোর,—
যোগমায়া চিৎশক্তি দেখিল তখন—
রস ভঙ্গ হয়, যদি থাকে দশা তোর।

তুমি যদি মূর্চ্ছা পেয়ে থাক সেই খানে,
হয় না প্রভুর খেলা বাসনা পূরণ,
তাই শক্তি যোগমায়া অচিন্ত্য বিধানে
জাগাল তোমারে সখি, করা'ল চেতন ।

ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণ বটে প্রাণনাথ,
সেই রূপে প্রভু যদি খেলিত সেথায়,
তুমি নাহি পেতে রস ঘটিত প্রমাদ।
আরো এক গূঢ় হেতু আছে এ লীলায়।

জ্ঞানের গৌরব করে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু,
নিজেরে অভেদ ব'লে অপরে শিখায়,
তবু সেহো প্রেম চায়, পায়নাক কভু,
তাই প্রাণনাথ তারে শ্রীকৃষ্ণ সাজায়।

বিচিত্র লীলায় এই বিপুল বিশ্বেতে
যারে যাহা গড়িয়াছে তারে তা মানায়,
অভিমানে কেহ যদি চায় কিছু হ'তে
বিফল প্রয়াস তার—প্রেম নাহি পায়।

যদি কেহ পুরুষার্থ প্রেম পেতে চায়,
চলিতে হইবে পথে স্বভাবে থাকিয়া,
অবশ্য মিলিবে প্রেম তাঁহার কৃপায়,
নতুবা থাকিতে হবে পিছনে পড়িয়া।

শ্রীঅদ্বৈত প্রভু নিজে অভিমানী নয়,
প্রভুর ভকত তিঁহো বিদিত সংসারে,
গর্ব্বিত জীবের মাত্র প্রতিনিধি হয়
জ্ঞানের গরব সবে তাঁরে দিয়ে করে। —

অভিমানী জীব বলে—'শিবোঽহং' 'শিবোঽহং'
কিন্তু তার নাই কোনো জ্ঞান ভক্তিলেশ,
বৃথা অভিমানে করে জ্ঞানের ভড়ং,
ক্ষুদ্র জীব হৈয়া সেহো ধরে শিববেশ।

যে শিবের গর্ব্ব করে অভিমানী জীব,
সেও ত প্রেমের লাগি ব্যস্ত সর্ব্বদায়!
তবে কেন গর্ব্ব ক'রে বলে "আমি শিব"?
শিবে অনুসারি কেন ভক্তি নাহি চায়?

সেদিনের লীলা, সখি, প্রত্যক্ষ দেখিলে,
অদ্বৈতের দম্ভ দেখি প্রভু অভিমানে
রাগ ক'রে দৌড়ে যেয়ে জলে ঝাঁপ দিলে,
ঠাকুর শ্রীহরিদাস বাঁচাইল প্রাণে।

ভকতের কাছে প্রভু আপনা বিকায়,
জান সখি, শ্রীঅদ্বৈত কি কি ব'লেছিল।
অভিমান পুরাইতে তাঁহার কথায়
শ্রীকৃষ্ণ সাজায়ে তাঁরে এ লীলা করিল।

লক্ষ্মীবেশে নৃত্য কৈল সেও ভক্ত লাগি—
ভক্তেরে সন্তোষ দিতে প্রভু সদা চায়।
সব তুমি জান, সখি, তবু দার্ঢ্য লাগি
পুছ মোরে, যেন, সব জীবে প্রেম পায়।

মোহিনী মুরতি ধরি অতি পুরাকালে
প্রকাশিল প্রভু যবে শিব সন্নিধানে,
জাগাল শিবের কাম থাকি অন্তরালে,
বঞ্চিত হইল শিব রস-আস্বাদনে।

তাই প্রভু লক্ষ্মীবেশ ধরিয়া এখনে
নাচিল অপূর্ব্ব ভাবে কত ভঙ্গী ক'রে,
সবারে সৌভাগ্য দিল রস আস্বাদনে,
দেখিল সকলে—কত অমিয় নিঝরে!

জানাল জীবেরে প্রভু—তাঁহার কৃপায়
সকল জীবের হয় প্রেমের উদয়।
প্রেমের পূর্ণতা হ'লে কাম চ'লে যায়,
তখন নির্ব্বিঘ্নে জীব রস আস্বাদয়।

তার পরে মাতৃভাবে যে লীলা করিল,
তাহার কারণ, সখি, বলি শোন্ তবে—
প্রেম বিলাইতে প্রভু মরতে আসিল,
কিন্তু বহির্ম্মুখ জীব বহু আছে ভবে।

বহু শাক্ত আছে, নাই প্রেমের কণিকা,
ছাগ মেষ মহিষাদি বলি দিয়ে তারা
ভীষণ তামস ভাবে সেবে অম্বালিকা,
কামে শৃঙ্খলিত আরো হ'য়ে রয় তারা।

ঐশ্বর্য্যের মোহে মুগ্ধ মানব নিকর,
মায়ের মধুর হাসি তাদেরে না ভায়,
তামস ভাবেতে রহে কামের কিঙ্কর,
প্রেম দূরে রহু—কোন সুখ নাহি পায়।

তাদের লাগিয়া প্রভু মাতৃমূর্ত্তি ধরি
দেখাল স্নেহের ছবি বিশ্বজননীর ;
—সকল ভাবের মূল এক গৌরহরি—
ভজুক তাঁহারে সর্ব্ব জীব অবনীর।

জীব যে ঐশ্বর্য্য দেখে, তদুপরি আরো
মাধুর্য্য মিশ্রিত যদি ঐশ্বর্য্য নেহারে,
দ্বিধা ভাব তবে আর থাকিবেনা কারো,
বুদ্ধিমান্ জীব তবে ভজিবে তাঁহারে।

তবে সে সন্ধান পাবে শ্রীশচীমাতার,
তাঁহার স্নেহেতে তার জুড়াবে পরাণ,
প্রবেশ করিবে তবে সংসারে তাঁহার,
তার পরে লীলারস হবে আস্বাদন।

এই যে জ্যোতির কথা কহিলে এখনে,
তুমি তা দেখিবে কেন? জ্যোতিরভ্যন্তরে
বিরাজিছ নিত্য তুমি দিব্য রত্নাসনে,
লীলার লাগিয়া এবে রয়েছ অন্তরে।

সে দিনের সেই জ্যোতিঃ সাত দিন ধ'রে
খেলেছে সে রঙ্গক্ষেত্রে ঝলসি নয়ন
বহিরঙ্গে লোক সব ভুলাবার তরে,
এ দেখে জীবের যেন হয় আকর্ষণ।

কিরূপে আকর্ষি জীব প্রেম দিবে সবে,
প্রভু তা জানয়ে ভাল, তুমিও তা জান,
তবু যে জিজ্ঞাস, তার এই হেতু হবে,
প্রেমাধিক্যে আপনারে প্রেমহীন মান।

আরো এক হেতু এই—মোর মুখ দিয়া
কহাবে সকল কথা শক্তি সঞ্চারিয়া,
যেন জীব এ সকল রহস্য জানিয়া
অপার্থিব সুখ পায় প্রভুরে ভজিয়া।"

বসন্তমঞ্জরী সখী আর ইন্দুমতী
অমিতাসুন্দরী আর সব সখীচয়
শুনিছে সকলে সুখে, হাসিছে শ্রীমতী,
দাদা আর অনুপের আনন্দ-হৃদয়।

শচীমা'র ভগিনীর বাড়ী যাওয়ায় শ্রীমতী ও কাঞ্চনা।

কাঞ্চনা—

বলরে, বলরে, সখি! তোমা হেন ধনে
একা ফেলে চলে গে'ল মাতা কোন্ প্রাণে?
তোর যে হইবে কষ্ট ভাবিলনা মনে!
যাবার সময় কিরে লাগিল না প্রাণে?

যে তোরে নিমেষহারা হ'লে মাতা তোর
পাগলের মত হয়, খুঁজিয়া বেড়ায়,
যেই শচীমাতা তোর স্নেহেতে বিভোর,
হেন মাতা ফেলে তোরে গেলরে কোথায়?

দিনেকের তরে যদি যা'স্ পিত্রালয়,
কাঁদিয়া আকুল হয় শচীমা আমার,
তোর লাগি সদা হয় অথির হৃদয়,
হেন তোরে ফেলে গেল ভাবিলনা আর?

যাইতে বাপের বাড়ী দিতে নাহি চায়,
চোখে চোখে তোরে মাতা রাখয়ে সদায়,
নয়নের মণি তোরে আজ ফেলে যায়!
ইহার কারণ সখি, মোরে নাহি ভায়।

কত কষ্টে যাপে নিশি তোরে না দেখিয়া,
প্রভাতে উঠিয়া মাতা তারাতারি, ক'রে
তোমারে হেরিতে দেবী আসয়ে দৌড়িয়া,
দেখিলে তোমার মুখ তবে ধৈর্য্য ধরে।

একদিন, সখি, তোর শয়ন ছাড়িয়া
উঠিবারে হ'য়েছিল, কিছু দেরী, তাই,
পুছিল শচীমা মোরে ব্যাকুল হইয়া,—
"মঙ্গল বারতা কহ, স্বস্তি নাহি পাই

বধূর অসুখ কোন নাই ত কাঞ্চনা!
বল্‌রে বল্‌রে ত্বরা বল্‌রে আমায়,
বল্‌ তোরা শীঘ্র ক'রে সব সখীজনা,
কেনরে বউ-মা মোর এত নিদ্রা যায়?

বউ-মা লক্ষ্মী-মা মোর ভাল আছে ত রে?
এত বেলা নিদ্রা যায় কিসের লাগিয়া?
নিমাই তাহারে কিছু বলে নাই ত রে?
যাপেনি ত রজনী সে কাঁদিয়া কাটিয়া?"

শ্রীমায়ের ব্যাকুলতা, ছল ছল আঁখি
দেখিয়া সকলে মোরা অধীর হইনু,
তারাতারি তোরে গিয়া জাগাইনু সখি!
মঙ্গলবারতা তোর তাঁহারে কহিনু।

মনে পড়ে তোর, সখি, তখনই শ্রীমা,
তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে খাবার আনিল,
এত স্নেহ! এত প্রীতি! বলিতে পারি না,
আজ তোরে একা ফেলে কেমনে চলিল!

একদিন, সখি, তোর পিত্রালয় হ'তে
হয়েছিল দেরী কিছু এখানে আসিতে,
ধৈরয ধরিতে মাতা, নারি কোন মতে
আকুল হৃদয়ে বড় লাগিল কাঁদিতে।

ক্ষণে অন্তঃপুরে যেয়ে পিছনের পথে
চেয়ে থাকে একদৃষ্টে অধীর হইয়া,
ক্ষণে ভাবে—আস বুঝি বাহিরের পথে,
তাই ভেবে সেই পথে থাকয়ে চাহিয়া।

ক্ষণে ঈশানেরে ডেকে বলে, "রে ঈশান!
বউ-মা কেমন আছে শীঘ্র জেনে আয়,
যা রে তুই দৌড়ে যা রে, কররে পয়ান,
খবর লইয়া পুনঃ ফিরিবে ত্বরায়।

বউ মা আমার কভু দেরী নাহি করে,
তোরা ত জানিস্ সে যে পরাণ পরাণ,
বুঝি বা অসুখে কোন পড়ে আছে ঘরে,
শীঘ্র ক'রে জেনে তুই আয়রে ঈশান।"

ঈশানে পাঠায়ে দেবী লাগিল কাঁদিতে,
অমঙ্গল শঙ্কা করি তোমার লাগিয়া,
হেন স্নেহ আছে কিরে আর কারো চিতে !
—সেই মাতা চ'লে গেল তোমাকে ফেলিয়া !

সে হেন সময়ে যবে পাল্কী দেখা দিল,
আনন্দে মায়ের হৃদি উথলি উঠিল ;
অমনি পাল্কীর কাছে দৌড়িয়া আসিল,
পাল্কী হ'তে তোরে, সখি, কোলে তুলি' নিল ;

বরষিল প্রেম-অশ্রু, নিছিল পুছিল,
আদর সোহাগে কত শত চুমো দিল :
—আজ তোরে ভুলি' তিনি কেমনে চলিল :
উহার কারণ, সখি, কিছু না বুঝিল।

তোরে'ও ত দেখি সখি, মলিনবয়ান,
কে করে রে তোরে আজ আদর সোহাগ !!
তোর মুখ দেখে, সখি, ফাটিছে পরাণ,
আছে কিরে আর কারো এত অনুরাগ !

মায়ের বিরহে বুঝি উদর পুরিয়া
খাস্‌না, সখিরে, তুই থাকিস্ উপোস,
দিন রাতি কাট বুঝি কাঁদিয়া কাটিয়া,
মোদেরো অন্তর, সখি, হ'য়ে গেল শোষ !

সখিরে! পরাণ সখি! মোরা কিরে তোর,
মায়ের বিরহ জ্বালা জুড়াতে পারিব!
তোরে সুখ দিতে শক্তি আছে কিরে মোর!
ভেবে নাহি পাই কি যে উপায় করিব!

গিয়েছে ভগিনী বাড়ী আসিবে কি ত্বরা?
সংবাদ পাঠাবে নাকি বল্‌না আমায়?
নিশ্চয় আসিবে—তাঁর বুক স্নেহভরা—
এ দশা শুনিলে নাহি রহিবে সেথায়।

শ্রীমায়ের অনুগত তুইত সদাই!
তুইত মায়ের পরে কথাটি ক'স্ না!
নীরবে সহিস্—কিন্তু, মোরা দুঃখ পাই,
কথা ক'রে, সখি মোর, নীরব রস্' না;

তোর হাসিমুখ মোরা দেখিবার তরে
দিতে পারি শতবার এ তুচ্ছ পরাণ,
বল্‌রে মায়েরে আনি কি উপায় ক'রে!
পারিনা দেখিতে তোর মলিন বয়ান।

দেখ্, সখি! চেয়ে দেখ্ অমিতাসুন্দরী
গেঁথেছে সুন্দর মালা সেফালির ফুলে,
এনেছে প্রচুর ফুল বসন্তমঞ্জরী—
মালতী মল্লিকা যুঁথী, মাধবী বকুলে।

আয়রে সাজাই তোরে ফুলমালা দিয়া,
আয়রে পরিয়ে দিই বিচিত্র বসন,
কিসের লাগিয়া, সখি! দূরেতে ফেলিয়া
রেখেছিস্ সব তোর বসন ভূষণ!

মা যদি আসিয়া দেখে তোর এই বেশ,
কাঁদিয়া আকুল হবে, পাবে বড় দুঃখ,
আয়, সখি, বেঁধে দিই সুচিকণ কেশ,
সুখ পাবে তিঁহো দেখে তোর হাসিমুখ।

বলিয়াছে ইন্দুমতী—তার মনে ভায়,
"আজিকে সাঁজের বেলা আসিবে শ্রীমায়"
আসিয়া এ দশা যদি দেখে, তবে, হায়!
কি দশা হইবে মা'র ভাব দেখি তায়!

শ্রীমতী কহিতেছেন—

"কই, সখি, কত সাঁজ চ'লে গেল আজ,
এলনা ত মাতা মোর কি হ'লো কারণ,
ভগিনীর বাড়ী কিরে কুরা'লনা কাজ!
মাসীমা আসিতে কিরে করিছে বারণ! *

সেখানে যাবার বেলা বলেছিল মোরে,
বেশী দেরী হবেনাক কখনো সেথায়,
আসিবেক বাড়ী ফিরে অতি শীঘ্র ক'রে;
কিন্তু, আজো এলনা ত কতদিন যায়!

স্নেহময়ী মাতা মোর আমারে ফেলিয়া
থাকিতে পারে না কোথা' ক্ষণেকের তরে,
আজ যে হইছে দেরী—তাহার লাগিয়া,
দহিছে পরাণ মোর, হৃদয় বিদরে।

খাই, পরি, সবি করি, কিন্তু, তাঁরে ছাড়া
কিছুই না লাগে ভাল, সকলি শ্রীহীন,
বিলম্বের হেতু ভেবে পাই না কিনারা,
ভেবে ভেবে বটে, সখি, হ'লো তনুক্ষীণ।

সেথা মোরে সঙ্গে ক'রে নিলেও পারিত,
কিন্তু, কি যে ভেবে, সখি, রাখিয়া চলিল!
সে যা' হো'ক, আজিও ত আসিতে পারিত!
কিসের লাগিয়া মোরে এত দুঃখ দিল!

জানিনা তাঁহার সেবা, পারিনি কখনো
তুষিতে তাঁহারে, সখি, মাতা কিরে তাই,
রাগ ক'রে আসিল না বাড়ীতে এখনো!
আকাশ পাতাল ভেবে ঠিক নাহি পাই।

নারে সখি, মাতা মোর স্নেহের আধার,
শত দোষে ভালবাসে সর্ব্বদা আমারে,
এমন স্নেহের খনি কোথা' নাই আর,
কেন অপরাধী হব দোষিয়া তাঁহারে!

সখিরে! আমার নাই ভক্তিপ্রীতিলেশ,
আমা হ'তে কোটীগুণে প্রীতি পায় সেথা.
তাই, সখি, সত্যি করে কহিরে বিশেষ,
বাধা পড়িয়াছে, তাই আসিছে না হেথা।

কিন্তু, সখি, এক কথা মোর মনে ভায়,
না থাকুক্ প্রীতি মোর, তিঁহো ইহা জানে—
মা ছাড়া এ অভাগীর কেবা আছে, হায়!
কিছুতেই, সখি, আর প্রবোধ না মানে।

মায়ের কোলেতে বসি জুড়াইরে হিয়া,
বুকেতে মাথাটি রাখি কত সুখ পাই,
তাঁরে দেখি আপনারে যাইরে ভুলিয়া,
প্রভুরো বিরহ জ্বালা বুঝিতে না পাই!

আজ, সখি, যায় মোর পরাণ দহিয়া,
কোথারে মাতারে মোর! আন ত্বরা করি।
বাঁচারে আমারে সখি ত্বরায় আনিয়া,
নতুবা নিশ্চয়, সখি, যাইব রে মরি!

সাজিবার কথা, সখি, বলিস্ না মোরে,
কেন জ্বালা দিস্ মোরে বৃথা কথা ব'লে?
কি আর কহিব, সখি, কি কহিব তোরে,
ছেড়ে দে রে তোরা মোরে, আমি যাই চ'লে।

মা ঘরে আসিলে, সখি, বলিস্ তাঁহারে,
বড় এক সংঘাতিক পীড়া হ'য়েছিল,
তাই তাঁর বধূ আর নাহিক সংসারে,
চিকিৎসা করার আর সময় না ছিল।

তোরা সব সখী মিলি সান্ত্বনা করিস্,
তাঁর যেন কোন মতে কষ্ট নাহি হয়!
তিঁহো যেন আত্মহারা না হয় দেখিস্,
প্রভুরে লইয়া তিঁহো যেন সুখে রয়!

পরাণ যে যায়! সখি! পরাণ যে যায়!
এনে দে মায়েরে মোর, তাঁরে ছাড়া আর
থাকিতে পারিনা! সখি! কি করি উপায়!
বুঝিবা ভুলিল মোরে, আসিলনা আর!

মা! মা! ওমা! মাগো! যারে এতক'রে
কত ভালবেসেছিলে, নারিল বহিতে
বিষম দুঃখের ভার, গেল চিরতরে,
যাবার সময় তোমা নারিল দেখিতে!"

এতেক কহিয়া দেবী মূর্চ্ছিতা হইল,
কাঞ্চনাদি সখীসব ব্যস্তত্রস্ত হ'য়ে,
যতনে ধরিয়া তাঁরে কোলেতে রাখিল,
অন্তর শুকায়ে গেল সকলের ভয়ে।

কি হ'ল! কি হ'ল! বলি অমিতা কাঁদিল,—
"যারে দিয়া মোরা মা'র স্নেহপ্রীতি পাই,
ছাড়িয়া মোদের মায়া সে আজ চলিল,
মোদের বাঁচিয়া, সখি, প্রয়োজন নাই!

সুখে দুঃখে যাঁর হাসি মু'খানি নিরখি
বাঁচেরে মোদের প্রাণ, সে-ই যদি যায়,
কিবা কাজ তবে আর এই দেহে, সখি?
কোন্ লাজে এ পরাণ রাখিবরে হায়!

দেখ, সখি, চেয়ে দেখ—বহেনা নিশাস,
সোণার কমল দেখ ঢলিয়া পড়েছে,
আর কি আছেরে, সখি, জীবনের আশ!
জীবনের সব সাধ ফুরিয়ে গিয়েছে।

হায়! সখি! এই ছিল কপালে লিখন!
প্রভুর বিরহে তোরে বাঁচিয়ে রেখেছি।
মায়ের বিরহে এবে ত্যজিলি জীবন!
—স্বপনেও এই কথা কভু না ভেবেছি—

সখিরে! পরাণ সখি! কি কাজ করিলি!
রাখিতে নারিনু তোরে মোরা অভাগিনী!
গেলি যদি আমাদেরে কি কাজে রাখিলি!
কাঙ্গালিনী আজ মোরা আরো কাঙ্গালিনী!"

এতেক কহিয়া দেবী পড়িল ধরায়,
বৃশ্চিক দংশনে যেন ছট্‌ফট্‌ করে,
আছাড়ি বিছাড়ি দেবী গড়াগড়ি যায়,
কাঞ্চনা ইহাতে আরো পড়িল ফাঁপরে।

বসন্তমঞ্জরী আদি আর সখীগণ
শ্রীমতীর সেবা করে করিয়া যতন,
কেহ চোখে জল দেয়, কেহ বা বীজন,
করিছে কেহ বা ধীরে শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জন।

কহিতেছে মা-মা শব্দ শ্রবণবিবরে,
গাইছে মায়ের গান কেহ ধীরে ধীরে,
বর্ণিছে মায়ের স্নেহ সুমধুর স্বরে,
ভাসিছে সকল সখী শোকঅশ্রুনীরে।

সখীদের সন্তর্পণে পিরীতি যতনে
ধীরে ধীরে শ্রীমতীর বহুক্ষণ পরে
হইল চেতন, তবে সখীগণ ভণে—
"দেখরে বিরহে তোর অমিতা কি করে!"

শ্রীমতী আপনে তবে ধরি অমিতারে
কোলেতে তুলিয়া নিল অতি যত্ন ক'রে,
প্রীতি আলিঙ্গন দিয়ে সুস্থ কৈল তারে;
শ্রীমা আসি পৌঁছিলেন ক্ষণকাল পরে।

শচীমাতা বাড়ী আসি দেখিয়া শুনিয়া,
দুঃখিত হইয়া বড় কাঁদিতে লাগিল,
বধূ আর সখী সবে কোলেতে করিয়া
একে একে কত শত সবে চুমো দিল।

পিরীতি সোহাগে মা'র সব সখীগণ
পাশরিল সব দুঃখ, আনন্দে ভাসিল;
মৃতদেহে যেন পুনঃ আসিল জীবন।
আনন্দে অনুপ নৃত্য করিতে লাগিল।

শ্রীমতীর পিত্রালয় হইতে
পণ্ডিত
সনাতন মিশ্রের আগমন।

(আজ) প্রভাতে উঠিয়া সিনান করিয়া
শ্রীমতী রাঁধিতে যায়।
পিত্রালয় হ'তে জন পাঁচ সাতে
আসিবে—ব'লেছে মায়।
শচীমা ব'লেছে, বহুদিন গেছে,
তাদের খবর নাই;
সেদিনেতে তাই ঈশানে পাঠাই,
তবে ত সংবাদ পাই।

ব'লে দেছে তারে, আসিবে সত্বরে,
আজ তা আসিতে পারে ;
তাই বিষ্ণুপ্রিয়া হরষিত হৈয়া
গেল ধনী রাঁধিবারে।
পরিচারিকার অভাব কি আর!
তাহারা যোগাড় করে।
শ্রীমতী বসিয়া হাসিয়া হাসিয়া
মধুর রন্ধন করে।
রাঁধিবার তরে শ্রীমতীর ঘরে
আছে আরো কত শত ;
কিন্তু, আজ সতী আপনে শ্রীমতী
রাঁধিবেক মনোমত!
পাঁচকার কোনো অভাব কখনো
জানেনা শ্রীমতী সতী ;
পিতা বড় ধনী, যোগায় আপনি
যবে যে অভাব, তথি।
আরো তার পরে প্রিয়ার আদরে,
মায়ের পিরীতি স্নেহে
নাগরীর গণ আনন্দে মগন
থাকয়ে শচীর গেহে।
শ্রীমতীরে তারা নয়নের তারা
করিয়া যতনে রাখে,
দেয়নাক তারে কাজ করিবারে
নিয়ত সেবায় থাকে।

কিন্তু, আজ ধনী চ'লেছে আপনি
রাঁধিতে যতন ক'রে;
বিবিধ ব্যঞ্জন করিছে রন্ধন
পরম আনন্দ ভরে।
ইহার কারণ— হবে আগমন
পিতার আলয় হ'তে;
বান্ধব ক'জনে আসিলে ভবনে
খাওয়াইবে কত মতে।
কহি শচীমারে ভকত সবারে
করায়েছে নিমন্ত্রণ;
পদ শত শত কত মনোমত
করিতেছে আয়োজন।
আসনে বসিয়া বালা বিষ্ণুপ্রিয়া
রাঁধিতে বসিল যবে,
তখনে তাঁহার রূপের বাহার
কে পারে বর্ণিতে ভবে?
সুচিকণ চুলে রাখিয়াছে খু'লে
লম্বিত পিঠের 'পরে,
খোলা কেশপাশে তাহার সুবাসে
চৌদিক মুগধ করে।
কেশ বিনাইতে অথবা বাঁধিতে
পায়নি সময় তিঁহো;
তাড়াতাড়ি ক'রে রাঁধিবার তরে
আসিয়া বসেছে ইঁহো।

চিরুণী ধরেনি, সিন্দূর পরেনি,
স্বাভাবিক শোভা শোভে,
পিরীতি মূরতি জীবগণ গতি
মুনিজন মন লোভে।
এ শোভা হেরিয়া জগত ভুলিয়া
বিশুদ্ধ পিরীতি পায়।
রূপের সাগর, প্রেমের আকর,
জগজনে গুণ গায়।
যেরূপ লাগিয়া গোরা বিনোদিয়া
পাগল অথিরমতি,
যাঁহার ধেয়ানে ছাড়িয়া গেয়ানে
মুনিগণ মগ্ন অতি,
যাঁহা হ'তে সব রূপের বৈভব
জগতে করিছে খেলা,
যাঁরে কেন্দ্র করি এই বিশ্বভরি
বসেছে রূপের মেলা,
যাঁর কণা পেয়ে গরবিত হ'য়ে
বেড়ায় রমণীগণ,
গরবের ভরে কামের কিঙ্করে
শৃঙ্খলিত করে মন,
সুন্দর মূরতি কোটী কোটী রতি
যা দে'খে সরম পায়,
স্বর্ণশতদলে যাঁর পদতলে
মদন মুরছি যায়,

নখের ছটায় অপূর্ব্ব প্রভায়
ভুবন উজোর করে,
জ্যোতিষ্কের ধৈর্য্য কোটী চন্দ্রসূর্য্য
নখেতে বিরাজ করে,
যাঁরে সদা ভাবি কোটী দেব দেবী
ধেয়ানে দেখিতে চায়,
যাঁর কৃপালাগি শিব সর্ব্বত্যাগী
গেয়ান ছাড়িতে চায়,
সে বস্তু বিহরে শচীমা'র ঘরে
সহজ মানুষ ভাবে,
নিয়ে সখীগণে রস আলাপনে
রাঁধিছে আপন ভাবে।
বদন চন্দ্রমা! কি দিব উপমা!
তাহারি তুলনা তায়।
আঁখিযুগ বাঁকা —যেন চিত্রে আঁকা—
মধুর মধুর চায়।
প্রেমে চল চল সে আঁখিযুগল
ভ্রূযুগে শোভিত তাহা,
চপল নয়নে মধুর চাহনে
কি মধুর শোভা! আহা!
শ্রীগণ্ড যুগল করে ঝলমল,
রক্তিম আভায় শোহে,
সুরঙ্গ অধরে কত সুধা ক্ষরে,
হাসিতে মানস মোহে।

চূর্ণ কুন্তল ললাট উপর,
তাহে বিন্দুবিন্দু ঘাম,
নাসার নোলকে ঝলকে ঝলকে
শোভে কিবা অভিরাম!
কুচযুগ 'পরে লহরে লহরে
শোভিছে মুকুতা মালা;
সখীগণ সঙ্গে শোভিতেছে রঙ্গে
চৌদিক করিছে আলা।
কখনো কাঞ্চনা নিয়ে সখীজনা
কহিছে সম্বোধি তারে—
'ক্ষণেক বিশ্রাম কর প্রাণারাম,
মোরা বসি রাঁধিবারে।'
শ্রীমতী চাহেনা, তাদের সহেনা
হাতাখানি কেড়ে নেয়!
কোন সখী এসে সুধাহাসি হেসে
প্রিয়ারে সরা'য়ে দেয়।
সর্ব্ব সুমঙ্গল সে রঙ্গ কোন্দল
যে জন নেহারে, হায়!
অমিয় পাথারে সে জন সাঁতারে
আপনা ভুলিয়া যায়।
হেথা আঙ্গিনায় ভক্ত সবে গায়
কীর্ত্তনে উন্মত্ত হৈয়া,
সুমধুর নাচে, কত নাচ নাচে
সোণার নিমাই লৈয়া।

মিশ্র সনাতন সঙ্গে কতজন
আনন্দহৃদয়ে হাসি,
এহেন সময়ে শচীর আলয়ে
উপনীত হ'লো আসি।
শচীমাতা তবে বসাইল সবে,
ডাকিয়া বধূরে কয়—
"শুন, বধূমাতা, আসিয়াছে পিতা,
নমস্কার কর তাঁয়।"
পিতার মিলনে বালিকার মনে
আনন্দ ধরে না আর,
ভাসি অশ্রুনীরে কহে ধীরে ধীরে
গলাটী ধরিয়ে তাঁর।
প্রেমে গদগদ বা-বা-বা শবদ
আর ত কহিতে নারে!
বহুক্ষণ পরে কিছু ধৈর্য্য ধ'রে
মঙ্গল পুছিল তাঁরে—
"বল, বাবা, মোরে, মাতা মোর তরে
কাঁদেনা ত নিশিদিন!
আমার লাগিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া
হয়নি ত তনুক্ষীণ!
বল—বাবা—বল— সত্যি ক'রে বল—
শ্রীমা ত কুশলে আছে?
কত যুগ যায়— তবু আমি হায়!
যাইতে পারিনি কাছে!

আমি, বাবা, হেথা পেয়ে শচীমাতা
বড় সুখে আছি বটে,
কিন্তু, মা'র তায় কিসে বা জুড়ায়!
মোর তরে প্রাণ কাটে!
মোরে যবে মায় দেখিবারে চায়,
তখন কি দশা হয়!
সেই দুঃখ স্মরি জ্ব'লে পু'ড়ে মরি,
প্রাণ মোর বাহিরায়!
শচীমাতা মোরে কত শান্ত করে,
খবর পাঠায় সেথা;
তবে সুস্থ হই, শান্ত হ'য়ে রই,
গৃহকর্ম্ম দেখি হেথা।"
বৃদ্ধ সনাতন হৃদয়-রতন
ধরিয়া বুকের 'পরে
বলি কত কথা ঘুচাইল ব্যথা
প্রবোধিল কত ক'রে—
"শচীমা'র স্নেহে নিমা'য়ের গেহে
বড় সুখে আছ ধন!
তোর মাতা তায় বড় সুখ পায়,
কভু নহে উচাটন,
তোমার লাগিয়া খাবার করিয়া
পাঠিয়েছে কত ক'রে;
এই বস্ত্র নেও, সকলেরে দেও
তুমিও খাইও পরে।"

একথা বলিয়া খাবার তুলিয়া
ধরিল বালার মুখে ;
বালা বিষ্ণুপ্রিয়া সোহাগ পাইয়া
ভাসিল অপার সুখে !
নয়ন বাহিয়া পড়য়ে গলিয়া
শত প্রেম-অশ্রু-ধার ;
কাঞ্চনা তখনে আসিয়া সেখানে
ধরিল করেতে তাঁর।
"তুই একা নিবি ! মোদেরে বঞ্চিবি !
এ কেমন কাজ তোর !
তবে রাগ ক'রে চলে যাব ঘরে
দেখা না পাইবি মোর।"
তখনে শ্রীমতী হরষিত অতি
নিয়ে সব সখীগণে
খাবার ধরিয়া যতন করিয়া
রাখিল মায়ের স্থানে।
নিমা'য়ের গণ ভাঙ্গিয়া কীর্ত্তন
সিনান করিয়া আসে।
ভোজন করিতে হরষিত চিতে
বসিল শচীর বাসে।
মিশ্র সনাতনে বসাল আসনে
পৃথক্ আরেক ঘরে ;
নাগরীর গণে বসাল যতনে
বাড়ীর ভিতর ঘরে।

ভকতের গণে কতই যতনে
খাওয়াইছে শচীমায়,
সখী ইন্দুমতী উল্লসিত অতি
পিছনে যোগাড় দেয়।
শ্রীমতী পিতায় যতনে খাওয়ায়
মাঝে মাঝে কথা কয়;
অমিতা কাঞ্চনা আর সখীজনা
নাগরীগণেরে দেয়।
মাঝে মাঝে প্রিয়া তারাতারি গিয়া
ভাষয়ে নাগরী সনে;
কি মধুর লীলা ইহো প্রদর্শিলা
বুঝিবে রসিক জনে।
অপ্রাকৃত ধাম নবদ্বীপ নাম
শচীর আলয় তাহে,
নিতুই নূতন হয় প্রকটন
অপূর্ব্ব মাধুরী যাহে।
বিষ্ণুপ্রিয়া নিয়া স্বভাব ধরিয়া
মধুর খেলিছে গোরা।
অনুপ ডাকিয়া কহে ফুকারিয়া—
'কে রস নিবিরে তোরা!'

শ্রীমতীর উৎকণ্ঠা।

একদা নিশীথ কালে শ্রীমতী বসিয়া
উৎকণ্ঠায় যপিতেছে নাথের লাগিয়া।
কাঞ্চনা অমিতা আদি যতন করিয়া
রচিয়াছে শয্যাখানি মনোজ্ঞ করিয়া।
বিচিত্র কুসুম আনি বৃন্তটী ফেলিয়া
সুরঞ্জিত ক'রে সব রেখেছে পাতিয়া।
কতই বিচিত্র ক'রে শ্রীমন্দির খানি
সাজিয়েছে সখী সবে পত্র পুষ্প আনি।
ফুলের পালঙ্ক হ'ল, ফুলের মশারি,
ফুলের মন্দির হ'ল ফুলের কেয়ারি।
মেঝেতে শোভয়ে ফুল, ফুলের বিছানা,
কে যোগায় এত ফুল নাহি যায় জানা।
দেয়ালে শোভিছে কত ফুল থরে থরে,
চৌদিকে ফুলের মালা লহরে লহরে।
ফুলেতে সাজান সব—ফুলে ফুলময়;
গোলোকের অপ্রাকৃত শোভা বিচ্ছুরয়।
একে ত মধুর ফুল মধুর বরণ,
সাজাতে নিপুণা তাহে নাগরীর গণ,
সে যে কি মাধুরী হ'ল, কে পারে বর্ণিতে,
মানস-নয়নে ভাসে সাধকের চিতে।

সাজিয়েছে শ্রীমতীরে কত সাধ ক'রে—
প্রতি অঙ্গ দিয়া তাঁর মাধুরী নিঝরে।
তাঁরাও মোহনবেশে সেজেছে সুন্দর,
যেন, দেখে প্রীত হয় শচীর কোঙর।
নিজেদের সুখবাঞ্ছা কভু নাহি করে,
গোরার লাগিয়া সুধু ভূষণাদি পরে।
আপনারে ভু'লে গেছে, শুধু জানে গোরা,
প্রেমে গড় গড় তনু, সদাই বিভোরা।
নিজেরা সাজিয়া আর সাজায়ে শ্রীমতী
নাগরের লাগি চাহি রহে সব সতী।
নবীন নাগর গোরা মদনমোহন,
'এই এল' বলি সবে করে প্রতীক্ষণ।
পাতার শবদ শুনি উঠে চমকিয়া—
এই বুঝি এল প্রাণগোরা বিনোদিয়া!
নিশীথ রজনী এবে, নীরব ধরণী,
মাঝে মাঝে শুনা যায় 'হরিবোল' ধ্বনি।
তখনি বিদরি যায় সবাকার হিয়া—
'এলনা' 'এলনা' বুঝি গোরা লম্পটিয়া!
কিন্তু এক কথা আজ হৃদয়ে লেগেছে,—
সকালে আসিবে বলি গোরা ব'লে গেছে।
তাহাতে উৎকণ্ঠা আরো বাড়িল অপার,
ক্ষণ পরে হরিধ্বনি শুনিলনা আর।
তখন ভাবিল সবে—এই বুঝি এল;
উৎকণ্ঠায় এইরূপে কতক্ষণ গেল।

নিমেষেরে যুগ বলি হইল প্রতীত,
কত যুগ এই ভাবে হইল অতীত।
শ্রীমতী বিলম্ব দেখি হইল বিকল;
বিরহব্যথায় তাঁরা সবাই বিহ্বল।
তখন শুনিল দেবী দূরে ঝিল্লীরব,
সম্বোধি কহিল তবে "শুন, সখিসব!
অই শোন, অই শোন, গুন্ গুন্ ক'রে,
গায় বুঝি প্রাণনাথ সুমধুর স্বরে।
কাণ পাতি শুন, সখি, আসে কিনা কাছে,
অথবা দাঁড়িয়ে কোথা নিকটেতে আছে।
অই শোন্, সখি মোর, অই শুনা যায়,
কোথায় দাঁড়িয়ে যেন নাথ গান গায়।
এমন মধুর গান আর কার হবে?
জগত মোহিতে পারে আর কার রবে?
যারে, সখি, তোরা কেহ ত্বরা দে'খে আয়,
কেন নাথ সেথা বসি একা গান গায়?
আমার বল্লভে, সখি, সকলেই চায়,
তাইত আমারে ফেলি এথা সেথা যায়।
প্রাণের বল্লভ বুঝি পেয়ে বড় লাজ
রয়েছে অদূরে, সখি, আসিছে না আজ!
যারে, সখি, হাতে ধরি নিয়ে আয় তাঁরে,
আমি যে তাঁহারি, ইহা বলিস্ তাঁহারে।
আপনারে আপনার কিসের সরম!
বলিস্ ইহাতে তাঁর যায়নি ধরম!

আমি যে তাঁহারি, সখি, আমি যে তাঁহারি,
তাঁহার দুঃখেতে আমি দুঃখ বাসি ভারি।
নাথ যে বাসিবে দুঃখ, কেমনে সহিব!
কেমনে এভাবে তাঁর নিশ্চিন্ত রহিব!
মোরে নাথ দুঃখ দেয়, তাহে দুঃখ নাই,
মোর দুঃখে দুঃখ পায়, তাহে দুঃখ পাই।
নাথ মোর কোথা' যেয়ে সুখ পায় যদি,
তাহে, সখি, আমি সুখ পাই নিরবধি।
কিন্তু, তাহে নাথ ভাবে, আমি পাই দুঃখ,
তাই ভেবে দুঃখ পায়, তাহে মোর দুঃখ।
যারে, সখি, নিয়ে আয় নাথে ত্বরা ক'রে,
তাঁহার দুঃখেতে মোর হৃদয় বিদরে।"
এসব শুনিয়া দেবী অমিতাসুন্দরী,
ইন্দুমতী সখী আর বসন্তমঞ্জরী,
আর যত সখীগণ কহে পরস্পরে,
"দেখহ, অগাধ প্রেমে শ্রীমতী বিচরে।
প্রেমের বামতা কভু, কভুবা দাক্ষিণ্য,
ক্ষণে ক্ষণে উঠে তাঁর ভাব ভিন্ন ভিন্ন।
শুনিতেছি সবে মোরা ঝিল্লীরব, সখি!
কিন্তু তাঁর প্রেমে এযে বৈচিত্র্য নিরখি।
সে শুনিছে—প্রাণনাথ গাহিতেছে গান,
আগ্রহে কহিছে সবে করিতে সন্ধান।
শোনরে কাঞ্চনা দিদি, কি করি উপায়,
মোরা যদি নাহি যাই, তারে রাখা দায়।

যেয়ে বা করিব কি যে, কি উত্তর দিব ?
আসে নাই বলি যদি, পরাণে মারিব।"
এইরূপ সবে করে কথোপকথন,
বিলম্ব দেখিয়া কহে শ্রীমতী তখন—
"কেন, সখি! দেরী কর, করয়ে গমন ;
আর যে সহিতে নারি নাথের বেদন।
অই শোন নাথ মোর করুণ স্বরেতে
একাকী দাঁড়িয়ে গায় মনের দুঃখেতে।
প্রেমাধীন নাথ মোর, কি দোষ তাঁহার ?
সামান্ত পিরীতি পেলে করে না বিচার।
'আমি তাঁর' ইহা যেই বলে একবার,
বিক্রীত যে তার কাছে নাথ শতবার!
যাও সখি, ব'লো তাঁরে, তাঁর কিবা দোষ,
তাঁর ব্যবহারে মোর নাহি অসন্তোষ।
সে কেন এমন ক'রে আমারে কাঁদায়!
তাঁর এই দুঃখ আর সহনে না যায়।
কই, সখি, কই, তোরা নিশ্চেষ্ট রহিলি,
মরমবেদনা তোরা কেহ না বুঝিলি!"
এতেক কহিয়া ধনী শ্রীমতী তখন
উঠিল চকিতে, দেবী কাঁপে ঘনে ঘন।
বাহিরিল গৃহ হ'তে তড়িত গতিতে,
কাঞ্চনাদি সখী এসে ধরিল ত্বরিতে।
শ্রীমতীর দেহলতা এলায়ে পড়িল,
কাঞ্চনা সখীরে তবে আশ্রয় করিল।

কাঞ্চনা কহিল ধীরে মধুর বচনে—
"কেনরে উতলা হ'লি ওলো চন্দ্রাননে!
তুই বড় অবোধিনী, বড়ই সরল,
কপট চাতুরী কিছু নাহি জান ছল।
সহজে বিশ্বাস কর নাথের কথায়,
কিন্তু নাথ ছল ক'রে কীর্ত্তনে গোয়ায়।
কাণ পাতি অই, সখি, কররে শ্রবণ,
এখনো কীর্ত্তন করে লৈয়া ভক্তগণ।
অই যে শুনিছ, সখি, গুন্ গুন্ রব,
ওযে গান নহে, সখি, ওযে ঝিল্লীরব।
তোর প্রাণনাথ, সখি, কত জানে ছল,
তুই কি বুঝিবি তাহা সহজ সরল!
সে যা বলে, তুই তাহা করিস্ প্রত্যয়,
এই ত স্বভাব, সখি, প্রেমিকের হয়।
তোর, সখি, হৃদিখানি প্রেমে ভরপুর,
তাই ত ভাবিস্ সদা এল সে চতুর।
কিন্তু, সখি, ব'লে গেল আসিবে ত্বরায়,
এলনা ত নাথ তোর, নিশি চ'লে যায়!
তোর কি উচিত হয় খুঁজিতে তাহায়?
মান ক'রে ব'সে থাক্ আপন আলয়!
এমন কপটে কেবা প্রাণ সমর্পয়,
নারীর ধরম যেই নাহিক বুঝয়!
বুঝেছে চতুর সেই—আমরা দুর্ব্বল,
নাহি জানি চতুরালী, নাহি জানি ছল;

বুঝেছে—মোদের সে-ই একমাত্র গতি,
তাই সে মোদের করে এহেন দুর্গতি!
কেন বা সহিব তাঁর হেন চতুরালী?
মান ক'রে থাকি মোরা, আয় সব আলি!"
প্রিয়ার দাক্ষিণ্য ভাব ফিরাতে যতনে
বাম্য ভাবে কত কহে মধুর বচনে।
কিন্তু, কাঞ্চনার সব যতন নিষ্ফল;
শ্রীমতী শুনিয়া আরো হইল বিকল।
অদূরে এহেন কালে দামিনী খেলিল,
দেখিয়া শ্রীমতী আরো অধীর হইল।
তবে গদগদ ভাষে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া
কহয়ে কাতর বাণী সবা সম্বোধিয়া—
"কেনরে দোষিস্ তোরা নাথেরে আমার
না বু'ঝে তাঁহার, সখি, প্রেমের ব্যাভার!
অই দেখ্, নাথ মোর অইখানে আছে,
শ্রীঅঙ্গের জ্যোতিঃ তাঁর খেলিতেছে কাছে!
এমন মধুর আভা আর কিরে হয়!
ওখানে রয়েছে নাথ, সখিরে, নিশ্চয়!
যারে, সখি, ত্বরা করে নিয়ে আয় যেয়ে,
আসিছে না নাথ মোর বুঝি লাজ পেয়ে।
স্মরিলে তাঁহার সেই মলিন বয়ান
দুর্ দুর্ ক'রে সখি, কাঁপয়ে পরাণ।
তোরা যদি নাহি যাবি, মুই একা যাই,
ব'লে ক'য়ে প্রাণনাথে আনিগে হেথাই।"

এতেক কহিয়া দেবী চলিল ত্বরিতে—
নারিল শ্রীমতী আর ধৈরয ধরিতে।
প্রেমে ছলছল আঁখি দেখিতে না পায়,
আছাড় পড়িছে দেবী প্রতি পায় পায়।
কনকবিজুলী সেথা পুনঃ চমকিল,
শ্রীমতী অথির চিতে ধাইয়া চলিল।
প্রাণের আবেগে আর পারিল না যেতে,
মূর্চ্ছিতা হইয়া দেবী পড়িল পথেতে।
সখীরা তখনে আর কি করে উপায়,
ধরাধরি ক'রে তাঁরে ঘরে নিয়ে যায়।
নিশ্চল নিস্পন্দ প'ড়ে আছে দেহখানি,
ভূমিতে লুণ্ঠিতা এবে বিষ্ণুপ্রিয়া রাণী।
জগতের রাণী যিনি রাজরাজেশ্বরী,
অজ ভব যাঁরে নাহি পায় ধ্যান করি,
যাঁহার ইঙ্গিতে সৃষ্টি স্থিতি লয় হয়,
যাঁহার প্রসাদে জীব পরানন্দ পায়,
কোটী মুখে বেদ যাঁর দিতে নারে সীমা,
অনন্ত অপার যাঁর প্রেমের মহিমা,
সেই বস্তু ধরণীতে পড়ি মূর্চ্ছা যায়,
এ প্রেমের গূঢ় তত্ত্ব কে বুঝিবে হায়!
জীবের লাগিয়া তিঁহো নিজ প্রাণনাথে
বিরহ সহিয়া সঁপে অপরের হাতে।
শিখাইছে সব জীবে প্রেমিকের রীতি,
উজ্জ্বল মধুর কত বিশুদ্ধ পিরীতি!

সখীগণ ধীরে ধীরে ক'রে সন্তর্পণ
কোমল বিছানা 'পরে করাল শয়ন।
হৃদয়ের সব জ্বালা দেহে বাহিরায়,
আগুনের তাপ—যেন সহনে না যায়;
যত করে, কিছুতেই শীতল না হয়,
হেনকালে উপনীত হ'ল গোরা রায়।
দেখিয়া প্রিয়ার দশা লজ্জিত অন্তরে
উঠায়ে লইল কোলে অতি যত্ন ক'রে।
পিঠেতে বুলায় হাত কত প্রেমভরে,
নিরখিছে শ্রীমতীর মুখ বারে বারে।
কিছুতেই শ্রীমতীর নাহিক চেতন,
গৌরাঙ্গের হ'ল শুষ্ক বিষণ্ণ বদন।
ক্ষণপরে দেখে, গোরা—শ্রীগণ্ড বাহিয়া
বিন্দু বিন্দু অশ্রুজল পড়িছে গড়িয়া।
ক্ষণপরে দেখে তাঁর প্রফুল্ল বদন,
দেখিয়া গৌরাঙ্গচাঁদ আনন্দিত মন।
তথাপি রয়েছে তাঁর স্তিমিত নয়ন,
এখনো হয়নি সতী সম্পূর্ণ চেতন।
গাহিলা মিলনগীতি সখী ইন্দুমতী,
কাদলিকা, অমিতাদি আর সব সতী।
দেখিতে দেখিতে তবে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া,
কোল হ'তে নেমে বসে চেতন পাইয়া।
গৌরাঙ্গসুন্দর তবে পাইলেক লাজ,
মনে ভাবে—হেন আর না করিবে কাজ।

দাদা ও অনুপ কহে—"কি বিশ্বাস তায়?—
যাহার স্বভাব যাহা, ছাড়া বড় দায়।
এর পরে দেখি যদি প্রিয়াজীরে নিয়া
কাটায় দিবস রাতি মন্দিরে বসিয়া,
কিম্বা কোথা যেতে হ'লে সখীরে বলিয়া
যায় যদি, পুনঃ আসে সময় বুঝিয়া,
অনুপ নাচিবে তবে দাদারে লইয়া,
নাচিবে সকল বিশ্ব আপনা ভুলিয়া।"

—•—

প্রাতঃকালে শচীমা'র আলয়ে একটী দৃশ্য।

সকালে উঠিয়া নিতাই স্মরিয়া
চলেছে নাগরীগণ।
দেখিতে যুগলে চ'লে চ'লে চলে
প্রেমে ভরপুর মন।
সারা রাতখানি স্বস্তি নাহি মানি
কাটিয়েছে কত দুঃখে,
হেরেনি যুগল, তাই অশ্রুজল
পড়ে প্রেমানন্দসুখে।

আঁখি ঢলঢল, বদন কমল
প্রেমেতে উজল কত!
শ্রীগণ্ড বাহিয়া পড়িছে গলিয়া
অশ্রুধারা শত শত।
সবকণ্ঠ মিলি হয়ে কুতূহলী
ধরেছে মধুর গান—
ভজরে যুগল কহরে যুগল
লহরে যুগল নাম।
সকলে মিলিয়া গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া
ভজরে ভজরে তোরা!
হেন রসসার পাবিনারে আর
হইবি প্রেমেতে ভোরা!
মধুর গলায় ভোরের বেলায়
প্রভাতী রাগিণী ধ'রে
গাহিতে গাহিতে চলিলেক পথে
প্রেমে কত ভঙ্গী ক'রে।
রাজপথ দিয়া গলাটি খুলিয়া
গাহিতে পারে না তারা,
ধীরে ধীরে যায় অতি ধীরে গায়,
তাহে বহে প্রেমধারা।
ভাবিছে তাহারা, ভাগ্যহীন তারা
বিফলে জনম গেল!
অবলা করিয়া রেখেছে সৃজিয়া,
বিধির কি সুখ ভেল!

মধুর সরস নদীয়ার রস
ব্রজেও মিলেনা যাহা,
উন্নত উজ্জ্বল রস ঝলমল
ভাগ্যে আস্বাদিল তাহা।
নদীয়া যুগলে লইয়া সকলে
কাটায় দিবস রাতি,
কিবা আকর্ষণে টানে নারীগণে
পিরীতির ফাঁদ পাতি।
উৰ্দ্ধবাহু হৈয়া নাচিয়া গাহিয়া
জানাতে নারিল সবে,
অবলা করিয়া লাজ ভয় দিয়া
বিধাতা রাখিল ভবে।
একা আস্বাদিয়া একেলা ভজিয়া
যত সুখ নাহি হয়,
মরমীর সনে রস আস্বাদনে
শতগুণে সুখ হয়;
তাই সে নাগরী নিতা'য়েরে স্মরি
ভাবিতেছে মনে মনে—
নিত্যানন্দ রায় গোরা গুণ গায়
প্রেম দেয় জগজনে।
ভকত লইয়া বেড়ায় গাহিয়া
গৌরাঙ্গগুণের কথা,
গায় যদি গীতি যুগল পিরীতি,
তবে ত ঘুচয়ে ব্যথা।

করুণানিধান নিত্যানন্দ রায়
গৌরাঙ্গ যাঁহার প্রাণ,
যাঁর পদতল শীতল নির্ম্মল
সবে করে ছায়া দান,
সে যদি জানায়, ধন্য হ'য়ে যায়
বিশ্ববাসী জনগণে,
যুগল ভজিয়া যুগল সেবিয়া
পাইবে গোলোক ধনে।
এই মনে ভেবে গুন্ গুন্ রবে
গাহিয়া যুগল গীতি
শচীর ভবনে আনন্দিত মনে
আসিলেন সব সতী।
গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া আছিল শুইয়া
গীতিকা শুনিয়া তাঁরা
উঠিল জাগিয়া, এল বাহিরিয়া,
প্রেমে হ'ল আত্মহারা।
হোথা নিত্যানন্দ —আনন্দের কন্দ—
গাহিয়া যুগল গীতি
ভকত লইয়া নাচিয়া নাচিয়া
জানায় পিরীতি রীতি।
খোল করতালে গায় তালে তালে
ধরিয়া প্রভাতী সুর;
গাহিতে গাহিতে নাচিতে নাচিতে
প্রেমে হ'য়ে ভরপুর

শচীর আলয়ে আসিয়া মিলয়ে;
তখনে গৌরাঙ্গ রায়
হ'য়ে কুতুহলী 'হরিবোল' বলি
ধরিল কীর্ত্তন তায়।
সবে গায় তবে সুমধুর রবে
'হরিবোল' 'হরিবোল'।
গগন ভেদিয়া চৌদিক ভরিয়া
উঠিল মধুর রোল।
নাগরীর গণ আনন্দে মগন
শ্রীমতীরে লৈয়া তবে
অন্তঃপুরে যায়, রসকথা কয়,
প্রেমেতে ভাসিল সবে।
শচীর আলয় অপূর্ব্ব শোভয়,
শচীমা সুখেতে ভাসে।
মায়ের অরূপ হেরিয়া সেরূপ
দাদারে লইয়া হাসে।

নদীয়া-নাগরীগণের শ্রীভগবতী পূজা।

বরিষার শেষে শরত আসিল,
ধরণী তখন মধুর সাজিল;
সুনীল আকাশে শশধর হাসে
সকলেই নব নব রসে ভাসে।

নদীয়া-নাগরী ভাবে মনে মনে—
বরিষা গিয়েছে পরানন্দ মনে,
মেঘের গর্জ্জন, অশনি পতন,
ঝঞ্ঝাবায়ু—সবি মধুর দর্শন।
নদীয়া-নাগর গৌরাঙ্গ সুন্দর,
—সুন্দরের সনে সকলি সুন্দর—
জানেনা তাঁহারা দুঃখ কারে বলে,
সুখের পাথারে সাঁতারিয়া চলে।
জানেনা কেমনে দিন চ'লে যায়—
প্রেমের তরঙ্গে ভাসিছে সদায়।
ঝুলন গিয়েছে ভাদরের মাসে,
আশিন এসেছে সুমধুর হাসে।
নগরে নগরে সারা প'ড়ে গেছে,
ভগবতী পূজা নিকটে এসেছে।
সকলেই ব্যস্ত পূজিতে জননী,
উল্লসিত তাই বিপুল ধরণী।
মায়েরে পূজিতে আনন্দ ধরেনা,
চারিদিকে সবে মা'ছাড়া জানে না।
সবে মাতোয়ারা প্রেমের নেশায়,
মায়ের প্রকাশ হইবে ধরায়।
নদীয়া-নাগরী ভাবে মনে মনে—
কেমনে পূজিবে মায়ের চরণে!
দশভূজা মূর্ত্তি তাদেরে না ভায়,
ঐশ্বর্য্যের সেবা তারা নাহি চায়।

প্রেমের মূরতি নাগরীর গণ,
তারা সদা করে মধুর ভজন,
মা যদি মধুর—দ্বিভুজ মূরতি
ধরেন, তাহ'লে বাড়িবেক রতি।
অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে যোদ্ধবেশে মায়,
আসিবেন কাছে—ইহা নাহি চায়।
সকলেই মা'র আপন সন্তান,
তাঁর কাছে নাই শত্রুমিত্র জ্ঞান।
দেখিলে তাঁহারে সংহারিণী ভাবে
নারীর কোমল হৃদি সদা কাঁপে।
মাতা কি কখনো সংহার করিয়া
বশ করে শিশু ভাল না বাসিয়া?
নাগরীর গণ তাই ভাবে মনে,—
মধুর মূরতি পূজিবে কেমনে!
আরো এক কথা—অবলা তাঁহারা,
মন্ত্র তন্ত্র কিছু জানেনাক তারা।
কি বিধি বিধানে মায়েরে পূজিবে,
পাদ্য অর্ঘ্য আদি কি ভাবেতে দিবে,
শয্যাসন আদি কিবা মন্ত্র দিয়া,
নৈবেদ্য অর্পিবে কিবা উচ্চারিয়া।
শুনিয়াছে তারা—দেবী ভগবতী
শুদ্ধ যোগমায়া চিন্ময়ী শকতি।
দশভুজা তাঁর ঐশ্বর্য্য মূরতি,
এর অন্তরালে মধুর মূরতি

আছে দিব্য এক পূর্ণ স্নেহময়,
যাঁর স্নেহে জীবে মিলন করয়,
পরম পুরুষ সকলের পতি
সর্ব্ব জীবাশ্রয় একমাত্র গতি '
চিদানন্দময় বিগ্রহের সনে,
পরানন্দ বাড়ে যাঁহার মিলনে।
তার পরে তারা ভাবিলেক মনে,
'গোরা' সেই বস্তু কহে বিশ্বজনে।
'গোরা' ছাড়ি পতি কারে নাহি ভায়,
স্বভাবেই তারা গোরাচাঁদে চায়।
এমন সুন্দর ভুবনমোহন
রূপ লাগি হৃদি কাঁদে অনুক্ষণ।
তাঁহার লাগিয়া কুললাজভয়
দেছে বিসর্জ্জন, তাই মনে লয়—
যাঁহার স্নেহেতে গোরারে পেয়েছে,
সে-ই ভগবতী ধরায় এসেছে।
শচীমাতা সেই দেবী ভগবতী,
ধরিয়াছে এবে মধুর মূরতি।
শুদ্ধ সত্ত্ব সেই শচী যোগমায়া,
লীলা করে এবে আচ্ছাদিয়া কায়া।
জগতের পতি তাঁহার আলয়ে,
সতত মধুর বিহার করয়ে।
মাতা সবে স্নেহে আকর্ষিয়া নেয়,
গৌরাঙ্গের সনে যোগ ক'রে দেয়।

তাই যোগমায়া তিনিই ত হয়,
গৌরাঙ্গ ভজিতে তিনিই আশ্রয়।
এতেক ভাবিয়া নাগরীর গণ
সকলে চলিল কাঞ্চনা সদন।
তাদের বাসনা কাঞ্চনা শুনিয়া
কহিল আনন্দে মধুর হাসিয়া—
"সত্য সত্য ভাই, এই শচীমাতা
স্নেহস্বরূপিণী জগতের মাতা।
শুধু মোরা কেন, ভকত সকলে
শাস্ত্র বিচারিয়া এই কথা বলে।
ভগবতী মা'র ঐশ্বর্য্য সেবায়,
পার্থিব জড়তা দূরে নাহি যায়।
পুরুষার্থ প্রেম মিলে না তাহায়,
মিলিবে না তাহে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
শুন্যেছি পুরাণে, সুরথ নামেতে
মহারাজ ছিল প্রাচীন কালেতে;
পূজি ভগবতী ছাগ বলি দিয়া
কি ভোগ ভুগিল রাজ্য প্রাপ্ত হৈয়া।
আমরা অবলা শাস্ত্র নাহি জানি,
পরাণে যা জাগে, সত্য করি মানি।
শেষে দেখি তা-ই শাস্ত্রকারগণ
শাস্ত্র মিলাইয়া বলয়ে বচন।
প্রভু আমাদের সুন্দর সরল,
নারী প্রতারিয়ে কিবা তাঁর ফল?

গৌরাঙ্গ সুন্দরে করিয়াছি পতি,
এবে দেখি তিঁহো সকলেরি গতি।
শচীমা'র কথা যা কিছু বুঝেছ,
সত্য সত্য বটে সত্যই বলেছ।
শুনিতেছি এবে ভক্তগণ সবে
পূজিবে মায়েরে ভগবতী ভাবে।
মা ছাড়া মোদের আর গতি নাই.
মায়ের স্নেহেতে গোরাচাঁদে পাই।
মা'র স্নেহে দেখি বিশ্ব সুখময়,
জগত ভরিয়া সবি প্রেমময়,
মন্ত্র তন্ত্র আর কিবা প্রয়োজন!—
মা যে আমাদের অতি নিজ জন!
অবলা আমরা কি করিতে জানি,
খাওয়াব পরাব নানা দ্রব্য আনি।
ভাল ভাল সখি, কাপড় আনিয়া,
পরাব মায়েরে প্রণাম করিয়া।
আর যা-ই পাই মনের মতন,
ভেটিব মায়েরে করিয়া যতন।"
কাঞ্চনার কথা শুনিয়া সকলে,
হরষিত হৈয়া নিজগৃহে চলে।
দেখিতে দেখিতে সপ্তমীর তিথি।
আসি দেখা দিল, তবে সব সতী
দশে পাঁচে মিলি যুথবদ্ধ হৈয়া,
মা'র ঘরে যায় নানা দ্রব্য লৈয়া।

কেহ নিয়ে যায় বরণের ডালা,
কাপড় সিন্দুর শঙ্খ ফুলমালা।
কারো হাতে শোভে চন্দনের বাটি,
নানা দ্রব্য নেয় অতি পরিপাটি।
নদীয়ায় ছিল যতেক নাগরী,
সাজিয়া সুন্দর চলে সারি সারি।
সে শোভা নিরখে যেই ভাগ্যবান্,
শচীর আলয়ে তাঁর হয় স্থান।
তিন দিন ধরি শচীর অঙ্গন
নাগরীর গণে হ'ল সুশোভন।
নাহি আবাহন, নাহি বিসর্জ্জন,
শুধুই পূজন, শুধুই ভজন।
পেয়েছে সাক্ষাতে, আবাহিবে কারে?
পেলে একবার বিসর্জ্জিতে পারে?
ধূপ দীপে সব হ'ল শোভাময়,
অপূর্ব্ব সাজিল শচীর আলয়।
প্রথমেই পূজে রাণী বিষ্ণুপ্রিয়া,
তারপরে পূজে নাগরী আসিয়া।
শচীমারে দেয় যেই বস্ত্রখানি
খু'লে নিজ বস্ত্র শচীমা অমনি
পরায় তাহারে সোহাগ করিয়া,
সাজায় তাহারে সিন্দুরাদি দিয়া।
পূজিয়া মায়েরে তাঁর স্নেহ পেয়ে
গৌরাঙ্গের কাছে যায় তবে ধেয়ে।

সাজায় তাঁহারে ফুলমালা দিয়া,
বামেতে বসায় রাণী বিষ্ণুপ্রিয়া।
প্রেমের সায়রে ভাসিছে সকলে,
অনিমিষ আঁখে হেরিছে যুগলে।
মায়ের অনুপ কি করিবে আর—
ভজনপূজনে শক্তি নাহি তার।
কোণেতে দাঁড়ায়ে আছয়ে নীরব,
দেখিয়া অবাক্ এসব বৈভব।
মিলেছে রূপের অপরূপ মেলা,
খেলিছে প্রেমের অপার্থিব খেলা।
মা তবে আসিয়া কোলেতে তুলিয়া,
লইল অনুপে নিছিয়া পুছিয়া।
মা'র বুকে যেয়ে অনুপ জুড়ায়,
এড়াইল সব সংসারের দায়।
দাদা তবে তারে হেসে হেসে বলে—
"আয় ভাই মোরা নাচি কুতূহলে।"
"গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া" বলিয়া তাহারা,
নাচিতে লাগিল হ'য়ে আত্মহারা।

একটী নব নাগরী।

কহিতে বাসিয়ে লাজ—
না কহিলে নয়— আনে শুনে ভয়—
অরাজক ন'দে মাঝ!
আমি পণ্ডিত ঘরণী বড় গরবিণী
পতি সোহাগিনী অতি,
ব্রত নিষ্ঠা যত, করি অবিরত,
সদা শান্ত শুদ্ধমতি।
শুনি পাড়া পাড়া— পড়িয়াছে সাড়া—
যতেক নদীয়া নারী
গৌরাঙ্গ লাগিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া
মরে, শু'নে লাজে মরি।
তাই, কলঙ্কিনী নারী সঙ্গ নাহি করি,
না যাই গঙ্গার ঘাটে;
কীর্ত্তন শুনিলে মাথা নাহি তু'লে
ঘরে ফিরে বসি বটে।
ননদী শাশুড়ী যত না পড়শী
কত না প্রশংসে মোরে,
অকস্মাৎ আজ দিবানিদ্রা মাঝ
গৌরাঙ্গ আসিয়া ধরে।

হৃদয়ে লইল, মুখে চুমো দিল,
বলিল মধুর হাসি—
"যত নারী সতী আমি সবা পতি,"
চ'লে গেল বলি—"আসি।"
স্বপ্নের আবেশে সে অঙ্গ পরশে
অঙ্গ এলাইয়াছিল,
কাঁদিতে কাঁদিতে মূর্চ্ছা আচম্বিতে—
ননদীরা দেখা দিল।
অঙ্গঘ্রাণে ঘর হ'ল ভরপুর
সকলে বিস্ময় পায়!
ক্ষণ পরে সবে কাঁদিল কি ভাবে,
আমি চিত্রছবি প্রায়!
দিবা দ্বিপ্রহরে শচীর কোঙরে
এ হেন ডাকাতি করে!
যে দিকেতে চাই দেখিবারে পাই
নদীয়া-নাগর-বরে।
মুদি যদি আঁখি তবু তাঁরে দেখি,
ছাড়াতে কিছুতে নারি।
শাশুড়ী জিজ্ঞাসে— "হেন হ'ল কিসে,"
আমি কই—"বুঝিতে নারি।"
সবে নির্দ্ধারিল— ভূতাশ্রু হইল।
মম স্বামী তর্কতীর্থ
ওঝা আনিবারে বলে পড়ুয়ারে,
তিনি আজি হতমূর্খ।

ওঝা আসি কয়— "শুন, মহাশয়,
এ ভূত ছাড়ান দায় ;
পাড়ায় পাড়ায় হতেছে সদায়
তন্ত্রে মন্ত্রে নাহি যায়।
যে অবধি ন'দে শ্রীগৌরাঙ্গ চাঁদে
কীর্ত্তন ক'রেছে সুরু,
দেবলোক ভূত এসে সমুদিত,
ন'দে রক্ষা নাই কারু।"
আগম-বাগীশ আর জগদীশ
কবিরত্ন আর সবে
বলে—"হয়, হয়, এই সত্য হয়,
প্রতীকার করা হবে।
এ হেন কীর্ত্তন না শুনি কখন
বেদে শাস্ত্রে নাহি যাহা,
কোন্ যুক্তিবলে খোল-করতালে
করিতে পারিবে তাহা ?"
তর্কতীর্থ বলে— "বিগত বিকালে
শ্রীবাস-অঙ্গনে হেরি,
নিমাই লইয়া অদ্বৈত জুটিয়া
কুকাণ্ড করেছে ভারী।
কেহ লম্ফ দেয়, কেহ গড়ি যায়
হুঙ্কারে চমক লাগে,
ভূতের প্রক্রিয়া এরূপ করিয়া
দেবলোক ভূত আনে।

ভদ্রলোক আর ল'য়ে পরিবার
রহিতে নারিবে ন'দে,
ওঝা ব'লে—ঠিক, দেখি চতুর্দ্দিক,
ছাইল সর্ব্বত্র ভূতে।"
হেনকালে খোল করতাল রোল
উঠিল গগন ভেদি,
নিত্যানন্দ সনে শ্রীবাস-অঙ্গনে
ভক্তগণে উঠে মাতি।
কীর্ত্তন শুনিয়া মুরারি লইয়া
নিমাই চলিল তথা
সেই পথ দিয়া যথা ওঝা লইয়া
কহিছে কীর্ত্তন-কথা।
দেখে তর্কতীর্থ হ'য়ে অতি ব্যস্ত
ডাকিয়া সবারে কয়—
"এবে প্রতীকার করহ ইহার
নিমাই মুরারি যায়।
আগম-বাগীশ প্রবীণ বয়স,
স্থির ধীর শান্ত অতি,
মুরারিকে ডাকি বলে—"এস দেখি,
হেথা আছে এক রোগী।
পণ্ডিত ব্রাহ্মণী আচম্বিতে তিনি
জ্ঞানশূন্য হৈয়া আছে।"
নিমাই সহিত হ'য়ে উপনীত
মুরারি অবস্থা পুছে।

অবস্থা শুনিয়া অন্তরে হাসিয়া
বলিল—"রোগিনী কোথা ?"
গৌরাঙ্গ সংহতি চলিলেন তথি
রোগিনী রয়েছে যথা।
তখন শাশুড়ী আমারে কহিলেন ধীরে—
"নিমাই পণ্ডিত এই,
কর প্রণিপাত, নদীয়াতে খ্যাত
দিগ্বিজয়ী-জয়ী যেই।"
শুনি চমকিয়া চকিতে উঠিয়া
বসন সম্বরি ত্বরা।
ননদী আসিয়া আমায় ধরিয়া
বলে—"প্রণমহ গোরা।"
শ্রীচরণে ধরি মুই প্রণাম করিয়া
প্রাণে প্রাণে আসিলাম আত্ম-সমর্পিয়া।
অমিতার কাছে সখী কহে ধীরে ধীরে,
বসন্ত আড়ালে ছিল প্রিয়াজীর ঘরে।

নব নাগরীর কথা শুনিয়া

শ্রীঅমিতপ্রভার উক্তি।

আয়, সখি, আয়, মোর কোলে আয়,
বড় ভাগ্যবতী তুই!
তোরে পরশিয়া হৃদয়ে ধরিয়া
পরাণ জুড়াই মুই।

এতদিন মোরা প্রাণপঁহু গোরা
একাকী লইয়া ছিনু ;
সকলে বলিত, কলঙ্ক গাহিত,
নীরবে সহিয়া ছিনু।
গোরারে দেখিয়া সকল ভুলিয়া
সমর্পিনু এই দেহ ;
ছেড়ে দিনু সব স্বামীর বৈভব,
ভুলিনু আপন গেহ।
যাইতুঁ গোপনে শচীর অঙ্গনে,
হেরিতুঁ সে মুখচাঁদ ;
নারিনু ছিঁড়িতে সখি, কোন মতে
ঘরের বিষম বাঁধ
মাঝে মাঝে যাই, তাহে সুখ পাই,
আবার ঘরেতে আসি,
ঝাঁপড়ে পড়িতুঁ, নীরবে কাঁদিতুঁ
ঘরের কোণেতে বসি'।
কাঞ্চনা আসিয়া মাঝে দেখা দিয়া
বুঝা'ত কতনা কহি,
তার কথা শু'নে বল হ'ত প্রাণে
রহিতুঁ সকল সহি।
পাড়াপড়শীরা নদীয়াবাসীরা
করিত যে কাণাকাণি !
কতনা কহিত, কত জ্বালা দিত
বিষমাখা শেল হানি'।

স্বামী ভাল ছিল, শাশুড়ী বকিল,
ননদী ধমক দিল,
তাদের কথায় করিয়া প্রত্যয়
সে মোরে যাতনা দিল।
সন্দেহ করিয়া রহিত চাহিয়া
কখন্ কোথায় যাই;
সুরধুনী ঘাটে কিম্বা কভু মাঠে
যাইতে দিতনা ভাই!
পরে অকস্মাৎ দেখিল সাক্ষাৎ
কীর্ত্তনে গৌরাঙ্গ রায়,
দেখিয়া তখন আমার মতন
ঠেকিল বিষম দায়!
ব্যগ্রতা করিয়া করেতে ধরিয়া
শেষে সে আমারে কয়—
"আমি ভাগ্যহীন, তাই, এতদিন
করিয়াছি অপচয়।
পরের কথায় করিয়া প্রত্যয়
তোমারে বলেছি কত,
ক্ষমি অপরাধ মোরে নিও সাথ,
—মোর দিব্য শত শত।
যবে যেতে চাও, —মোর মাথা খাও—
শুনোনা কাহারো কথা,
আমি নিজে যেয়ে শচীর আলয়ে
রাখিয়া আসিব তথা।

কেহ যদি কিছু কহে, তবে পিছু
ফিরে না চাহিও তায়;
নিন্দা প্রশংসার মোর সব ভার,
সকল আমার দায়।"
সেই দিন হ'তে নারী শতে শতে
মোদেরে উভয়ে ধরি'
বলাবলি করে, কত গালি পাড়ে,
বিষম মরমে মরি!
কেহ কয়—"মিন্‌ষে —নাহি তার দিশে—
আপন ঘরণী নিয়া
পরের ঘরেতে কোন্ সাহসেতে
রাখিয়া আসয়ে গিয়া!
পুরুষ কেমন!— ধারীর মতন
তারই পিছু পিছু যায়!
পণ্ডিত সমাজে থাকে কোন্ লাজে!
ছি! ছি! হায়! হায়!!"
তোর কথা শু'নে বল এল প্রাণে,
আয়, সখি, কোলে আয়!
যত সব নারী গর্ব্ব করে ভারী,
বুঝিল না তারা হায়!
নদীয়া নগরে বটে বাস করে,
সার্থক হ'লনা বাস!
তারা যদি কাঁদে পেয়ে গোরাচাঁদে,
পুরে তবে অভিলাষ।

থাক্ থাক্ এবে, কি কাজ সে সবে!
আয় মোরা গীতি গাই!
মায়ের আলয়ে রহনা নির্ভয়ে,
আপদ বালাই নাই।
এতেক কহিয়া উভয়ে মিলিয়া
ধরিল মধুর গান।
অনুপ বসিয়া দেখিয়া শুনিয়া
আহ্লাদেতে আটখান।

ঝুলন আগমনে

নদীয়ার দৃশ্য দেখিয়া কোনও নদীয়া-পথিকের ভাবোচ্ছ্বাস।

অই শোনা যায় পাখীর কূজন!
অই দেখা যায় পবন-বীজন!
ঘুঘু পাখী অই ডাকিতেছে ডালে,
নাগরী শুনিছে হাত দিয়া গালে।
ময়ূর বলিছে—"মধুরি রে ভাই!
আয়না আমরা গোরাগুণ গাই।"
কি মধুর অই প্রকৃতির হাসি!
ফুটিছে চৌদিকে ফুল রাশি রাশি!
একি দেখি অই আকাশের পানে!
মত্ত সুরগণ গোরাগুণ গানে।

নাচিছে কিন্নর, গন্ধর্ব্ব গাইছে,
যক্ষঃ রক্ষঃ সব আনন্দে ধাইছে।
আহা কি মধুর! অই দেখি চেয়ে
নাগরীর গণ চলিয়াছে ধেয়ে।
মধুর দোলনে দুলিতেছে বেণী,
মধুর বয়ানে মধুর চাহনি।
গোরাপ্রেমে আজি সকলেই ভোরা,
শুনিছে চৌদিকে শুধু 'গোরা' 'গোরা'।
প্রতি অঙ্গ দিয়া গোরাপ্রেমজ্যোতিঃ
ছুটিছে, খেলিছে, কি মধুর ভাতি!
সবেই বলিছে—"চল, চল, সই!
সকলে মিলিয়া গৌরকথা কই।
চল চল সবে শচীমা'র কাছে,
কাঞ্চনা অমিতা যেখানেতে আছে।
সেখানেতে যেয়ে সংসারের কাজ
তাড়াতাড়ি ক'রে সেরে নিব আজ।
সেখানে যাইয়া নাচিব গাইব,
সব আয়োজন নিমেষে করিব।
গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া আমাদেরি, ভাই!
শচীমা'র স্নেহে তাহাদেরে পাই।
শচীমাকে কেন খাটিবারে দিব!
মোরা সব কাজ সুখে বেঁটে নিব।
ঝুলনের আর বাকী নাই ভাই!
চল চল মোরা তাড়াতাড়ি যাই।"

অই শোনা যায়—আবার ডাকিছে,
ঘুঘু পাখী অই মধুর গাইছে!
সব পাখী মিলি বড় মধুরবে
ঝুলন-বারতা জানাইছে সবে।
কি সুন্দর! অই বৃক্ষলতা সব
নিশ্চল হইয়া শুনিতেছে রব!
আহা কি মধুর! মাঝে মাঝে তারা
ধীরে ধীরে নেচে বলে—"গোরা গোরা।"
অনুপ এসব দেখিয়া শুনিয়া
ঝুলন-আনন্দে উঠিল মাতিয়া!

—— o ——

কয়েকটী সখী।

প্রথম সখী—

শচীর মন্দিরে আজ চল সখি, মোরা,*
একবার দেখে আসি প্রাণনাথ গোরা।
বহুদিন দেখি নাই সে চাঁদ-বদন,
তাঁর লাগি আজ, সখি, কাঁদিতেছে মন।
না জানি পরাণপঁহু মোদের লাগিয়া
কাটিতেছে কাল, সখি, বিষণ্ণ হইয়া।
না জানি শ্রীমতী কত আমাদের তরে
ভাবিতেছে দিবানিশি বিষণ্ণ অন্তরে।
চল, সখি, চল যাই, চল ত্বরা ক'রে,
গৃহকর্ম্ম থাক্ এবে, ক'রো এসে পরে।

দ্বিতীয় সখী—

আর না কহিও সখি, সেই সব কথা,
কেন সখি, মিছা মোর প্রাণে দেও ব্যথা!
আর না আনিও সখি, সেই নাম মুখে,
জান না কি, সখি, আমি আছি কোন্ সুখে!
কি ভাবে কাটাই আমি দিবস রজনী
জানে না কি বঁধু মোর, পরাণসজনি!
আগে শুধু জ্বালা দিত শাশুড়ী ননদী,
এবে দেখি ভাই ভগ্নী সবাই বিবাদী।
ভগিনীরে ভাবিতাম অতি নিজ জন,
সেও দেখি এবে মোরে পোড়ে অনুক্ষণ!
জানিতাম ভাই মোর বড় অনুগত,
কিন্তু, সখি, সেও মোরে দহিছে সতত।
দিবানিশি খেটে খেটে কূল নাহি পাই,
তার পরে আরো জ্বালা দিতেছে সদাই।
যে দাগা দিতেছে মোরে কি কহিব সখি!
শুধুই আঁধার ভাই, চৌদিকে নিরখি।
শরীরে সহেনা, তবু ভাইবোন্ এসে
কত উপদেশ দেয় অশেষ বিশেষে।
বলে তারা দিবানিশি কর্ম্ম করিবারে
যাহাতে প্রশংসা হয় এ পোড়া সংসারে।
কি কাজ আমার সখি, নিন্দা প্রশংসায়
প্রাণের আরাম যদি নাহি পাই তায়!

কাঠসারা হ'য়ে গেছি, দেহে নাই বল,
বিরলে বসিয়া শুধু ফেলি অশ্রুজল।
যাও সখি, তুয়া সবে যাওগে সেথায়,
বলিলে বলিও তাঁরে কথায় কথায়—
তিঁহো যদি নাহি পুছে, কি কাজ কহিয়া?
আমার যাতনা আমি রহিব সহিয়া—
সে-ই মোরে ভালবেসে দিয়েছিল স্থান,
আমি কভু দেই নাই তার প্রতিদান,
জানে না কি সখি, তিঁহো, আমি কাঙ্গালিনী,
পরাধীন হ'য়ে আছি কুলের কামিনী?
তাঁহারে দিবার মত মোর কিছু নাই,
যা কিছু আছিল ধন তাও নাহি পাই।
একেত কুরূপা আমি, আরো তাহে কত
কালিমার দাগ দেখ দেহে শত শত।
হেন দেহ নিয়া সখি, কি কাজ যাইয়া?
যাও সখি, আমি কাঁদি নীরবে বসিয়া।

তৃতীয় সখী—

কেন সখি, ভাসিতেছ শোক-অশ্রুনীরে?
—মোদের সতত বাস সুরধুনী তীরে।
আমিত তোমার চেয়ে কুরূপা আছিনু,
সুরধুনী জলে যেয়ে নাহিয়া আসিনু।
কি জানি জলের গুণ—মুছে গেল দাগ,
তীরের বাতাস লেগে হ'ল অঙ্গরাগ।

আয়, সখি, ত্বরা ক'রে জলে নেয়ে আয়,
নাহিয়া উঠিলে গায় লাগিবেক বায়।
দেহের মনের জ্বালা সব দূরে যাবে,
দেখিবে পরাণে, সখি, কত বল পাবে।

চতুর্থ সখী—

দেখ, সখি, চেয়ে দেখ মোর মুখ পানে,
সে দিনো আছিল দাগ মোর এইখানে।
নিতি নিতি নাহি মুই সুরধুনী জলে,
তাহাতে কালির দাগ প্রায় গেছে চ'লে।
পরেতে এঁদের সনে পিছে পিছে যাই,
ভয়ে ভয়ে থাকি, আর, মুখানি লুকাই।
কাঞ্চনা সেদিন সখি, আদর করিয়া
যতনে মুছিয়া দিল অঞ্চল লইয়া।
বসনে বদন ঝাঁপি ভয়েতে লজ্জায়
আঁছিনু আড়ালে, সখি! দেখি গোরা রায়
ক্ষণে ক্ষণে আড়চোখে মোর পানে চায়;
কাঞ্চনা বুঝিয়া তবে তাঁর অভিপ্রায়
ঘোমটা তুলিয়া মোর দেখাইল মুখ,
লাজেতে বুঁজিনু চোখ, কিন্তু হ'ল সুখ,
কাঞ্চনার প্রীতে সখি, সেই হ'তে যাই,
গোরার বদন হেরি কত সুখ পাই!

পঞ্চম সখী—

আমারেও জ্বালা দিত আমার ভগিনী,
ভাবিতাম, সখি, আমি বড় অভাগিনী।

অমিতাসুন্দরী আসি কি জানি কি বলি'
বুঝায়ে শুনায়ে তারে বাড়ী গেল চলি।
সেই হ'তে ভাই বোন্ নীরব সকলে,
শাশুড়ী ননদী মোরে কিছু নাহি বলে।
আয়, সখি, চল্ মোরা তাঁর কাছে যাই,
সংসারের সব জ্বালা সেখানে জুড়াই।

ষষ্ঠ সখী—

মোর মত অভাগিনী ছিলনা সংসারে,
কভু নাহি দেখাতাম পোড়া মুখ কারে।
একদিন নেয়ে, সখি, আসিবার কালে
কপাল খুলিয়া গেল মোর এককালে।
শচীমা'র সনে পথে দেখা হয়েছিল্,
কি জানি কি বলি মোরে ঘরে নিয়ে গেল।
স্নেহময়ী তাঁর কাছে সবাই সমান,
রূপগুণ বাছেনা'ক জাতি কুল মান।
আপন বলিয়া সবে কোলে তুলে নেয়,
আপন মেয়ের মত গালে চুমো দেয়।
মোরেও সোহাগ কৈল কোলেতে তুলিয়া,
সব জ্বালা-পোড়া সখি, গেলাম ভুলিয়া।
বাছা, মণি, ধন বলি ধরিলেন বুকে,
আপনা ভুলিয়া আমি ভাসিলাম সুখে।
শ্রীমতীরে ডাক দিয়া তবে শচীরাণী
ধীরে ধীরে বলে তাঁরে সুমধুর বাণী—

"শুন, শুন, বউমাগো! কাঞ্চনাদি নিয়া
একে সদা সঙ্গে রেখো যতন করিয়া।"
সুন্দর কাপড় আনি পরাইল মোরে;—
এত প্রীতি! এত স্নেহ! কি বলিব তোরে
কাঁদিস্‌না তুই, সখি, বিরলে বসিয়া,
আমাদের সনে তুই আয়রে চলিয়া!

সপ্তম সখী—

আমরা নদীয়া-নারী, কার ধার ধারি?
মায়ের দোহাই দিয়া দিয়ে যাব পারি।
যতই করিবে ভয়, ধরিবে সাঁপটি'
সংসার সেবিলে আরো লাগে খট্‌মটি।
কারে ভয় কর সখি!—শচীমা রয়েছে!
আয়, সখি! চলে আয়, যাই তাঁর কাছে।

দ্বিতীয় সখীটী তবে প্রাণে পেল বল;
অরূপ আনন্দ পেয়ে হাসে খল্‌খল্‌॥৹

ভাইফোঁটা।

কার্ত্তিকের মাস, অমাবস্যা গেছে,
প্রতিপদ্‌ তিথি এসে দেখা দেছে
আকাশের পানে শ্রীমতী চাহিল,
চন্দ্রমার ক্ষীণ রেখা দেখা দিল;
ভাবিল শ্রীমতী—রজনী প্রভাতে
যাদব আসিয়া মিলিবে সাক্ষাতে।

দিনের বেলায় শচীমা বলেছে—
ভাইফোঁটা লাগি নিমন্ত্রণ গেছে,
ব'লে ক'য়ে কত ঈশানেরে দিয়া
সংবাদ দিয়েছে যতন করিয়া,
পাছে বা যাদব তিথি ভু'লে যায়,
বধূমাতা তবে কাঁদিবেক হায়!
যবে যে পরব সমুদিত হয়,
দেবী মহামায়া সকলি স্মরয়।
প্রতি পর্ব্বে তিঁহো যতন করিয়া
কত কি পাঠান লোকজন দিয়া।
ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার তিথি সমুদিত,
পাঠাবে যাদবে বটে সুনিশ্চিত;
তবু শচীমাতা অতিশয় স্নেহে
নিশ্চিন্ত হইতে পারিলনা গেহে।
দেবী শচীমাতা ভাবেন সদায়
কেমনে তুষিবে সাধের বৌমায়;
বউমার তাঁর প্রফুল্ল আনন
দেখিলে শচীর হরষিত মন।
বধূমাতা তাঁর যাদবে পাইয়া
আনন্দে ভাসিবে ভাইফোঁটা দিয়া,
তাই শচীমাতা কত যত্ন ক'রে
খবর দিয়েছে মহামায়া ঘরে।
সন্ধ্যা হ'লে পরে বধূরে ডাকিয়া
কহে শচীমাতা—"বলিও খুলিয়া

কি কাপড় তুমি তাহারে পরাবে,
কি কি দ্রব্য রাঁধি তাহারে খাওয়াবে।
কাল ভোর বেলা বাজারে পাঠাব,
যেমত বলিবে সকলি আনাব।
বলনা বউমা, কেন লাজ কর?
আপনার ঘর ব'লে মনে কর।
নিমাই বলেছে তোমা জিজ্ঞাসিতে,
তোর মনোমত সকল আনিতে।
বলগো বউমা, কি কাপড় দিলে
খাবার লাগিয়া কি দ্রব্য রাঁধিলে
তুমি ও যাদব পরিতুষ্ট হবে?
তা হ'লে নিমাই বড় খুসী হবে।"
কাঞ্চনা সেখানে নিকটে আছিল,
শচীমা'র হ'য়ে প্রিয়ারে বলিল—
"বল্‌নারে, সখি, ইথে কিবা লাজ?
এ কথা বলিতে কেন কর ব্যাজ?
তুই সখি, যত নীরব রহিবি,
শচীমারে তুই তত কষ্ট দিবি।"
প্রিয়াজী কহিল—"যাদব ত মাগো
আপনারি ছেলে, তবে আর কেন
মোরে জিজ্ঞাসেন? আপনার যাহে
তুষ্ট হয় মন, মুই তুষ্ট তাহে।"
বউমার মুখে একথা শুনিয়া
শচীমা'র স্নেহ উঠে উথলিয়া।

নয়নে বহিল প্রেম-অশ্রুধারা,
কোলে নিল বধূ হ'য়ে আত্মহারা।
প্রেমেতে অধীর—করে আলিঙ্গন,
বদন-কমল করয়ে চুম্বন।
গদগদ ভাবে বলে শচীমাতা—
"আমি কাঙ্গালিনী, ওগো বধূমাতা,
বড় মানুষের মেয়ে তুমি মাগো,
মনোমত কিছু দিতে পারিনাগো;
তোমার প্রেমেতে আমি বিকিয়েছি।
বহু ভাগ্যে মোর তোমায় পেয়েছি।
নিমায়ের মত যেমন নিমাই,
বউমার মত আর কেহ নাই।"
এত বলি মাতা নিছিল পুছিল,
মুখচাঁদে কতশত চুমো দিল।
হেনকালে গোরা আসিল সেথায়,
কহে—"দেখ, কত সোহাগ বাড়ায়!
বউমা পেয়েছে পরে মাতা মোরে
ক্ষণেকেরো তরে কোলে নাহি করে।
আমি তবে এবে ভাসিয়া বেড়াই!
শ্বশুর-বাড়ীতে তবে আমি যাই!
মোর মাকে এসে দখল করেছে,
অধিকার মোর সকলি গিয়েছে;
আমি তবে ওর মা'র কাছে যাই,
বাড়ী থেকে আর মোর কাজ নাই!"

শচীমা অমনি নিমা'য়ে ধরিল,
দুকোলে দু'হারে লইয়া বসিল্।
কাঞ্চনা সুন্দরী এ রঙ্গ দেখিয়া
হাসিতে আছিল প্রেমেতে মজিয়া,
শচীমা তখন কাঞ্চনারে আনি
বুকের মাঝারে লইলেন টানি।
বিষ্ণুপ্রিয়া সতী সরম পাইয়া
কাঞ্চনাকে বলে চুপটী করিয়া—
"চল, সখি, মোরা এবে চ'লে যাই,
উনিই একলা বসুন হেথাই।"
বউমা'র কথা শচীমা বুঝিয়া
সাঁপটি ধরিল বুকেতে টানিয়া।
আনন্দ-সাগরে ভাসিল সকলে;
শচীমাতা তবে নিমা'য়েরে বলে—
"কাল বাছা, তুমি নিজেই দেখিয়া
কাপড় চোপড় লইবে বাছিয়া।
যাদব মোদের আদরের ধন,
ভাল দ্রব্য এনো করিয়া যতন।"
পরদিন ভোরে কিছু বেলা হ'লে
যাদব আসিয়া শচীমাকে বলে—
"দিদি কই মাগো? সে ত ভাল আছে?
খবর লইতে মাতা পাঠিয়েছে।
বহুদিন ধ'রে খবর না পেয়ে
মাতা রয়েছেন উৎকণ্ঠিত হ'য়ে।"

শ্রীমতী তখন দৌড়িয়া আসিল,
প্রাণের ভাইকে জড়িয়ে ধরিল,—
"বল্ বল্ যাদু, মা কেমন আছে,
বহুদিন ধ'রে আমি নাই কাছে;
কাঁদেনা ত মাতা আমার লাগিয়া?
আমি ভাল আছি হেথা মাকে পা'য়া।
বাবার লাগিয়া প্রাণ বড় পোড়ে,
প্রাণতুল্য সে যে ভালবাসে মোরে।
তার জন্য প্রাণ করে আইঢাই,
সে কেন এলনা বল্ যাদু ভাই!
কত আশা ক'রে ছিনু এত দিন—
বাবারে দেখিব ভাইফোঁটা দিন,
তোরে নিয়ে তিনি আসিবে এখানে,
তাঁরে দেখে সুখ পাইব পরাণে।
তবে, কেন তুই একা এলি ভাই!
বাবার আমার অসুখ ত নাই!
বল্ বল্ যাদু, শীঘ্র ক'রে বল্,
কেন নাহি এল, বল্ ভাই বল্।"
যাদব বলিল—"বাবা ভাল আছে,
আসিবেন তিনি কিছুদিন পাছে।
গৃহকর্ম্মে তিনি বড় ব্যস্ত, তাই,
আসিতে নারিল, কোন চিন্তা নাই।"
শ্রীমতী তখন প্রেমেতে গলিয়া
ভাইকে খাওয়ান আদর করিয়া।

ক্রমে ক্রমে আসি সন্ধ্যা দেখা দিল,
ভাইফোঁটা লাগি যোগাড় করিল।
সুন্দর বসনে সাজায়ে যাদবে
চন্দনাদি দিয়া ফোঁটা দিল তবে।
প্রিয় সখীগণ করিলেক গান,
ভ্রাতৃপ্রেমে প্রিয়া থই নাহি পান।
শচীমা হেরিছে বধূর মূরতি,
মাধুরী দেখিয়া হরষিত অতি।
শ্রীমতীর পিঠে বেণী শোভা পায়,
বদন উজ্জ্বল প্রেমের আভায়।
সুকোমল হাতে ফোঁটা দিতে দিতে
প্রেমঅশ্রু তাঁর লাগিল পড়িতে।
ফোঁটা দিয়ে ভা'য়ে চুমো দিল মুখে,
সকলে ভাসিল প্রেমানন্দ সুখে।
মায়ের নিয়ড়ে দাদারে লইয়া
অরূপ নাচিছে মাধুরী হেরিয়া।

শ্রীশচীমা'র কোলে প্রিয়াজীকে দেখিয়া

শ্রীগৌরাঙ্গের রহস্য-কোন্দল।

কোন দিন প্রিয়া রাঁধিতে যায়,
অমৃত জিনিয়া সুস্বাদ তায়।

কভু শ্রীমা-কোলে সোহাগে উঠে,
একদিন গোরা দেখিল বটে।
রহস্য-কোন্দল হইল তায়,
গৌরাঙ্গ বলিল— "এ বড় দায়;
যে অবধি প্রিয়া আসিল ঘরে,
মাতা যত্ন আর না করে মোরে।
ভাল ভাল দ্রব্য ঘরে যা হয়,
বাছিয়া বাছিয়া তারেই দেয়।
সামান্য মূল্যের আমার ধুতি,
তারে আনি দেয় রেশমী সাটী।
যেইখানে যা মা সুন্দর পায়,
তারেই নিয়ত ভূষিতে চায়।
এ পাড়া ও পাড়া পড়শী যত
আমারে না দেখে পূরব মত।
কেহ আসি তার বাঁধিছে চুল,
কেহ আনি দেয় মাথার ফুল।
রত্ন অলঙ্কারে সকলে তারে
সাজায়, না চায় আমায় ফিরে।
এত অপমান সহিব কত?
সহিয়াছি বহু আর সহেনা ত!
সে যেন আসিয়া আমার মাকে,
এ পাড়া ও পাড়া পড়শী লোকে
আমাকে ছাড়ায়ে করিল হাত,
নিব প্রতিশোধ মনের মত।

আমি গিয়ে তা'র বাপের বাড়ী
তার মা'র কোলে বসিব জুড়ি।"
এই বলি গোরা ঈশানে ডাকে—
"কাপড় চোপড় এনে দে মোকে।
আমার বাড়ী আমার ঘর
যে আসি আমারে করিল পর,
তার বাড়ী আমি আপন করি'
প্রতিশোধ নিব— প্রতিজ্ঞা করি।
তার গোষ্ঠী ভবে রহিবে যত,
আমারে তুষিবে প্রাণের মত।
ধরম করম আমারে লৈয়া,
জাতি কুল মান আমারে দিয়া।
এহেন করিয়া লইব শোধ।"
হাসে শচীমাতা দেখিয়া ক্রোধ।
হাত বাড়াইয়া লইল কোলে।
তা দেখে প্রিয়াজী উঠিল চ'লে।
পাছে বিষ্ণুপ্রিয়া করয়ে দুঃখ,
পুনঃ ধরি আনি চুম্বিল মুখ।

—•—

লাজুকা রমণী।

একদিন এক নদীয়ানারী
সুরধুনী যায় আনিতে বারি।
কারো সনে সেই কথা না কয়,
নীরবে রহিয়া সকলি সয়।
কাঁখেতে কলসী, নয়নে ধারা,
ঘন ঘন শ্বাস, কাঁদিয়া সারা।
বহুদিন ধ'রে ভাবিছে মনে,
কেমনে মিলিবে গৌরাঙ্গ সনে।
গোরার মাধুরী শুনেছে কাণে,
দেখিবারে সাধ হয়েছে প্রাণে।
শুনিয়াছে—গোরা জগত-পতি
সুন্দর মধুর সবার গতি।
স্বভাবেই তাঁরে দেখিতে চায়,
কেমনে দেখিবে ভেবে না পায়।
বড়ই লাজুকা, কাহারো কাছে
কথাটী কয় না, কি জানি পাছে
সবার নিকটে সরম পায়,
তাই একাকিনী চলেছে, হায়!
একাকিনী ব'সে ঘরের কোণে
ভাবে গোরাচাঁদে আপন মনে।

বেলা শেষে যায় গঙ্গার তীরে,
বুক ভেসে যায় আঁখির নীরে।
তখনে নাগরী মনেতে ভাবে,
ভাগ্যে থাকে যদি দেখাটী পাবে ;
গৌরাঙ্গের কৃপা হইলে তারে
বেড়াতে বাহির হইতে পারে।
কিন্তু, কতদিন চলিয়া যায়,
নাগরের দেখা নাহিক পায় ;
আজ আর নারী সহিতে নারে,
তাই অশ্রুজল বহিছে ধারে।
তবু মাঝে মাঝে চাহিছে ফিরে,
নাহি দেখে পুনঃ ভাসিছে নীরে।
এতদিন ছিল আশার আশে,
আশা গেল ভেবে দুঃখেতে ভাসে।
ভাবিতেছে মনে— সবাই গেল,
তাহার জনম বৃথায় গেল!
ভবে এসে যদি নাগরবরে
নাহি মিলে, তবে কি কাজ ঘরে!
বিধি আঁখি দিল, কি কাজ তায়!
গোরা তনু নাহি দেখিল হায়!
এতেক ভাবিয়া সুন্দরী হাটে,
ক্রমে উপস্থিত গঙ্গার ঘাটে।
—কত লোক যায় কত বা আসে—
নাগরী আপন দুঃখেতে ভাসে।

সুরধুনী তীরে দাঁড়াল নারী,
শোকভার আরো হইল ভারী।
দেখিল—তরঙ্গ উছলি উঠে,
প্রেমের ফোয়ারা বহিছে ছুটে।
গোরার মিলনে হয়েছে সুখ,
প্রেমানন্দে তাই ফুলেছে বুক।
প্রাণের উচ্ছ্বাস জানাতে সবে
বহি চলি যায় মধুর রবে।
কারো পানে নাহি ফিরিয়া চায়,
গোরার মধুর গীতিকা গায়।
দেখিয়া এ হেন তরঙ্গ মালা
করুণ স্বরেতে কহিল বালা—
"ওলো তরঙ্গিণি! শুন না কথা!
শুন না আমার পরাণ ব্যথা!
ক্ষণেক দাঁড়াও, কথাটী কও।
মোর দশা দেখ! —মাথাটী খাও!
আমি অভাগিনী নদীয়া মাঝে,
পাইনি এখনো নাগররাজে।
বিশাল ধরণী— তাহাতে সবে
পাইল গৌরাঙ্গে, আমিই ভবে
বড় কাঙ্গালিনী রহিনু একা,
কপালের দোষে হ'ল না দেখা!
যেদিকে তাকাই দেখিতে পাই,
সবার প্রেমের অবধি নাই।

কেহ হাসে গায়, কেহ বা নাচে,
গোরাধন মোরে কেহ না যাচে!
বৃক্ষলতারাজী সুধালে পরে,
হাসিয়া আমারে উপেক্ষা করে।
বড় দাগা পেয়ে এসেছি হেথা,
ঘুচাও আমার মনের ব্যথা।
তুমি গৌরাঙ্গের আপন জন,
তাই হেথা আসে লোক অগণন।
সকলেরে নাকি তুমিই সতি!
কৃপা ক'রে দেও গৌরাঙ্গ পতি।
তোমার কৃপার অবধি নাই,
আমি ভিখারিণী এসেছি তাই।"
এইরূপে বালা কত কি কয়,
তাহে প্রত্যুত্তর কিছু না পায়।
সুরধুনী ধীরে বহিয়া যায়,
ভাবিছে নাগরী— উপেক্ষে তায়।
আর কি যাতনা সহিতে পারে!
হইল আকুল, কহিবে কারে!
সব আশা এবে ছাড়িয়া দিল,
ত্যজিবে জীবন নিশ্চয় কৈল।
বুক ভেসে গেল আঁখির জলে,
সে দৃশ্য দেখিলে পাষাণ গলে।
এমন পিরীতি যাহার হয়,
কিসের অভাব তাহার রয়?

গৌরাঙ্গ কখন পাষাণ নয়,
আস্বাদন লাগি আবেগ হয়।
নাগরী যখন "হা নাথ!" ব'লে
ঝাঁপিয়া পড়িল গঙ্গার জলে;
কে যেন আসিয়া পিছন হ'তে
ধরিল জড়ায়ে কোমল হাতে।
উঠায়ে তাহারে লইল বুকে,
ভাসিল নাগরী অপার সুখে।
বলিল তাহারে নাগর বর—
"কেন তুমি মোরে ভাবিছ পর?
আসিলেই পার আমার ঘরে!
সবে মোরে নেয় আপন ক'রে।
আসিতে যাইতে বাড়ীটী মোর
পথেতেই পড়ে, তবে কেন তোর
এতেক যাতনা, এতেক লাজ!
নিতি নিতি এসো, ক'রোনা ব্যাজ।
আরো সেথা আছে তোমারি মত
মায়ের নিয়ড়ে নারী শত শত।
তোমাদের সনে আনন্দ পাই,
তোমা সব ছাড়া মোর কেহ নাই।"
নাগরী পাইয়া নাগর বরে
পরানন্দ মনে চলিল ঘরে।
অরূপ কহিছে— "আমার কথা
কহিও নাগরে, জানা'য়ো ব্যথা।

তোমার মতন পিরীতি নাই,
তবু তাঁরে মুই পাইতে চাই,
যুড়ি দুই হাত, কহিও ধনি,
যেন দয়া করে বিষ্ণুপ্রিয়া রাণী।"

যুগল-আরতি।

যথারাগ।

আরতি কিয়ে নদীয়া-নাগরী।
কাঞ্চনাদি সখী দেয় আয়োজন করি॥
শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে বাজয়ে কাঁশরী॥
মধুর মৃদঙ্গ বাজে ব'লে গৌরহরি॥
সুগন্ধি চন্দন নিয়ে ধূপ গুগ্গুল দিয়ে
আরতি কিয়ে নদীয়া-নাগরী॥
বিশুদ্ধ গোঘৃত ঢালি সপ্ত প্রদীপ জ্বালি
শ্রীমুখ হেরত মনঃপ্রাণ ভরি'॥
শঙ্খে ভরি' সুশীতল সুবাসিত গঙ্গাজল
শ্রীঅঙ্গ ধোয়াওত সুযতন করি॥
অঞ্চল ধরিয়া করে কতনা সোহাগ ভরে
শ্রীঅঙ্গ মুছাওত অতি ধীরি ধীরি॥
অগুরু চন্দন দিয়ে অলকাদি বানাইয়ে
সখীগণ হেরত যুগল-মাধুরী॥

মালতীমল্লিকা যূঁথী— সুচিকণ মালা গাঁথি
সখীগণ সাজাওত কিশোরকিশোরী ॥
ফুল আনি রাশি রাশি নারীগণ হাসি হাসি
চৌদিকে ছড়াওত ব'লে গৌরহরি ॥
কিশোরকিশোরী হেরি নারীগণ ঘুরি ঘুরি
নাচত গাওত উচ্চৈঃস্বর করি ॥
সখীগণ হাসি হাসি প্রেমানন্দে ভাসি ভাসি
চামর ঢুলাওত যাই বলিহারি ॥

—o—

কাজীর প্রতি শ্রীমতীর দয়া।

একদিন প্রাতঃকালে গোরাচাঁদ ব'সে
কতি ভক্ত নিয়ে ভাসে কৃষ্ণকথা-রসে ;
হেনকালে একে একে ভক্তগণ সব
আসিয়া জানায়—"কাজী করে উপদ্রব ;
খোল সব ভেঙ্গে চুড়ে অত্যাচার করে,
কীর্ত্তন হ'লনা আর নদীয়া-নগরে !
কীর্ত্তন ছাড়িতে মোরা পারিব না কভু,
অন্য দেশে চ'লে যাই, আজ্ঞা দাও প্রভু !"
এসব শুনিয়া প্রভু রুদ্রমূর্ত্তি ধরি'
বলিল—"শুনহ সবে, নদীয়া-নগরী
অপ্রাকৃত চিদানন্দধাম সর্ব্বোত্তম,
বিহরে কীর্ত্তন যাহে সর্ব্বমনোরম ;

সে কীর্ত্তনে বাধা দেয় সাধ্য আছে কার ?
করিব সর্ব্বত্র আজ কীর্ত্তন প্রচার।
কাজী বেটা কি পাষণ্ড ! ঘর দোর তার
ভাঙ্গিয়া পুড়িয়া সব কর ছারখার !
সমুচিত শাস্তি এর দিব আজ তারে,
দেখিব কেমনে বেটা বাধা দেয় কারে !
জান মোর সুদর্শন চক্র আছে পাছে,
কার সাধ্য আগুয়ায় বল তার কাছে !
কাটিয়া করিব তারে আজি খান্ খান্,
পাষণ্ড অসুর বেটা হৌক আগুয়ান !
জানাও তোমরা সবে নগরে নগরে,
দেখিবে কীর্ত্তনশক্তি আজ ঘরে ঘরে।
আসিও তোমরা সবে বিকাল বেলায়,
দেখিব কাহার শক্তি, কেবা বাধা দেয় !
যুগধর্ম্ম সংকীর্ত্তন, তাহে বাধা দিতে
দেখাইব কেবা কত বল ধরে চিতে !
অভয় দিলাম এবে, আসিও সকলে
প্রকাশ্য নগর দিয়ে 'হরি' 'হরি' ব'লে।
একেক মশাল নিয়ে এসো জনে জনে,
লক্ষ লক্ষ লোক নিয়ে করিব কীর্ত্তনে।"
ভক্তের লাগিয়া প্রভু রুদ্রমূর্ত্তি হয় ;
এত শুনি শ্রীমতীর কাঁপিল হৃদয়।
ব্যস্ত ত্রস্ত হ'য়ে দেবী ডাকিল কাঞ্চনা,
সখীরে কহয়ে তবে ব্যাকুলিতমনা—

"যারে, সখি, শীঘ্র যা, মাকে ডেকে আন,
প্রভুর কথায় হৃদি করে আনচান।
মা বুঝি দাঁড়ায়ে আছে প্রভুর ওখানে,
শীঘ্র দৌড়ে যা রে, সখি, যা রে মা'র স্থানে।"
কাঞ্চনা দৌড়িয়ে এসে মাকে নিয়ে যায়,
শ্রীমতী ধরিল তবে মায়ের গলায় ;
কাঁদিয়া আকুল হ'য়ে রুদ্ধকণ্ঠে কয়,—
"অন্তর কাঁপিছে, মাগো, বড় ভয় হয়!"
এত বলি বিষ্ণুপ্রিয়া কাঁদিতে লাগিল,
তাড়াতাড়ি শচীমাতা নিমা'য়ে ডাকিল।
নিমা'য়ে রাখিয়া সেথা শচীমা চলিল।
প্রিয়ারে কাঁদিতে দেখি নিমাই বলিল—
"কি কারণ প্রিয়তমে, করিছ রোদন!
তোমার রোদন দেখি কাঁদে মোর মন।"
কাঞ্চনা কহিল—"সখি! বলনা খুলিয়া,
কেমন সরল প্রভু দেখনা চাহিয়া!"
শ্রীমতী কহিল—"শুন, প্রাণের দেবতা,
শুনিনু আড়ালে থাকি বিষম বারতা।
খোলভাঙ্গা অপরাধে তুমি নাকি আজ
সমর করিবে নিয়ে ভকত সমাজ!
চক্র নিয়ে বীর বেশে যুদ্ধে বাহিরিবে!
কাজীরে কাটিয়া নাকি দ্বিখণ্ড করিবে!
কি ভীষণ কথা! প্রভু! শরীর শিহরে!
মারামারি কাটাকাটি নদীয়া-নগরে!

মুহূর্ত্তে প্রলয় যেই করিবারে পারে,
এহেন সামান্য কাজ সাজে কভু তারে!
তোমার ভকত সব ভকতির বলে
সকলি করিতে পারে অতি অবহেলে।
শঙ্খচক্রগদাধারী বিভু নারায়ণ
ভকতেরে সঙ্গে থাকি রক্ষে অনুক্ষণ।
কোথায় তাদেরে তুমি প্রেমভাব দিয়া
তাদের বীরত্বভাব রাখিবে চাপিয়া!
নিরাবিল প্রেম তবে ভুঞ্জিতে পারিবে,
নতুবা কলহে শুধু অনর্থ ঘটিবে।
পরম পুমর্থ, নাথ, প্রেম যদি হয়,
তাহে বিঘ্ন হ'লে হবে অনর্থ উদয়।"
প্রভু তবে কহিলেন—"ওগো প্রাণেশ্বরি!
তোমার কথায় আমি উঠিনু শিহরি।
সত্যই ত ভালবাসা নিত্যধর্ম্ম মোর,
এতদিন তাই ছিনু সেই রসে ভোর।
ভকতের সনে তাই নাচিয়া গাহিয়া
আর জননীর সনে, প্রিয়ে, তোমারে লইয়া
পরম আনন্দে ছিনু কাটাইতে কাল,
অকস্মাৎ কাজী এসে ঘটাল জঞ্জাল।
হরিনাম মহামন্ত্রে কলিকালে সবে
নাচিয়া গাহিয়া পার হইবেক ভবে।
জীবের মুক্তির পথে হ'ল অন্তরায়,
ভকতের গণে আরো দুঃখ দিল তায়।

এহেন কণ্টক বল কেমনে রাখিব!
দূর ক’রে দিয়ে তারে ভক্তি প্রচারিব।”
শ্রীমতী বলিল তবে—“আমিও ত, নাথ,
বলি, তারে হরিনামে কর আত্মসাত।
তুমিই বলেছ, নাথ, মোরে কত বার,
‘প্রেমে জয় করা যায় সকল সংসার।’
কাজী কিসে অপরাধী! সে কি বিশ্ব ছাড়া?
প্রেম দিলে তার হৃদি দিবেনা কি সাড়া?
যাও, দেব, অপ্রাকৃত প্রেমামৃত নিয়া,
বিরোধী হ’লেও তারে বিলাও যাচিয়া।
সমগ্র জগতে প্রেম বিলাবার তরে
বৃন্দাবন ছেড়ে এলে নদীয়া নগরে।
অপরাধী! সে কি কথা, প্রেমিকের কাছে!
প্রেমিক যে জন সে কি অপরাধ বাছে!
প্রেমময় ন’দেপুরে প্রেমহীন কাজে
সত্য বলি, প্রাণনাথ, ম’রে যাব লাজে।
প্রাণেশ্বর! প্রেমময়!’ বল্লভ আমার!
কান্না ছাড়া কি উপায় আছে অবলার!
কাঁদিতে আছিনু তাই নীরবে বসিয়া
বঞ্চিও না মোরে, বল আমারে ছুঁইয়া।
তোমার দাদার বাক্যে সেদিনো ত নাথ,
চক্র ছেড়ে মাধা’য়েরে কৈলে আত্মসাত।
ভুবনমোহন তব রূপ মনোহর
ভুলায় সকলে, আর কাজী কোন্ ছার!

তব রূপগুণে ঝুরে বৃক্ষলতা সব,
সে কেন বিমুখ র'বে! কাজী ত মানব!
দুর্ব্বলের কথা বলি অবলা বলিয়া,
উপেক্ষা ক'রোনা মোরে, দেখ বিচারিয়া।
যদি বল, করিয়াছ প্রতিজ্ঞা ভীষণ,
হাসিবে সকল লোক নহিলে পালন,
তা-ও বলি,—প্রেম-বলে উচ্চ শির তার
নত হলে পূর্ণ হবে প্রতিজ্ঞা তোমার।
বল প্রভু, সত্য ক'রে বল মোরে নাথ,
মোরে ছুঁয়ে বল, দেব, মাথে দিয়ে হাত।"
এতেক কহিয়া দেবী বাহুলতা দিয়ে
পরাণ-বল্লভে প্রেমে ধরিল জড়িয়ে;
'হা নাথ!' 'হা নাথ!' বলি উঠিল কাঁদিয়া,
'জীব ত অবোধ, প্রভু!' বলে ফুকারিয়া।
শ্রীমতীর কথা শুনি গৌরাঙ্গ বিহ্বল,
কহিলেন—"প্রেমময়ি! বুঝিনু সকল।
তোমারি প্রেমের ঋণে আসিনু হেথায়,
শোধিতে সে ঋণ আজ হইলে সহায়।
আমরা পুরুষ জাতি, প্রেমের কি জানি!
প্রেমের কাণ্ডারী মোর তুমি প্রেমরাণী।
তোমার নয়নজলে জগতসংসার
অনায়াসে পার হবে ভব-পারাবার।
যে জন করিবে তোমা একান্ত আশ্রয়,
অচিরে হইবে তার প্রেমের উদয়।

অপরাধ জীবে আর করিবে বা কত!
রক্ষিয়ে তোমার প্রেম সবারে সতত।
যাও, প্রিয়ে! সুস্থ হও, কাঁদিওনা আর,
নিশ্চয় হইবে আজ কাজীর উদ্ধার।”
এত বলি গৌরচন্দ্র বদন চুম্বিল,
আনন্দ-সায়রে তবে শ্রীমতী ভাসিল।
হইলে বিকাল বেলা গদাধর এসে
সাজায় প্রভুরে প্রেমে নাগরের বেশে।
ভকতেরগণ যবে অঙ্গনে আসিল,
ভুবনমোহন বেশে গোরা বাহিরিল।
অস্ত্র নাই শস্ত্র নাই লক্ষ লোক নিয়া
উদ্ধারিল চাঁদকাজী প্রেম প্রচারিয়া।
সেই সব বর্ণিয়াছে দাস বৃন্দাবন,
শ্রীমতীর কথা কহে দীন অনুপম।

শ্রীশ্রীরাসলীলা।

শরতের শেষে মৃদু মধু হেসে
সাজিল প্রকৃতি মোহন সাজে।
বড় দুঃখ মনে— ভুবিতে যতনে
পারেনি কখনো নদীয়ারাজে।

নিতুই নূতন পরয়ে ভূষণ,
নিতুই নূতন নূতন হাসে,
প্রেমের তরঙ্গে সবা নিয়ে সঙ্গে
অমিয় সাগরে সদাই ভাসে।
কভু মৃদুবায় বহাইয়া দেয়,
গাছে গাছে কত ফুটায় ফুল,
তুষিতে গোরায় বসায়ে তাহায়
গুঞ্জন করায় অলির কুল।
বিহগনিকরে সুমধুর স্বরে
কূজন করায় কতই সুখে,—
সবারে লইয়া আনন্দে মাতিয়া
গোরাগুণ গায় সহস্র মুখে।
প্রেমেতে ভাসিয়া যতন করিয়া
দোলায় মধুর গাছের পাতা;
নাচিয়া গাহিয়া জগত ভরিয়া
জানায় সবারে গোরার কথা।
উজল কিরণে হাসায় গগনে
চৌদিকে দেখায় প্রেমের খেলা;
নব নব ভাবে সাজাইয়া সবে
বসায় মধুর রূপের মেলা।
কভু ঝঞ্ঝাবাত অশনি নিপাত
দামিনী মধুর চমকে তায়!
প্রকৃতি হরষে মধুর বরষে,
গোরাপ্রেমে ধরা ভাসিয়া যায়।

কভু ধীরি ধীরি পড়ে মেঘবারি,
বৃক্ষ লতা সব নাহিয়া উঠে,—
সুধাবরষণে প্রেমপ্রস্রবণে
প্রেমের মধুর তরঙ্গ ছুটে।
নদী খাল বিল জগত নিখিল
প্রেমের প্লাবনে ভরিয়া যায়,
কুলু কুলু স্বরে কত প্রেম ভরে
গোরাগুণ গাথা মধুর গায়।
জীবজন্তুচয় উল্লসিত হয়
নাচয়ে ময়ূর ময়ূরী সনে,—
প্রেমের পাথারে সবাই সাঁতারে
প্রভুগুণ গায় আনন্দ মনে।
এইরূপ কত বেশ শত শত
ধরয়ে প্রকৃতি নূতন ক'রে।
প্রতি পলে পলে ভূষণ বদলে
গৌরাঙ্গ চাঁদের সেবার তরে।
কিন্তু তবু তায় মিটিলনা হায়!
প্রাণের আকুল পিপাসা তার!
গৌরাঙ্গে সেবিতে গৌরাঙ্গে ভুষিতে
নূতন বাসনা জাগিল আর।
তাই আজ সতী উল্লসিত অতি
খুলিয়া দিয়েছে রূপের হাট—
হাসির চমকে রূপের ঠমকে
খেলিছে নূতন নূতন ঠাট।

শুক্লপক্ষ আসি দেখা দিল হাসি,
উঠিল গগনে মধুর চাঁদ,
তারাগণ সনে হাসে ঘনে ঘনে
ধরিয়া কতই মোহন ফাঁদ।
জানে কত কলা— বাড়ে কলা কলা—
ধীরেতে জাগায় সবার কাম,—
অপ্রাকৃত কাম প্রাণের আরাম
যাহে জীব যায় নদীয়াধাম।
প্রকৃতি সুন্দরী খুলিয়া মাধুরী
প্রকাশয়ে ধীরে আপন শোভা—
মধুর বাতাস মধুর আকাশ!
মধুর সকল নয়নলোভা!
গাছে গাছে ফুল তাহে অলিকুল,
হাসিছে গাহিছে পরাণ খু'লে।
মৃদু সমীরণে মধুর শোভনে
তরুলতারাজী নাচিছে দু'লে!
বিহগ নিকরে সুমধুর স্বরে
গাহিছে মধুর প্রেমের গান।
পাতায় পাতায় ঢেউ ব'হে যায়,
খুলিয়া গিয়েছে সবার প্রাণ।
নাহি আবরণ, নাহি সঙ্কোচন,
সরম ভরম চলিয়া গেছে;
নাথের লাগিয়া আপনা ভুলিয়া
সকল মাধুরী ঢালিয়া দেছে।

ক্রমে এইরূপ খুলিয়া স্বরূপ
আসিল গগনে পূর্ণিম শশী,
জগত হাসিল, প্রেমেতে ভাসিল
দেখিয়া মধুর জোছনা রাশি।
নাচে জীবগণ প্রেমেতে মগন,
মরত হইল গোলোকধাম।
নদীয়ার বায় বেগে বহি যায়,
প্রাণেতে সবার জাগাল কাম।
ওতপ্রোতো ভাবে ভাবে মহাভাবে
জগত হইল আনন্দময়,—
রসের সাগর প্রেমের আকর
নদীয়ানাগরে সকলে চায়।
কুলু কুলু ধ্বনি করি সুরধুনী
গোরাগুণ গেয়ে বহিয়া যায়—
প্রেমের তরঙ্গে নেচে রঙ্গে ভঙ্গে
দুকূল ভাসায়ে উছলি ধায়।
নদীয়া নগরে প্রতি ঘরে ঘরে
নাচিল সবার হৃদয়খানি,
প্রেমেতে পাগল করিল সকল
দেবী যোগমায়া কেমনে জানি।
নদীয়া-নাগরী— রসের গাগরী—
বাড়িল সবার পিরীতি রতি,
নাগরে পাইতে ভাবিলেক চিতে,
কি করে উপায়?—অথির মতি!

বেণী বিনাইয়া রাখে ঝুলাইয়া
কেহবা কবরী বাঁধিল তাহে;
অলকা পরিল, তিলক রচিল,
নাথের মানস মোহিবে যাহে।
কেহ সিঁথি ক'রে সিন্দূরাদি প'রে
খুলিয়া রাখিল সকল চুল,
নলক নাসায়, অপূর্ব্ব শোভায়
দুলাইল কাণে মোহন দুল।
রতন কুণ্ডল করে ঝলমল,
বিছুরয়ে আভা মধুর গালে,
দুলিয়া দুলিয়া পড়িছে উড়িয়া
চূর্ণ কুন্তল শোভিছে ভালে।
সুবর্ণ নির্ম্মিত রতন খচিত
কেয়ূর কঙ্কণ মোহন বালা
মৃণাল কোমলে শ্রীভুজ যুগলে
শোভিল মধুর, করিল আলা।
তুলসীর মালা পরে সব বালা,
যাহাতে নাথের বড়ই রতি;
পীন পয়োধরে লহরে লহরে
দুলাইল হার মধুর জ্যোতি।
নিতম্ব উপর শোভে চন্দ্রহার,
সুগন্ধি মাখিল সকল অঙ্গে,
ভূষণের মাঝে ফুলসাজ সাজে,
এযতে সাজিল নাগরী রঙ্গে।

নাগরীর গণ বিচিত্র বসন
পরিল সকলে যতন ক'রে।
প্রেমের মূরতি দেখি সব সতী
রূকাটী রতিপতি পলায় ডরে।
নাথের লাগিয়া সাজিয়া পরিয়া
রহিল নাগরী সকলে বসি,
সময় বুঝিয়া যাইবে চলিয়া
মিলিবে সুন্দর নদীয়া-শশী।
দিবসেতে আজ সেরে নিছে কাজ,
নাহিক শাশুড়ী ননদী ভয়।
সংসারের পতি— সে-ও হৃষ্ট অতি,
কি জানি বহেছে প্রেমের বায়!
পণ্ডিত সুজন, শাস্ত্রে বিচক্ষণ
সকলেই জানে নদীয়ারাজে,
গোরার মতন সুধীর সুজন
নাহি কোথা' আর জগত মাঝে।
তাঁর সুচরিত, সুধাগুণগীত
জগত ভরিয়া সকলে গায়,
শাস্ত্রে সুপণ্ডিত শুদ্ধ শান্ত চিত্ত
কে কোথা এমন দেখেছে হায়!
সরল ব্যভারে ভুলায় সবারে.
পরম বিশুদ্ধ অন্তর তাঁর।
তাঁহার মতন পুরুষ রতন
অনন্ত ভুবনে মিলেনা আর।

সতী শিরোমণি বিষ্ণুপ্রিয়া রাণী
যাঁহার নিয়ড়ে সতত রাজে,
কিসের আপত্তি! কিসের বিপত্তি
যেতে দিতে সবে তাঁহার কাছে!
তাই সব পতি ছেড়ে দেয় সতী,
যখনি তাঁহারা যাইতে চায়;
কিন্তু, কোন নারী গৃহ কর্ম্মে ভারি
ব্যস্ত থাকে, তাই, যেতে না পায়।
আজিকে সকলে প্রেম পেয়ে বলে—
"যাইও তোমরা শচীর ঘরে,
যদি কোন কাজ বাকী থাকে আজ,
ভেবোনা তোমরা তাহার তরে।
নিতুই ত সবে কাজ কর, তবে
আজ সব কাজ আমরা করি,
তোমরা সকলে যেও কুতূহলে,
তাহাতে মোদের আনন্দ ভারি।
এত ভালবাস, কষ্ট নাহি বাস,
খাটিয়া মরিছ মোদের তরে!
আমরা অজ্ঞান! এর প্রতিদান
দিতে নারি কিছু, পরাণ পোড়ে!
রহুক সংসার, দায় নাহি তার,
যাও সবে সেথা আনন্দ মনে,
যাহা পাও সেথা, এনে দিও হেথা,
পিরীতি পাইব তোদের সনে।

তোমরা অবলা, বড়ই সরলা,
প্রেমের মূরতি জগতে তোরা,
পুরুষ নীরস আত্মসুখবশ,
ভালবাসা কিছু জানিনা মোরা।
নারীগণ সবে আসিয়াছ ভবে
প্রেমের বিভিন্ন মূরতি ধরি;
মোরা অন্তরায়— মোদের জ্বালায়
দিতে নার প্রেম জগত ভরি।
নিমা'য়ের মাতা শচী জগন্মাতা
স্নেহের মূরতি সকলে কয়;
গৌরাঙ্গ ঘরণী বিষ্ণুপ্রিয়া রাণী
প্রেমছবি তাঁর নিয়ড়ে রয়।
এ দুই মূরতি প্রেমের শকতি
জাগাইছে প্রেম সবার মনে,
তাঁদের কৃপায় সবে প্রেম পায়,
থাকিও তোমরা তাঁদের সনে।
শচী-মা যা বলে, শুনিও সকলে,
স্নেহরূপা তিনি মঙ্গলময়ী,
তাঁর অনুগত থাকিও সতত
সুশীল সুজন সুধীর হই।
তোমাদের সনে আমাদেরো মনে
মধুর পিরীতি উঠিবে জাগি,
শুদ্ধ প্রেম দিবে বাসনা পূরিবে,
এসেছ জগতে যাহার লাগি।"

পতি অনুমতি পেয়ে সব সতী
রচনা করেছে মধুর বেশ,
মনের মতন করিয়া যতন
সেজেছে, নাহিক ভয়ের লেশ।
শাশুড়ী ননদী বিষম বিবাদী,
তারাও আজিকে হাসিয়া কয়—
"শচীমা'র ঘরে হরিষ অন্তরে
যাইবে,—তাহাতে কি দোষ হয়?
সকাল বিকাল —নাহি কালাকাল—
যখন যাহার মনেতে লয়,
সকলে মিলিবে হাসিবে খেলিবে
যাহাতে সবার আনন্দ হয়।"
এসব কহিয়া ননদী আসিয়া
নিজেও সাজিল বৌয়ের সনে,
সবাই সাজিল, শাশুড়ী রহিল
সেবিতে ঘরের আপন জনে।
আজ গোরাচাঁদ পাতিয়াছে ফাঁদ,
কে আজ এড়াবে প্রেমের জালে?
যারা প্রতিকূল তারা অনুকূল
প্রেমের বাতাসে হ'ল এককালে।
হেথা বিষ্ণুপ্রিয়া নাথেরে লইয়া
বসিল মাধবী-লতার তলে,
জোছনা দেখিয়া প্রেমেতে গলিয়া
পরাণ খুলিয়া নাথেরে বলে—

"অই দেখ, নাথ, তারাগণ সাথ
আকাশে মধুর চন্দ্রমা হাসে!
যেদিকে নিরখি, মধুময় দেখি
সারাটী ধরণী প্রেমেতে ভাসে।
পরাণ-বল্লভ! কেন আজ সব
নূতন বলিয়া মনেতে লয়!
হাসিতেছে ধরা, বহে সুধাধারা,
সকলি দেখি যে অমৃতময়!
এ হেন সময় কেবা কোথা রয়
যারা মোরে এত পিরীতি করে!
কোথায় কাঞ্চনা! সব সখীজনা!
কাঁদিছে পরাণ তাদের তরে!
নাগরীর গণ আসে অনুক্ষণ,
আজ তারা সবে রহিল কই!
কারে নিয়ে হেরি এ সব মাধুরী!
আজ কোথা সব পরাণ-সই!
প্রাণের মতন করয়ে যতন,
কি দিয়ে শোধিব তাদের ধার!
তুমি ছাড়া আর কে আছে আমার!
তুঁ বিনে শরণ লইব কার!
হেন লয় মনে— তোমা হেন ধনে
সমর্পিয়া দেই নাগরীগণে!—
সবে সুখ পায় আনন্দে কাটায়
এ মধু যামিনী তোমারি সনে!

এ ছাড়া আমার কি আছে দিবার !
কি দিয়ে তুষিতে তাদেরে পারি !
তোমা হেন নিধি পায় তারা যদি,
পাইবে সকলে আনন্দ ভারি !"
এতেক বলিয়া গলাটী ধরিয়া
শ্রীমতী বসিল কোলেতে উঠি,
বদন কমল করে ঝলমল,
প্রেমে ছল ছল নয়ন দুটী।
নবীন নাগর গৌরাঙ্গ সুন্দর
প্রিয়ারে ধরিয়া লইল বুকে,
পরের লাগিয়া পিরীতি দেখিয়া
ভাসিল অপার আনন্দ সুখে।
বলিলেক ধীরে— "কেন ভাস নীরে !
তোমার বাসনা দুর্লভ ভবে,
হেন প্রীতি যার, কি অভাব তার !
তোমার পিরীতে আসিবে সবে।
শুধু নারী কেন, মনে লয় হেন,
জগত ভরিয়া সকল জীব
পিরীতি পাইবে নাচিবে গাহিবে,
পায় নাই যাহা বিরিঞ্চি শিব।
মনে পড়ে, প্রিয়ে ! তোমারে লইয়ে
এহেন নিশিতে বরজ ধামে
যমুনা পুলিনে গোপীগণ সনে
খেলিনু রাখিয়া তোমারে বামে।

এহেন সময়ে গোপিকা হৃদয়ে
আত্ম অভিমান উঠিল জাগি,
হ'লনা তখন রাসের রসন
করিলে আমারে দোষের ভাগী।
তুমি মান ক'রে চ'লে গেলে স'রে,
আমি একা তবে কি আর করি!
তোমারে লইয়া যাই পলাইয়া,
সেধে ভ'জে কত পায়েতে ধরি।
মোরে না পাইয়া ব্যাকুল হইয়া
খুঁজিয়া খুঁজিয়া বেড়া'ল বনে,
দেখিয়া পায়ের চিহ্ন আমাদের
বড় ঈর্ষ্যা জেগে উঠিল মনে।
তখন তোমার প্রীতি ব্যবহার
দেখাতে সবায় গভীর কত
তোমারে ছাড়িয়া যাইনু চলিয়া
হইল তাদের মনের মত।
দেখিয়া দুঃসহ তোমার বিরহ
কমিল তাদের বিরহ তাপ,
রহিলনা আর গরবের ভার,
চূর্ণ হইল সবার দাপ।
তুয়া অনুগত রহিল সতত
সেই হ'তে সব গোপিকাগণে;
প্রেম পেয়ে তবে, রেখে দিল ভবে
সে প্রেম বিলাতে জগত জনে।

শুন গো, সুন্দরী! তব সহচরী
যতেক দেখিছ নদীয়া মাঝে,
এরাই তাহারা, প্রেমের পসরা
লইয়া হেথায় মধুর রাজে।
তাদের লাগিয়া কাঁদে তব হিয়া
তাদেরে লইয়া করিতে খেলা;
তুয়া আকর্ষণে আসিবে এখনে,
এখনি মিলিবে চাঁদের মেলা।”
গৌরাঙ্গ নাগর রসের সাগর
কহিয়া এতেক মধুর বাণী
শত শত বার চুম্বিল প্রিয়ার
সোণার কমল বদন খানি।
দেখিতে দেখিতে আসে আচম্বিতে
কাঞ্চনাসুন্দরী অমিতা নিয়া,
বসন্তমঞ্জরী এল ত্বরাত্বরি,
দেখে গোরাকোলে পরাণপিয়া।
সখী ইন্দুমতী এল শীঘ্রগতি,
কদলিকা আর সঙ্গিনী সবে;
যুগল কিশোর দেখিয়া বিভোর
মধুর প্রেমেতে হইল তবে।
ক্রমে ক্রমে আসি হেসে সুধাহাসি
মোহিয়া যতেক নদীয়া-নারী
হেলিতে হেলিতে দুলিতে দুলিতে
মিলিল সেথায় বাঁধিয়া সারি।

মাধবীর তল হইল উজল,
গোলোক পড়িল ভূতলে খসি,
বালাগণ সনে অপূর্ব্ব মিলনে
মিলিল মোহন নদীয়া-শশী।
সবারে পাইয়া দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া
অপূর্ব্ব আনন্দ-সলিলে ভাসে,
ধ'রে জনে জন, করে আলিঙ্গন,
সবারে ধরিয়া মধুর হাসে।
তবে নারীগণে মধুর বচনে
শ্রীমতীরে কহে প্রেমেতে গ'লে—
"কেন হেন বেশ! বাঁধ নাই কেশ!
হারগাছি নাই কেনরে গলে!
আজিকে রজনী, তুঁ যদি সজনি!
বসন ভূষণ নাহিক প'রে
এমন করিয়া উদাস হইয়া
রহিবি, তাহ'লে কিসের তরে
আমরা নিলাজি রহিব রে সাজি'!
কাহারে লইয়া আনন্দ করি!
তোর সুখে সুখ, তোর দুঃখে দুঃখ,
তুঁ না হ'লে মোরা পরাণে মরি।
তোর সুখ হবে— তাই মোরা সবে
সাজিয়া পরিয়া নিতুই আসি,
তুঁহারি গরবে বিলাস বৈভবে
আনন্দ-সাগরে বেড়াই ভাসি'।

তা না হ'লে পরে নদীয়া নগরে
আমাদেরে সখি, গণিত কেবা !
সংসার-সাগরে পড়িয়া ফাঁপরে
করিতে হইত কামের সেবা ।
কুমীরে মকরে ভীষণ হাঙ্গরে
গিলিয়া ফেলিত, যাইতুঁ ম'রে,
তুমি আছ ব'লে মোরা অবহেলে
অনায়াসে সবে যাইগো ত'রে ।
আয়, সখি, আয়, আর নাহি সয়,
আয় তোরে মোরা সাজায়ে দিয়া
প্রাণনাথ সনে বসায়ে যতনে
জুড়াই মোদের তাপিত হিয়া ।"
এতেক কহিয়া যত নাগরীয়া
খুলিয়া সকলে আপন বেশ
সাজাতে লাগিল, প্রেমেতে ভাসিল-
আত্মস্মৃতি কারো নাহিক লেশ ।
এ ওরে সাজায়, ও তারে পরায়,
সাজাতে লাগিল পরস্পরে,
কত বা বসন কত বা ভূষণ
কোথা হ'তে এল কেমন ক'রে !
অভাব নহিল সবাই সাজিল
আগে হ'তে আরো মধুর হ'য়ে,
সেরূপের ঠাট সে চাঁদের হাট
মিলিল গৌরাঙ্গচাঁদের স'ঞে ।

বসন্তমঞ্জরী গোরাচাঁদে ধরি'
কহিল—"নাগর! লুকাও কেন!
প্রিয়া পানে চাও, বাঁশীটী বাজাও,
আর না চাতুরী করিও হেন!
অবলা ফেলিয়া যাইবে চলিয়া!
এ নহে তোমার বরজ-ধাম!
নদীয়ার নারী সুচতুর ভারি,
গোপিকার মত নহে অগেয়ান।
শ্রীমতীরে নিয়ে ত্রিভঙ্গ হইয়ে
দাঁড়াও, নাগর! নবীন বেশে,
দেখি নবরাস- রসের বিলাস,
ক্রীড়নমাধুরী হেরিব শেষে।"
কি করে নাগর! রূপ মনোহর
কিশোরী লইয়া খুলিয়া দিল,
যে রূপমাধুরী রসের চাতুরী
বরজ-ধামেতে কভু না ছিল,
কনক-কমল দুই-ই ঝলমল,
দোঁহে দোঁহা মিলি মধুর শোহে,
সুধা-প্রস্রবণ করি উদ্গীরণ
দোঁহার রসেতে মাতিল দোঁহে।
মাঝে গোরারায় বাঁশরী বাজায়
নাচিয়া নাচিয়া কিশোরী সনে,
নাগরী সকলে নাচে তালেতালে,
সুধাকণ্ঠে গায় বাঁশীর তানে।

বঙ্কিম নয়নে নারীগণ পানে
চাহয়ে মধুর নাগররাজ,
হেরি সে চাহনি নারীর নাচনি
অর্ব্বুদ মদন পাইল লাজ।
থমকে থমকে ঠমকে ঠমকে
নাচিছে ঘুরিয়া নারীর মালা,
কিনি কিনি কিনি রিণী ঝিনী ঝিনী
বাজিছে হাতের কঙ্কণ বালা।
পায়ের নূপূর বাজিছে মধুর
রুণুর ঝুনুর ঝুনুর রবে,
রুণু রুণু রুণু রুণু ঝুনু ঝুনু
মধুর মধুর বাজিছে সবে।
গজমতি হার দোলে চন্দ্রহার,
নিতম্ব উপরে মধুর খেলে,
বেণী খ'সে পড়ে পীঠের উপরে,
কারো খোলা চুল মধুর দোলে।
হাসির ছটায় জগত মাতায়,
নদীয়া-নাগরে পাগল করে,
নদীয়া-নাগর রসের সাগর
ধরিল বাঁশীটী নূতন ক'রে।
নূতন করিয়া কাম জাগাইয়া
ধরিল বাঁশীতে নূতন গান,
পীযুষ ঢালিল, রস উথলিল,
আকুল করিল সবার প্রাণ।

ময়ূর ময়ূরী সে রসমাধুরী
ভুঞ্জিতে আসিয়া উড়িয়া পড়ে,
বিহগনিচয় হ'ল সমুদয়,
রসেতে মাতিয়া কূজন করে।
এরূপ বৈভব হেরিবারে সব
মৃগ মৃগীগণ ধাইয়া আসে,
গন্ধর্ব্ব কিন্নর ধরিল সুস্বর,
সবাই অমিয়পাথারে ভাসে।
সে গান শুনিয়া আনন্দে মাতিয়া
বৃক্ষলতা সব উঠিল নেচে,
মলয় পবন বহিয়া তখন
এ রসমাধুরী বিলায় যেচে।
সুর-নারীগণ করে বরিষণ
সুধাগন্ধি কত অসংখ্য ফুল,
তাহার উপরে যুগল বিহরে,
নাচিতে লাগিল নাগরীকুল।
যুবতীরগণ প্রেমেতে মগন,
নীবীর বন্ধন পড়িল খ'সে,
দেহস্মৃতি নাই প্রেমসুধা পাই',
মজিল যুগল-পিরীতি-রসে।
অঞ্চল ধরিয়া দেহ আবরিয়া
থমকে থমকে নাচিয়া চলে,
অনন্ত মদন পাইল সরম,
দলিত হইল পায়ের তলে।

অঞ্চল ছাড়িয়া মাথে হাত দিয়া
কভু কটিতটে রাখিয়া হাত,
কভু বাঁকা হ'য়ে, পা'পরে পা' থু'য়ে,
নাচিতে লাগিল যুগল সাথ।
কভু বাহু তু'লে— সর্ব্ব অঙ্গ দুলে—
ঝলকে ঝলকে মাধুরী ক্ষরে,
হাসির লহরে অমিয় নিঝরে.
বাহিয়া পড়িল দেহে না ধ'রে।
এদিকে তখনে শ্রীবাস-অঙ্গনে
গদাধর সনে রাসের কথা
কহিতে কহিতে জাগিলেক চিতে
অপ্রাকৃত নব মদনব্যথা।
গোরার লাগিয়া কাঁদে ফুকারিয়া,
গদাধর সবে সান্ত্বনা করে।
শেষে গদাধর নিজেও কাঁপর,
কাঁদিয়া আকুল নাথের তরে—
"কোথাহে বল্লভ! পরাণবান্ধব!
কোথা প্রাণেশ্বর! এস হে ত্বরা!
কোথা লুকাইলে মোদেরে বঞ্চিলে,
কোথা প্রাণনাথ! দেও হে ধরা!
আমরা ভামিনী কুলের কামিনী
কেমনে এতেক যাতনা সহি!
তোমার বিহনে বলহে কেমনে
এই দেহভার রাখিব বহি!

কুলে কালি দিয়া সব তেয়াগিয়া
এসেছি আমরা গহন বনে,
এবে চতুরালি কর নিঠুরালি!
"এই কি আছিল তোমার মনে!"
এই মত সবে ভাবে অনুভবে
নিজেকে আহিরী গোপের বালা,
বাঁশীতে মোহিয়া ডাকিয়া আনিয়া
ফেলিয়া গিয়েছে চিকণ কালা।
তাঁহার বিরহে প্রাণ মন দহে
কাঁদিছে সকলে ফুকারি তাই,
ভকতনিচয় গোপবালা হয়,
গদাধর তাহে হয়েছে রাই।
ইথে কি বিস্ময়! দেহ ভাবময়,
ভাবের প্রাবল্যে সকলি হয়,
বাহিরে যে দেহ ভাবেরি গেহ,
ভাব অনুরূপ দেহটী হয়।
দেহখানি জড়, ভাব তাহে বড়,
ভাবটী চিন্ময় অনন্ত সত্য,
জড় বস্তু নয় ভাবমাত্র হয়,
ভাবের বৈষম্যে গোলোক ও মর্ত্ত্য।
হ'লে ভাবের পূর্ণতা থাকেনা জড়তা,
সকলি চিন্ময় হইয়া যায়,
তখন ভাব-শিরোমণি সর্ব্বভাবখনি
গোপিকার ভাব ভকতে পায়।

তাই ভক্তগণ ভাবেতে মগন
গোপী ভাবে কাঁদে নাথের তরে,
গদাধর তায় গড়াগড়ি যায়,
মূর্চ্ছা গেল শ্রীবাসের কোড়ে।
এহেন সময় শ্রীগৌরাঙ্গ রায়
ভাবিতে লাগিল—কেমন করি'
প্রাণ-গদাধরে যেয়ে শান্ত করে,
কেমনে যাইবে নাগরী ছাড়ি'!
প্রাণ-গোরা ছাড়া বাঁচিবেনা তারা,
হইল গোরার বিষম দায়,
শ্রীমতীর পানে করুণ নয়নে
ঘন ঘন গোরা ফিরিয়া চায়।
ভকত লাগিয়া দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া
আগেই শকতি দিয়েছে সেথা,
এবে পাঠাতে গোরায় সৃজিল উপায়
নারীকুল যেন পায়না ব্যথা।
বল্লভের মন বুঝিয়া তখন
শ্রীমতী কাড়িয়া লইল বাঁশী,
—সুধাবর্ষী সুর— অতি সুমধুর—
বাজাতে লাগিল প্রেমেতে ভাসি'।
* শ্রীমতীর জয় দেখি বালাচয়
বঙ্কিম নয়নে গোরার পানে
চাহিয়া চাহিয়া নাচিয়া নাচিয়া
গাহিতে লাগিল মধুর তানে—

যথা রাগ।

জয় জয় প্রেমময়ী রাণী বিষ্ণুপ্রিয়া!
নারীকুল-শিরোমণি সর্ব্ব রস রসিয়া॥
কি মধুযামিনী আজি · অনন্ত সুষমারাজী
দিয়েছে প্রকৃতি সতী সকলি খুলিয়া॥
আকাশে চন্দ্রমা হাসে তাহে তারা পরকাশে
অনন্ত অমিয়রাশি পড়িছে খসিয়া॥
বহে মৃদুমন্দ বায় ছুটিছে সুবাস তায়
অনন্ত অর্ব্বুদ ফুল রয়েছে হাসিয়া॥
যেদিকে ফিরিয়া চাই আত্মহারা হ'য়ে যাই
কে যেন গড়েছে সবি অমৃত মথিয়া॥
এ বিপুল বিশ্বধাম প্রেমময় প্রাণারাম,
উথলে অনন্ত প্রেম মোদের লাগিয়া॥
সকল রসের খনি রাণী বিষ্ণুপ্রিয়া ধনী
নাচিছে গাহিছে আজি নাথেরে জিনিয়া॥
নারীর নিকটে আজ পুরুষে পাইল লাজ
গাও গাও গাও সবে জয় বিষ্ণুপ্রিয়া॥
কে পুরুষ কেবা নারী এবে ত চিনিতে নারি
প্রেমের পাথারে এবে গেনুরে ভাসিয়া॥
জয় জয় প্রেমময়ী জগমোহনিয়া॥
জয়রে জয়রে জয় রাণী বিষ্ণুপ্রিয়া॥

প্রেমের আবেশে আছে কোন দেশে
ভুলিল যখন নাগরীগণ,
অবসর পেয়ে গোরা গেল ধেয়ে
যথায় কাঁদিছে ভকতগণ।
সেথা গৌরহরি কৃষ্ণরূপ ধরি
দাঁড়াল গোপিকারমণ বেশে,
ভকত গোপিকা তাহে প্রাণাধিকা
রাই গদাধর ঘিরিল এসে।
শ্রীবাস-অঙ্গন হ'ল বৃন্দাবন
প্রকাশিল তাহে শ্রীরাসলীলা,
যা ছিল গুপত হইল বেকত
রসের ফোয়ারা খুলিয়া দিলা।
এই ভাবে গোরা প্রেমরসে ভোরা
খেলিল দু'ভাবে মধুর রাস।
শ্রীমা'র কৃপায় দেখিবারে পায়
দাদারে লইয়া অনুপ দাস।

—— ——

সম্পূর্ণ।

সচিত্র

শ্রীগৌরাঙ্গ।

শ্রীবিধুভূষণ সরকার, বি, এ,

কর্ত্তৃক লিখিত।

কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর।

মূল্য কাগজে বাঁধা ॥০ আনা; সিল্কে বাঁধা ৸০ আনা।

বাংলার গৌরব, বাঙ্গালীর গৌরব শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনী নরনারী মাত্রেরই আদরের সামগ্রী। গৌরকথায় জীবমাত্রেরই হৃদয় ভক্তিরসে সিঞ্চিত হয়। গ্রন্থকার সহজ সরলভাষায় অতি মধুর ভাবে সংক্ষেপে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা পাঠ করিলে বালকবালিকাগণের ভাষা শিক্ষারও সহায়তা করিবে। ভক্তিপূর্ণ এই পবিত্র গ্রন্থখানি উপহার দেওয়ার উপযুক্ত সামগ্রী। এতাদৃশ পুস্তকের যতই আদর বাড়িবে, ততই মানবসমাজের কল্যাণ সাধিত হইবে। হিন্দু ভক্তমাত্রেরই গৃহে এরূপ গ্রন্থ থাকা একান্ত আবশ্যক।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দত্ত,
কটন লাইব্রেরী,
বাংলা বাজার, ঢাকা।

ছবি।

শচীর দুলাল নিমাইচাঁদ।

মূল্য দেড় আনা।

স্নেহস্বরূপিণী শ্রীশচীমাতা বাৎসল্যরসের পরিপূর্ণ বিষয় আনন্দমূর্ত্তি শ্রীনিমাইচাঁদকে অলকা তিলকা দিয়া সাজাইতেছেন, আর শ্রীচন্দ্রশেখরের পত্নী, শ্রীঅদ্বৈতগৃহিণী এবং শ্রীবাসের ঘরণী মালিনী দেবী রূপমাধুরী নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দসাগরে ভাসিতেছেন। ছবিখানি বড়ই ভক্তি উদ্দীপক। দেখিলেই প্রেমরস প্রাপ্তির নিমিত্ত শ্রীশচীমায়ের শ্রীচরণে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িতে ইচ্ছা করে। এরূপ ছবিতে প্রত্যেক গৃহই সুশোভিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

শ্রীকামদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়,
শ্রীগৌরাঙ্গ-সমিতি,
ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ত্রিপুরা।